স্বপ্ন
অনিঃশেষ
স্মার্ট
বাংলাদেশ

কলেজ বার্ষিকী ২০২৩

সপ্তসুর

শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ

SHAHEED BIR UTTAM LT ANWAR GIRLS' COLLEGE

ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬

আমরা তোমায় ভুলবো না

শহিদ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বীর-উত্তম

১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও আত্মাহুতির জন্য 'বীর-উত্তম'-উপাধিপ্রাপ্ত শহিদ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ১৯৪৮ সালের ৫ই মে চাঁদপুরের হাজীগঞ্জের মাতুলালয়ে সম্ভ্রান্ত-এক মুসলিম-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মো. আবদুল হক এবং মা নুরজাহান বেগম। ৪ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়।

মেধাবী এই বীর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ থেকে ১৯৬৭ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৭০ সালের ২৯শে মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানে মিলিটারি একাডেমি-র প্রশিক্ষণ শেষ করে 'ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে' কমিশন লাভ করেন এবং ১ম পোস্টিং পান 'সিনিয়র টাইগার'-হিসেবে খ্যাত '১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে'।

১৯৭১ সালে '১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট' ছিলো যশোর সেনানিবাসে। যশোরে ১০৭ পদাতিক ব্রিগেডের অন্যান্য ইউনিট ছিলো ২৫ বেলুচ রেজিমেন্ট, ২৭ বেলুচ রেজিমেন্ট, ৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট, ২৪ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি, ৭ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স এবং সংশ্লিষ্ট সিগন্যাল ও ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানি। '১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে'র মোট ৯ জন অফিসারের মধ্যে অধিনায়ক লে. কর্নেল রেজাউল জলিল, সেকেন্ড লে. আনোয়ার হোসেনসহ কয়েকজন বাঙালি ছিলেন। জুন ১৯৭১ সালে এই ইউনিটটি পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি হয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশিত থাকায় ব্যাটালিয়নের অর্ধেক সৈনিক গোটা মার্চ মাস ছুটিতে ছিলেন। এই ইউনিটকে যশোর সেনানিবাসের ১৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে জগদীশপুর গ্রামে শীতকালীন প্রশিক্ষণে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হঠাৎ করেই ২৯শে মার্চ ১৯৭১-এ বেতারে বার্তা পাঠিয়ে তাঁদেরকে হেঁটে সেনানিবাসে ফেরত আসতে বলা হয়। ২৫শে মার্চের পাকিস্তানি পশুদের বর্বরতার খবর এই ব্যাটালিয়নের কেউই জানতেন না। ৩০শে মার্চ ভোরে ব্রিগেড-কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সর্দার আবদুর রহিম দুররানি এসে অধিনায়কের কাছ থেকে অস্ত্রাগারের চাবি নিয়ে যান। এতে সৈনিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন; মাঝরাতে হেঁটে-হেঁটে সবাই ইউনিট-লাইনে পৌঁছেন।

অধিনায়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এবং জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হন। এই সুযোগে ২৫ বেলুচ এবং ৩ এফ এফ, '১ম ইস্ট বেঙ্গল'কে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে ঘিরে আক্রমণ শুরু করে। সবই ছিলো বাঙালি সৈনিকদের হত্যার পূর্বপরিকল্পনা। এ পর্যায়ে বাঙালি অফিসার ও সৈনিকরা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। সেকেন্ড লে. আনোয়ার চরম ঘৃণায় শত্রুর উপর মারমুখী অবস্থান নেন। ইউনিটের পশ্চিম দিকটি ছিলো তুলনামূলকভাবে অরক্ষিত। এলাকাটি ছিলো উন্মুক্ত, ফসলহীন আবাদি জমি। বাঙালি অফিসাররা সিদ্ধান্ত নেন গুলি ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই ৩/৪ জনের ছোটো-ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে পশ্চিম দিক দিয়ে পশ্চাদপসরণ করে চৌগাছা-এলাকায় জড়ো হতে। 'ফায়ার এন্ড মুভ : যুদ্ধ করতে করতে চলা'–এই ভয়ংকর ও দুঃসাহসী পদক্ষেপের আর কোনো বিকল্প রইলো না তখন। শুরু হলো 'ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে'র সৈনিকদের সেনানিবাস-ত্যাগ। সেকেন্ড লে. আনোয়ার অকুতোভয়। তিনি অবারিত-এই খোলা মাঠে শত্রুর প্রচণ্ড গুলি ও মর্টারের গোলার মাঝে তদারকি করছেন তাঁর প্রিয় সৈনিকদের পশ্চাদপসরণ। নিজেদের মেশিনগান দিয়ে বারবার স্থান বদল করে শত্রুর উপর ফায়ার করছেন, যেন শত্রু মাথা উঁচু করে Aimed fire করতে না-পারে। সব সৈনিক নিরাপদে না-যাওয়া পর্যন্ত সেকেন্ড লে. আনোয়ার ছিলেন বলীয়ান। বেলা ডুবে আসছে, সবাই প্রায় চলে এসেছেন। আহত ও নিহতদের শত্রুর গুলির বৃষ্টির মধ্যে নিয়ে আসছেন সতীর্থরা। হঠাৎ মেশিনগানের একঝাঁক গুলি এসে লাগলো সেকেন্ড লে. আনোয়ারের কোমরে, তাঁর বেল্ট-বরাবর। ৩০শে মার্চ ১৯৭১ সালে এই বীর সেনানী দেশের জন্য জীবন দিয়ে অমর হয়ে রইলেন।

এই বীরেরা সেদিন লুটিয়ে না-পড়লে আজ আমরা মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতাম কীভাবে? 'সিনিয়র টাইগার'-এর সৈনিকরা আনোয়ারের নিষ্প্রাণ, নিথর ও রক্তাক্ত দেহ হায়বাতপুর গ্রামে নিয়ে আসেন। সেখানে 'নজরুল ইসলাম কলেজে'র অপর দিকে যশোর-ঝিনাইদহ মহাসড়কের পাশে নির্ভীক-এই মুক্তিযোদ্ধাকে সমাহিত করা হয়। শহিদ সেকেন্ড লে. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনকে তাঁর দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও আত্মাহুতির জন্য 'বীর-উত্তম'-উপাধি প্রদান করা হয়।

শহিদ বীর-উত্তম সেকেন্ড লে. আনোয়ার-স্মরণে ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ক্যান্টনমেন্ট মডার্ন হাই স্কুলে'র নাম ১৯৭২ সালে পরিবর্তন করে রাখা হয় 'শহিদ আনোয়ার বালিকা বিদ্যালয়'। পরবর্তীকালে তাঁর উপাধিকে সংযুক্ত করে পর্যায়ক্রমে ২০০০ সালে এই কলেজের নামকরণ করা হয় 'শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ'। এই বীরের জন্য রইলো আমাদের অন্তরের অশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

স্বপ্ন অনিঃশেষ বাংলাদেশ

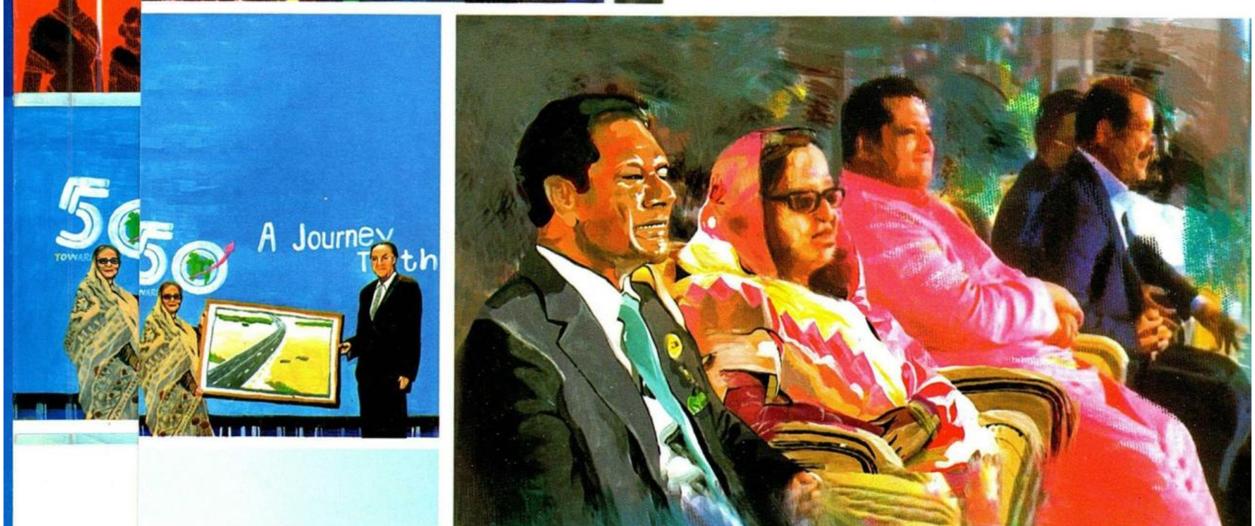

SHAHEED BIR UTTAM LT ANWAR GIRLS' COLLEGE

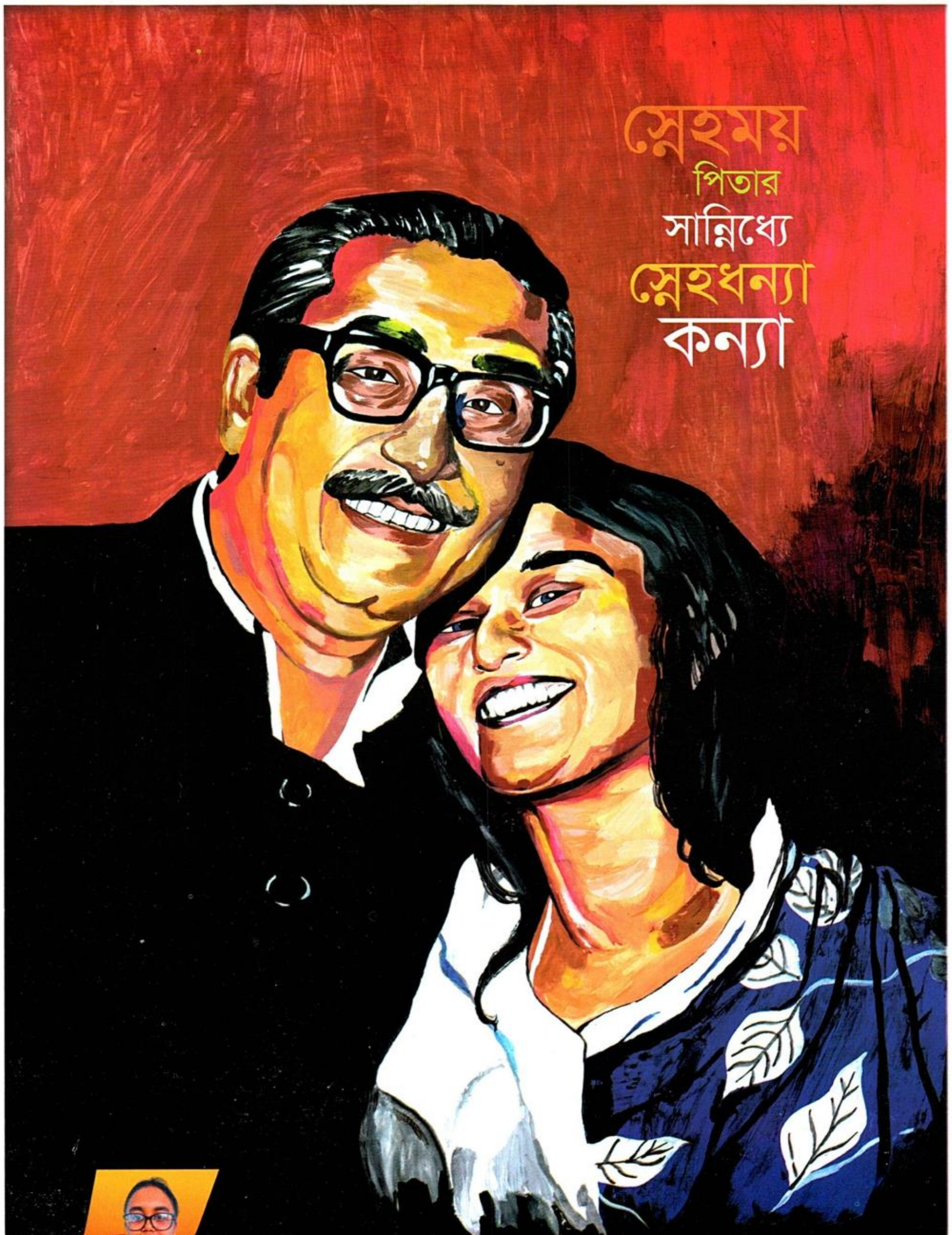

অঙ্কনে
সামিহা আহমেদ সারা, শ্রেণি : একাদশ, শাখা : জুপিটার

শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজের উজ্জ্বল কিছু সাফল্য

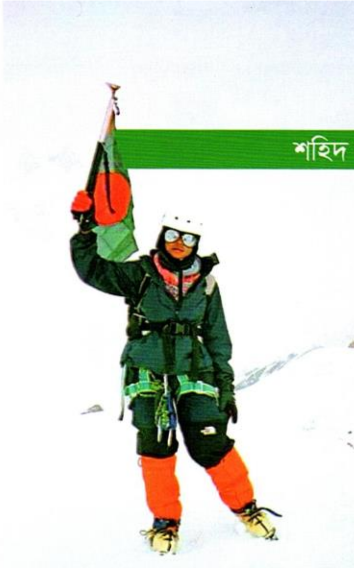

নিশাত মজুমদার
এভারেস্ট জয়ী প্রথম বাংলাদেশি নারী

ফাতিমা ইয়াসমিন
সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় (অর্থ বিভাগ), ভাইস প্রেসিডেন্ট, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, (এই পদে ইনিই প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত বাংলাদেশি নারী)

নাসিম ফেরদৌস
প্রথম বাংলাদেশি নারী রাষ্ট্রদূত

আজমেরী হক বাঁধন ৭৪ তম কান চলচ্চিত্র উৎসব আসরের আঁ সেরতাঁ র‍্যাগার বিভাগে নির্বাচিত প্রথম বাংলাদেশি চলচ্চিত্র "রেহানা মরিয়ম নূর"। এই সিনেমার প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন বাঁধন

ডা. সরকার কামরুন জাহান ঝিনুক
সংগীতশিল্পী এবং দেশের প্রথম সনদধারী রোবোটিক সার্জন

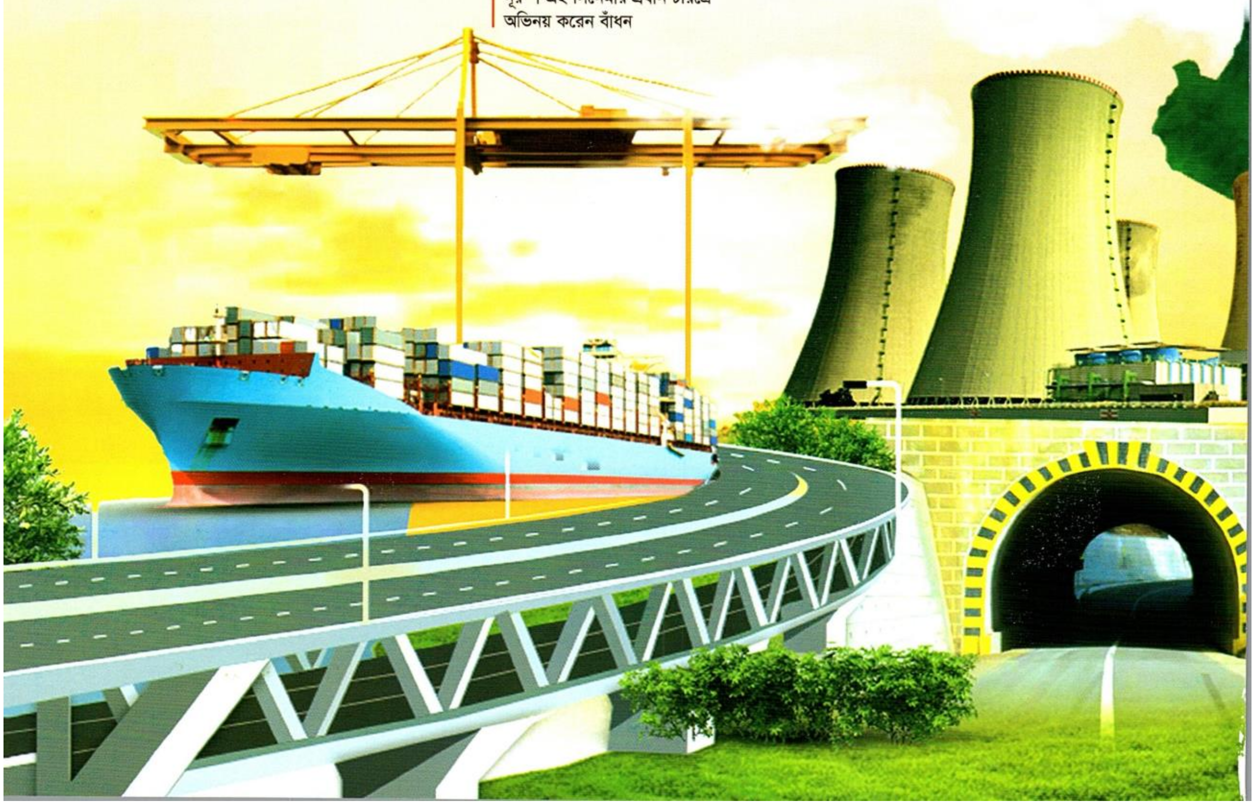

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমাদের অদম্য অগ্রযাত্রা...

সফল পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাজে সজ্জিত ৮ম শ্রেণির ছাত্রী শারারা যাহীনের মতো আমাদের ছাত্রীরা বাস্তবেও বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ, আলোকিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে, এই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

থিমসং

THEME SONG

গীতিকার | শিরীন আক্তার
সহকারী অধ্যাপক

সুরকার | শিল্পী হায়দার হোসেন

'৫৭ থেকে হাঁটি হাঁটি পায়ে, শুরু হলো পথ চলা,
আশা-প্রত্যাশা, স্বপ্ন কানন, তিলে তিলে গড়ে তোলা।
লক্ষ্য মোদের অবিচল, সেই সে লক্ষ্য ঘিরে,
উন্নত শিরে এগিয়ে চলেছি, দেখিনি কখনও ফিরে।
গৌরবে সৌরভ তোলে, মম প্রাণে ঝংকার,
শহিদ আনোয়ার গর্ব মোদের, মোদের অহংকার।

থামিনি কখনও, হারিনি কখনও, হতাশা ছোঁয়নি কভু,
লক্ষ্যে চলতে প্রতি পদে পদে সহায় আজও প্রভু।
মেধা ও মননে, সেবাব্রত মনে, দেশমাতার অধিকার,
সত্য সুন্দর কল্যাণের তরে দৃপ্ত অঙ্গীকার।

শিক্ষা জ্ঞানে চৌকস হবো, কর্মগুণে অনন্য,
নিবেদিতপ্রাণ, করি মহীয়ান মানবতার জন্য।
জ্ঞান-বিজ্ঞান, ক্রীড়া ও কলায় পূর্ণতা প্রতিশ্রুতি,
সময়ের সাথে, প্রগতির পথে, বিশ্বে ছড়ায়ে দ্যুতি।

গৌরবে সৌরভ তোলে, মম প্রাণে ঝংকার,
শহিদ আনোয়ার গর্ব মোদের, মোদের অহংকার।
'৭১ মুক্তিযুদ্ধ প্রেরণা পথ চলার,
শহিদ আনোয়ার বীর-উত্তম মোদের অহংকার।

প্রকাশনা পর্ষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
মেজর জেনারেল মোঃ মঈন খান, এনডিসি, পিএসসি
জিওসি ও এরিয়া কমান্ডার, লজিস্টিকস্ এরিয়া
ঢাকা সেনানিবাস

প্রধান উপদেষ্টা
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফেরদৌস হাসান সেলিম, এসইউপি (বার)
এডব্লিউসি, পিএসসি
ডিএমও, সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস ও
সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ

উপদেষ্টা
কর্নেল মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, পিএসসি, জি
অধ্যক্ষ

সম্পাদক
শিরীন আক্তার, সহকারী অধ্যাপক

সহকারী সম্পাদকবৃন্দ
শাহানা সাজেদা, প্রভাষক
লুৎফুন নাহার, সিনিয়র শিক্ষক
আফসানা মুন, সহকারী শিক্ষক
আজিজা নাসরীন, সহকারী শিক্ষক

আলোকচিত্র ও তথ্যপ্রযুক্তি সহায়তায়
সুব্রত কুমার পাল, সহকারী অধ্যাপক
এ কে এম জহুরুল হক
প্রভাষক (আর্কাইভ থেকে সহযোগিতা)
মিজানুর রহমান, প্রভাষক
নাসিরা সিদ্দিকা, সহকারী শিক্ষক

অফিস সহায়তায়
নাহিদা পারভীন যুথী, অফিস সহকারী
মোঃ মতিউর রহমান
অফিস সহকারী (আইটি সহযোগিতায়)

ছাত্রী প্রতিনিধি
নিশাত সালসাবিল, কলেজ ক্যাপ্টেন
রাইমা হক (কলেজ শাখা)
হুমায়রা রহমান (বাংলা ভার্শন-স্কুল প্রভাতি শাখা)
মোবাশ্বিরা বিনতে মুশাহিদ (ইংরেজি ভার্শন-স্কুল প্রভাতি শাখা)
সোহা জামান নির্ঝরা (স্কুল-দিবা শাখা)

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সামিহা আহমেদ সারা, একাদশ শ্রেণি (জুপিটার)
আয়শা সিদ্দীকা বিনতে খৈয়াম, দশম শ্রেণি (অ্যাস্টার)

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০২৩

মুদ্রণে
দি এ্যাড কমিউনিকেশন
০২৩৩৩৩৫৪৪৪৯, ০১৮১৯-৩১৬৪৭৫
theadctg@gmail.com

শহিদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহোদয়কে
নিজের আঁকা ছবিটি উপহার দেয় একাদশ শ্রেণির ছাত্রী
সামিহা আহমেদ সারা

প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী

নারীশিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজের শিক্ষা, শৃঙ্খলা, ছাত্রী-শিক্ষক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, পরীক্ষার ফলাফল ও সহশিক্ষা কার্যক্রমের সাফল্যগাথা সকল মহলেই সুবিদিত ও প্রশংসিত। ঐতিহ্যের এই ধারাকে অব্যাহত রেখে বরাবরের মতোই প্রতিষ্ঠানটির নিয়মিত বার্ষিকী 'সপ্তসুর-২০২৩' প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

নিঃসন্দেহে কলেজ বার্ষিকী 'সপ্তসুর' কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা ও অফুরন্ত সম্ভাবনার বীজকে অঙ্কুরিত ও বিকশিত করবে। আজকের নবীন শিক্ষার্থীদের লেখা ও আঁকা সংবলিত প্রকাশনায় অনুপ্রাণিত হয়েই জন্ম হবে আগামী দিনের কোনো বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্বের। তাই নবীন শিক্ষার্থীদের কাছে আমার প্রত্যাশা-তোমরা সৃজনশীলতার এই ধারাকে অব্যাহত রাখবে। বিশেষ করে নারী হিসেবে আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বিশ্বদরবারে স্বমহিমায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও চেতনাকে ধারণ করে সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হয়ে সোনার বাংলা বিনির্মাণের পথে এগিয়ে যাবে তোমরা। তোমাদের হাত ধরেই আমরা পাব উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

"সপ্তসুর-২০২৩"-এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে প্রকাশনাটির কর্মযজ্ঞের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মেজর জেনারেল মোঃ মঈন খান, এনডিসি, পিএসসি
জিওসি ও এরিয়া কমান্ডার, লজিস্টিকস্ এরিয়া
এবং
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ
ঢাকা সেনানিবাস

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি মহোদয় কর্তৃক
শুভ উদ্বোধন ঘোষণার পর---

সভাপতির বাণী

শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে সাহিত্যচর্চা অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দেশ ও জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং আত্মপরিচয় শিল্প সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই প্রস্ফুটিত হয়। শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে তৈরি হয় দেশপ্রেমিক, সৎ, প্রগতিশীল ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক। এরই ধারাবাহিকতায় শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ বার্ষিকী 'সপ্তসুর-২০২৩' প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

'সপ্তসুর' প্রকাশনার এ শুভক্ষণে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর আত্মত্যাগ, দেশপ্রেমবোধ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে পেয়েছি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনায় উজ্জীবিত একটি সৃজনশীল ও আদর্শ জাতি গড়ে তুলতে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

আধুনিক যুগে বেড়ে ওঠা আমাদের সন্তানদের এখন সময় কাটে মোবাইল, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট, ফেসবুকসহ নানা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ে। ভার্চুয়াল জগতে আত্মমগ্ন এই নতুন প্রজন্ম হয়ে যাচ্ছে অন্তর্মুখী। এরকম একটি পরিবেশে নতুন প্রজন্মের ভাবনা, ইচ্ছা ও প্রত্যাশাগুলোকে আলোর মুখ দেখার সুযোগ করে দেয় কলেজ বার্ষিকী 'সপ্তসুর'। অপরিণত মনের আবেগ সর্বস্ব লেখা বা ছবিগুলোর সাহিত্যিক আবেদন অমূল্য। বাঙালির সাহিত্যচর্চার ইতিহাস হাজার বছরের পুরানো। প্রত্যেক ভাষায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিজস্ব স্বকীয়তা রয়েছে, যাকে লালন ও ধারণ করতে না পারলে অপসংস্কৃতি একে গ্রাস করে। পরীক্ষার বৈতরণী পার হতে শুধু পুথিগত বিদ্যা অর্জন নয়, অর্জিত জ্ঞানকে মজ্জাগত করে স্থায়ীভাবে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্মিলন ঘটানোর এক অনন্য উপায় হলো সাহিত্যচর্চা। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাংলা ভাষার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারাকে বহমান রাখার দায়িত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তথা শিক্ষার্থীদেরই নিতে হবে। বাঙালির কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কলেজ বার্ষিকী 'সপ্তসুর-২০২৩' প্রকাশ তাই একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

'সপ্তসুর-২০২৩' কে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে উপস্থাপনের জন্য যারা মেধা, শ্রম ও মূল্যবান সময় দিয়েছেন তাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি 'সপ্তসুর' এর সাফল্য ও এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফেরদৌস হাসান সেলিম, এসইউপি (বার), এডব্লিউসি, পিএসসি
পরিচালক
মিলিটারি অপারেশনস্
সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ
শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে
অধ্যক্ষ মহোদয়ের কোলে শৈশবের
বঙ্গবন্ধু সাজে এক খুদে শিক্ষার্থী

আনন্দময় পরিবেশে আলোকিত মানুষ গড়ার প্রত্যয়ে পরিচালিত হয় শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ-এর বিশাল কর্মযজ্ঞ। দেশের অন্যতম নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নবীন শিক্ষার্থীদের মনোদৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের উপযোগী শিখন পরিবেশ তৈরিতে আমরা সচেষ্ট। আমি মনে করি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হবে ছাত্রীদের জন্য আনন্দের স্থান। এখানে তারা পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করে আত্মবিশ্বাসের সাথে খেলাধুলা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের যোগ্য, দক্ষ ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। আমাদের শিক্ষার্থীদের সাহিত্যবোধ ও শিল্পী মনের নৈপুণ্য প্রকাশের ভিত্তিভূমি কলেজ বার্ষিকী 'সপ্তসুর-২০২৩' নবসৃষ্টির মহানন্দে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

'সপ্তসুর'-এর বাণী ঝংকারে আমাদের শিক্ষার্থীরা নিজেদের সুপ্ত প্রতিভাকে উন্মোচিত করেছে গল্প, কবিতা, রং ও রেখার বৈভব ছড়ানো বর্ণিল চিত্রপটে। এ বার্ষিকীর প্রতিটি আলোকচিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে সুদক্ষ শিক্ষকমণ্ডলীর দিক-নির্দেশনায় গড়ে ওঠা আত্মপ্রত্যয়ী শিক্ষার্থীর বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রম।

যে সকল শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার ছোঁয়ায় 'সপ্তসুর' অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়েছে তাদের জানাই অভিনন্দন। যাদের লেখা আলোর মুখ দেখতে পারলো না তাদের জন্য রইলো শুভকামনা। এ সকল সুকুমার বৃত্তির চর্চার মাধ্যমে তোমরা প্রত্যেকে সংবেদনশীল, মানবিক গুণসম্পন্ন, একজন আদর্শ মানুষ ও সচেতন সাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস। যাঁদের সৃজনীশক্তি, পরামর্শ ও পরিশ্রমে 'সপ্তসুর' পূর্ণতা পেলো, তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

জয় বাংলা

কর্নেল মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম পিএসসি, জি
অধ্যক্ষ

EDITORIAL

সম্পাদকের কথা

কলেজ বার্ষিকী 'সপ্তসুরে'র প্রকাশনাকে ঘিরে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অর্থাৎ পুরো প্রতিষ্ঠান জুড়ে যে উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ক্লাসের পড়াশোনা, পরীক্ষা এবং অন্যান্য সহশিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি সময় বের করে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনি, জানা-অজানা, কৌতুক, অঙ্কন ইত্যাদি কতোকিছু জমা দিয়েছে! পরিসরের সীমাবদ্ধতার কারণে সবার কাজ 'সপ্তসুরে'র পাতায় হয়তো ঠাঁই পায়নি কিন্তু প্রত্যেকের উৎসাহ, উদ্দীপনা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। এই আগ্রহ এবং উৎসাহ তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে অনেক দূর।

চতুর্দশতম বারের মতো সম্পাদনার কাজ করতে গিয়ে দেখলাম, 'সপ্তসুর'কে ঘিরে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে, এটি ইতিবাচক।

কোভিড-১৯ পরবর্তী পরিস্থিতি অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো মানুষের মনোজগতেও তৈরি করেছে অদ্ভুত এক অস্থিরতা, যা এখনো চলমান। এই অস্থিরতা থেকে মুক্ত করে শিক্ষার্থীদেরকে সুস্থির এবং সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য খেলাধুলাসহ সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার বিকল্প নেই। 'সপ্তসুর' সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য সম্ভাবনাময় একটি জায়গা।

আমরা চেষ্টা করেছি ছাত্রীদের অংশগ্রহণ অর্থাৎ তাদের লেখা, অঙ্কন বেশি সংখ্যক পাওয়ার জন্য। তাদের জন্যই তো সপ্তসুরকে সাজানোর আয়োজন! তাই বিষয়ের বাহুল্য ছেঁটে ফেলে ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভার কলিগুলোকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ যথাসম্ভব দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা।

ভালোকথা শোনা ভালো, ভালোকথা বলাও ভালো; তবে, ভালো হওয়া সবচেয়ে ভালো। আমাদের শিক্ষার্থীরা ভালোর সাথে থাকুক সুন্দরের সাথে থাকুক। সুকুমার বৃত্তির এই চর্চা তাদেরকে আলোকিত-পথের দিশা দেখাক, ভালোর দিকে পরিচালিত করুক।

'সপ্তসুর' ২০২৩ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাদের প্রচেষ্টাকে শুভেচ্ছার স্মারক হিসেবে সবার সামনে তুলে ধরলাম।

শিরীন আক্তার
সম্পাদক, সপ্তসুর-২০২৩

চলছে 'সপ্তসুর' ২০২৩-এর সম্পাদনার কাজ।
অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে
সম্পাদনা পর্ষদ-আলোকচিত্র, তথ্য-প্রযুক্তি ও
অলংকরণে সহায়তাকারী শিক্ষকবৃন্দ ও
শিক্ষার্থী সদস্যরা

সম্পাদনা পর্ষদ

কলেজ পরিচালনা পর্ষদ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফেরদৌস হাসান সেলিম, এসইউপি (বার)
এডব্লিউসি, পিএসসি
ডিএমও, সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস ও
সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ

কর্নেল মোহাম্মদ মাজহার আল কবির খোকন, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
চিফ অপারেশনস্ অফিসার
সদর দপ্তর লজিস্টিকস্ এরিয়া, ঢাকা সেনানিবাস
কো-অপ্ট সদস্য

লে. কর্নেল মোঃ সৈকত হোসেন, পিএসসি, সিগস্
কমান্ড্যান্ট, সিগন্যাল বেস ওয়ার্কশপ
ঢাকা সেনানিবাস
সদস্য, অভিভাবক প্রতিনিধি

লেঃ কর্নেল আবু হায়দার মো. আসাদুজ্জামান, পিএইচডি, এইসি
জিএসও-১, সেনাসদর, শিক্ষা শাখা, শিক্ষা পরিদপ্তর
ঢাকা সেনানিবাস
কো-অপ্ট সদস্য

মেজর মহিউদ্দীন আহমেদ মজুমদার, এইসি
জিএসও-২ (শিক্ষা), সদর দপ্তর লজিস্টিক্স এরিয়া
ঢাকা সেনানিবাস
কো-অপ্ট সদস্য

শামসুন নাহার
উপাধ্যক্ষ
আমন্ত্রিত সদস্য (কলেজ শাখা)

জিয়া শারমিন
উপাধ্যক্ষ
আমন্ত্রিত সদস্য (স্কুল-প্রভাতি শাখা)

সাদিয়া আরেফিন
উপাধ্যক্ষ
আমন্ত্রিত সদস্য (স্কুল-দিবা শাখা)

আরজুমান্দ বানু
সহকারী অধ্যাপক
সদস্য, শিক্ষক প্রতিনিধি (কলেজ শাখা)

শাহীনা জবীন সৈয়দ
সিনিয়র শিক্ষক
সদস্য, শিক্ষক প্রতিনিধি (স্কুল শাখা)

রেজা রোখসানা
সিনিয়র কৃষি প্রকৌশলী
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা
সদস্য, অভিভাবক প্রতিনিধি

ফৌজিয়াতুন নাহার
প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলী
আর. এফ. গ্রুপ, ঢাকা
সদস্য, অভিভাবক প্রতিনিধি

কর্নেল মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, পিএসসি, জি
অধ্যক্ষ
ও
সদস্য সচিব

কংক্রিট প্রাণ
সবুজের ঘ্রাণ

DAILY ASSEMBLY প্রাত্যহিক সমাবেশ

সম্মানিত সেনাপ্রধান ও প্রাক্তন প্রধান পৃষ্ঠপোষক

যাঁদের দূরদর্শী দিক-নির্দেশনায়
এ-যাবৎ আমাদের গৌরবোজ্জ্বল পথচলা

প্রধান পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ

জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ (সম্মানিত সেনাপ্রধান)
এসবিপি, ওএসপি, এনডিইউ, পিএসসি, পিএইচডি
২৪-০১-২০১৯ থেকে ২৪-০৮-২০১৯

মেজর জেনারেল মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান
এসজিপি, এইচডিএমসি, পিএসসি
১৮-০৭-২০১৩ থেকে ৩১-০৭-২০১৩

মেজর জেনারেল মোঃ হামিদুর রহমান চৌধুরী
পিএসসি
৩১-০৭-২০১৩ থেকে ১২-০৮-২০১৩

মেজর জেনারেল মিজানুর রহমান খান
এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
১২-০৮-২০১৩ থেকে ১১-০৪-২০১৬

মেজর জেনারেল আতাউল হাকিম সারওয়ার হাসান
এসজিপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি
২৬-০২-২০১৭ থেকে ০৭-০৮-২০১৮

মেজর জেনারেল মোঃ নজরুল ইসলাম
এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জি
০৭-০৮-২০১৮ থেকে ২৪-০১-২০১৯

মেজর জেনারেল মোঃ মোশফেকুর রহমান
এসজিপি, এসইউপি, এনডিসি, পিএসসি
২৫-০৮-২০১৯ থেকে ০৩-০১-২০২১

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির
ওএসপি, এসইউপি, আরসিডিএস, পিএসসি
০৩-০১-২০২১ থেকে ১৩-০৭-২০২১

মেজর জেনারেল মোঃ জহিরুল ইসলাম
এনডিসি, পিএসসি
১৩-০৭-২০২১ থেকে ১৯-০৩-২০২৩

মেজর জেনারেল মোঃ মঈন খান
এনডিসি, পিএসসি
১৯-০৩-২০২৩ থেকে চলমান

যাঁদের বিচক্ষণ পরিচালনায়

এগিয়ে চলেছি আমরা

সভাপতিবৃন্দ

মেজর জেনারেল সামসুজ্জামান, জি
২৬-০৮-৮২ থেকে ০২-১১-৮২

মেজর জেনারেল সাদেকুর রহমান চৌধুরী
টি কিউ এ
০৩-১১-৮২ থেকে ৩১-০৭-৮৩

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ
পিএসসি
০১-০৮-৮৩ থেকে ৩০-০৯-৯০

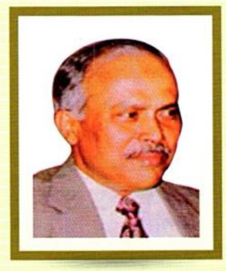

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল হালিম
০১-১০-৯০ থেকে ২৯-০৫-৯৫

মেজর জেনারেল মোস্তফা কামাল উদ্দিন
এনডিইউ, পিএসসি
৩০-০৫-৯৫ থেকে ০৩-০১-৯৬

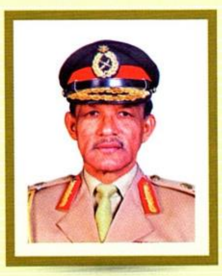

মেজর জেনারেল মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
বিবি, এনডিসি, পিএসসি, সি
০৪-০১-৯৬ থেকে ২০-০১-৯৬

মেজর জেনারেল গোলাম কাদের
২১-০১-৯৬ থেকে ১৮-০৬-৯৬

ব্রিগেডিয়ার সৈয়দ এ বি এম আশরাফ-উজ-জামান
১৯-০৬-৯৬ থেকে ০৫-০৪-৯৭

মেজর জেনারেল জালাল উদ্দীন আহমদ
এনডিইউ, পিএসসি
০৬-০৪-৯৭ থেকে ০৬-০১-২০০০

ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ শারফুল আলম
এলডিএমসি, পিএসসি
০৭-০১-২০০০ থেকে ১৩-০৩-২০০০

মেজর জেনারেল জীবন কানাই দাস
এনডিইউ, পিএসসি
১৪-০৩-২০০০ থেকে ১৩-০১-০২

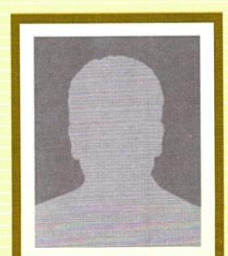

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কায়সার আহমেদ
১৪-০১-০২ থেকে ১৬-০৪-০২

মেজর জেনারেল জালাল উদ্দীন আহমদ
এনডিইউ, পিএসসি
১৭-০৪-০২ থেকে ৩১-১২-০৩

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আমিনুল করিম
এনডিসি, এলডিএমসি, পিএসসি
০১-০১-০৪ থেকে ২৬-০৬-০৪

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ ইসমাইল ফারুক চৌধুরী
২৭-০৬-০৪ থেকে ১৩-১২-০৪

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নিজাম আহমেদ
পিএসসি
১৪-১২-০৪ থেকে ১৫-০৯-০৮

ব্রিগেডিয়ার জেনারে মোঃ অহিদুল ইসলাম তালুকদার
এএফডব্লিউসি, পিএসসি
১৬-০৯-০৮ থেকে ১১-০৫-০৯

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শারাফত হোসেন
পিএসসি
১২-০৫-০৯ থেকে ২১-০৭-০৯ এবং ২২-০৭-০৯ থেকে ১৯-০১-১১

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান সরকার
এইচডিএমসি, পিএসসি
২০-০১-১১ থেকে ৩১-১২-১২

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আজমল কবীর
পিএসসি
২৯-০১-১৩ থেকে ২২-০৪-১৪

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফ এম জাহিদ হোসেন
এএফডব্লিউসি, পিএসসি
০৯-০৫-১৪ থেকে ২৯-১২-১৪

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম মাহমুদ হাসান
পিএসসি
৩০-১২-১৪ থেকে ৩০-০১-১৭

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলমগীর হোসেন
পিএসসি
৩১-০১-১৭ থেকে ১৮-০২-১৮

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইকবাল আহমেদ
এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
১৯-০২-১৮ থেকে ২৮-০২-১৯

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মঈন খান
এনডিসি, পিএসসি, এলএসসি
১৪-০৩-১৯ থেকে ১১-০৬-১৯

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ তারেক হোসেন
এডব্লিউসি, পিএসসি
১২-০৬-১৯ থেকে ০৬-০১-২১

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কে এম আমিরুল ইসলাম
এসপিপি
০৬-০১-২১ থেকে ১৪-০২-২২

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফেরদৌস হাসান সেলিম
এসইউপি (বার), এডব্লিউসি, পিএসসি
১৪-০২-২২ থেকে অদ্যাবধি

১৯৫৭ সাল থেকে যাঁদের দক্ষ হাতে

সুবর্ণ পথে এ পর্যন্ত এসেছে এ প্রতিষ্ঠান

অধ্যক্ষগণ

ক্র. ন.	নাম	কার্যকাল	
১.	মিসেস ইউসুফ জাই	জানুয়ারি-১৯৫৭	ডিসেম্বর-১৯৬১
২.	মিসেস নাফিস আহমেদ	জানুয়ারি-১৯৬২	ডিসেম্বর-১৯৬৩
৩.	মিসেস অজন্তা ইসলাম	জানুয়ারি-১৯৬৪	অক্টোবর-১৯৬৬
৪.	মিসেস আকরাম সুলতানা	অক্টোবর-১৯৬৬	মে-১৯৬৯
৫.	মিসেস আতিয়া বানু	মে-১৯৬৯	ডিসেম্বর-১৯৭১

মিসেস আতিয়া বানু (প্রধান শিক্ষক)
জানুয়ারি-১৯৭২ থেকে আগস্ট-১৯৭৫

মিসেস নিলুফার মাহমুদ (প্রধান শিক্ষক)
জানুয়ারি-১৯৭৭ থেকে মে-১৯৮০

মিসেস ফরিদা বানু লস্কর (প্রধান শিক্ষক)
অক্টোবর-১৯৮০ থেকে এপ্রিল-১৯৮৩

মিসেস রাজিয়া বেগম (প্রধান শিক্ষক)
আগস্ট-১৯৮৩ থেকে জুলাই-১৯৯০

ড. মোহাম্মদ আলী
জুলাই -১৯৯০ থেকে অক্টোবর-১৯৯২

জনাব মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান
মার্চ-১৯৯৩ থেকে ফেব্রুয়ারি-১৯৯৫

জনাব নাজিরউদ্দিন আহমেদ
মার্চ-১৯৯৫ থেকে আগস্ট-১৯৯৫

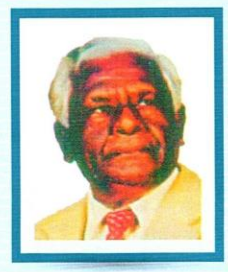

জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান
আগস্ট-১৯৯৫ থেকে আগস্ট-১৯৯৬

জনাব রেজাউল ইসলাম
অক্টোবর-১৯৯৬ থেকে জানুয়ারি-২০০২

লে. কর্নেল মোঃ রুহুল আমিন, (অব.) এইসি
জানুয়ারি-২০০২ থেকে অক্টোবর-২০০২

কর্নেল মোঃ ছালেহ উদ্দিন খান, (অব.)
অক্টোবর-২০০২ থেকে জানুয়ারি-২০০৫

কর্নেল মোঃ আব্দুল বাতেন
জানুয়ারি-২০০৫ থেকে জানুয়ারি-২০০৮

লে. কর্নেল মো. শামসুল আলম, পিএসসি
জানুয়ারি-২০০৮ থেকে জুলাই-২০০৮
২৮ জুলাই ২০০৮ থেকে ২৯ ডিসে. ২০১০

কর্নেল মোঃ শাহাদাৎ হোসেন সিকদার
২৯ ডিসে. ২০১০ থেকে ২০ মার্চ ২০১৩

কর্নেল মোঃ জাহিদুর রহিম
এএফডব্লিউসি, পিএসসি
২১ মার্চ ২০১৩ থেকে ১৭ জানু. ২০১৬

কর্নেল মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ আকন্দ
পিএসসি
১৮ জানু. ২০১৬ থেকে ১৪ মে ২০১৬

কর্নেল মোঃ রশিদুল ইসলাম খান
এসজিপি, পিএসসি, জি
২১ জুন ২০১৬ থেকে ২০ ডিসে. ২০১৭

কর্নেল মোহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান
এএফডব্লিউসি, পিএসসি
১০ জানু. ২০১৮ থেকে ২৯ জানু. ২০১৯

কর্নেল মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান খান
এএফডব্লিউসি, পিএসসি
২৯ জানু. ২০১৯ থেকে ০২ সেপ্টে. ২০১৯

কর্নেল মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম
পিএসসি, জি
০২ সেপ্টে. ২০১৯ থেকে অদ্যাবধি

শিরীন আক্তার
সহকারী অধ্যাপক

শিক্ষক

অগণিত জীবনের রক্ষক।

রক্ষা করেন অনেক জীবন পতনের হাত থেকে,
আগলে রাখেন কতো না জীবন স্নেহের পালকে ঢেকে।

বিকশিত হয় তাঁর হাত ধরে কতো যে কুসুমকলি,
কতোজন পায় নিজপথ খুঁজে তাঁর-দেয়া পথে চলি!

শুধু নয় বই কিংবা সনদ, নহেকো ভোগের পথ,
'জীবনবোধের উন্নয়ন'ই জীবনের মনোরথ,

এই শিক্ষা বুনে দেন যিনি, তিনিই হলেন গুরু,
জীবনপাঠের মূলমন্ত্রটি তাঁর কাছে শেখা শুরু।

'বিদ্যা' এবং 'শিক্ষা' দানে যেজন সব্যসাচী,
'শিক্ষক' হয়ে শিষ্য-হৃদয়ে তিনিই থাকেন বাঁচি।

শিক্ষকতা চাকুরি তো নয়, এ এক মহান ব্রত,
এই ব্রত নিয়ে আলো জ্বেলে যান আঁধার-জীবনে শত।

মানবিকতা, সম্প্রীতি আর সেবার বীজটি নিয়ে,
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে বুনে দেন মিলিয়ে।

মহৎ-জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখাতে পারেন যে-জন,
তিনিই গুরু, যুগে যুগে হন তিনিই শ্রদ্ধাভাজন!

'মানুষ গড়ার কারিগর' পরিচয় তিনিই কেবল পান,
"মানুষ" গড়তে অকাতরে যিনি নিজেকে বিলিয়ে যান।

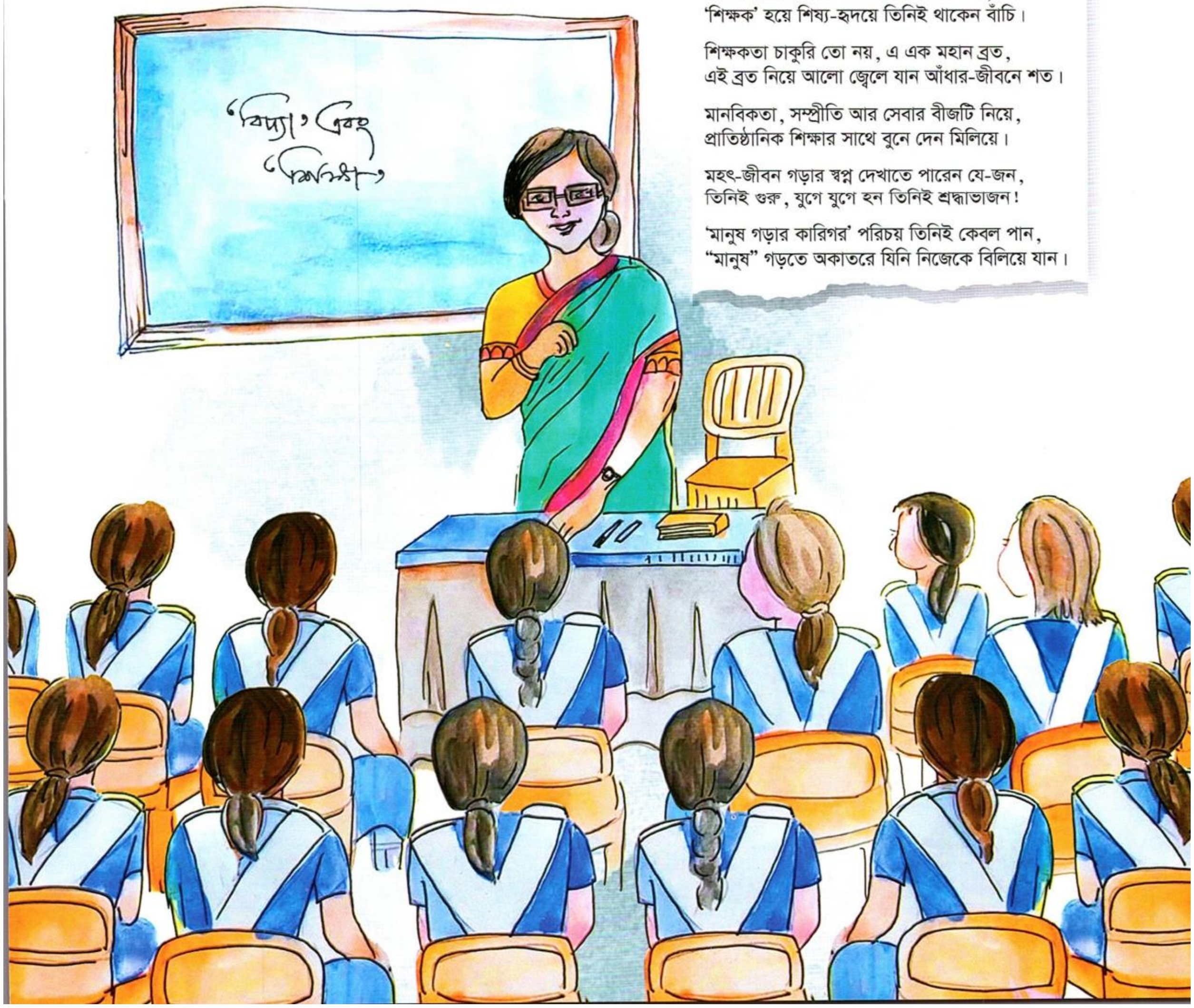

শিক্ষকবৃন্দ
কলেজ শাখা

শামসুন নাহার
উপাধ্যক্ষ

পরাগ কোহিনূর আমীন
সহ. অধ্যাপক, ইংরেজি

ড. তাহমিনা জামালী
সহ. অধ্যাপক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান

সুরাইয়া খান
সহ. অধ্যাপক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

মাহাবুবা আখতার
সহ. অধ্যাপক, ভূগোল

ফাহমিদা খানম
সহ. অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

আরজুমান্দ বানু
সহ. অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞানা

স্নিগ্ধা শারমিন খান
সহ. অধ্যাপক, অর্থনীতি

আঞ্জুমান আরা বেগম
সহ. অধ্যাপক, পৌরনীতি ও সুশাসন

শিরীন আক্তার
সহ. অধ্যাপক, বাংলা

সামিনা মেহেলী
সহ. অধ্যাপক, ইংরেজি

সামছুন নাহার ইয়াছমিন
সহ. অধ্যাপক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

রওশন আক্তার
সহ. অধ্যাপক, বাংলা

নাসরিন জাহান খান
সহ. অধ্যাপক, প্রাণিবিজ্ঞান

খোন্দকার পাপিয়া সুলতানা
সহ. অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান

জেবুন্নেছা
সহ. অধ্যাপক, রসায়ন

অঞ্জন কুমার রায়
সহ. অধ্যাপক, গণিত

রোজিনা খানম
সহ. অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

কাজী রবিউল ইসলাম
সহ. অধ্যাপক, রসায়ন

মো. নজরুল ইসলাম
সহ. অধ্যাপক, গণিত

সুব্রত কুমার পাল
সহ. অধ্যাপক, ইংরেজি

মাসুদা আক্তার
প্রভাষক, ব্যবসায়নীতি ও প্রয়োগ

এস এম আরমান
প্রভাষক, ইংরেজি

বনি বেনজির
প্রভাষক, প্রাণিবিজ্ঞান

মোহাম্মদ আবদুর রব খান
প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান

সুখেন্দু বিকাশ সাহা
প্রভাষক, গণিত

শাহানা সাজেদা
প্রভাষক, বাংলা

সোনিয়া স্মৃতি
প্রভাষক, উদ্ভিদবিজ্ঞান

মোসা. আফরোজা বুলবুল
প্রভাষক, গণিত

অলোক কুমার চক্রবর্ত্তী
প্রভাষক, বাংলা

মো. শামসুল হক
প্রভাষক, রসায়ন

জিন্নাত রেহানা
প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান

মো. সেলিম হোসেন
প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান

সৈয়দ মাহাবুব আলম
প্রভাষক, ইংরেজি

মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন
প্রভাষক, উদ্ভিদবিজ্ঞান

নিগার সুলতানা মাহমুদ
প্রভাষক, ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ

ফারজানা হাসান
প্রভাষক, উদ্ভিদবিজ্ঞান

শামিম আরা হাফিজ
প্রভাষক, পৌরনীতি ও সুশাসন

রেজাউল করিম
প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

নুসরাত জাহান
প্রভাষক, প্রাণিবিজ্ঞান

মাহমুদা আক্তার
প্রভাষক, উৎপাদন ব্যব. ও বিপণন

এ কে এম জহুরুল হক
প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

ইশরাত ফাতেমা
প্রভাষক, উৎপাদন ব্যব. ও বিপণন

খোদেজা আক্তার
প্রভাষক, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং

তসমিয়াহ্ মিলন সেতু
প্রভাষক, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

মিজানুর রহমান
প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

হানিয়া বিনতে জাহাংগীর
প্রভাষক, বাংলা

সাইফা সুমাইয়া পিয়া
প্রভাষক, রসায়ন

সারমিন আক্তার
একাডেমিক কাউন্সিলর, মনোবিজ্ঞান

রতন কুমার রায়
প্রভাষক, ইংরেজি

আবু জুবায়েদ আল আজাদ
প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান

মোর্শেদা আক্তার
প্রভাষক, মনোবিজ্ঞান

সুবর্ণা দাশ
প্রভাষক, বাংলা

মাহবুবা আক্তার
প্রভাষক, (খণ্ডকালীন)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

মদিনা মুনাওয়ারা মুক্তি
প্রভাষক
(খণ্ডকালীন), প্রাণিবিজ্ঞান

ইঞ্জি. এস এম দেলোয়ার হোসেন
আমন্ত্রিত প্রভাষক
ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং ওয়ার্কশপ এন্ড প্রাকটিস

অনামিকা মজুমদার
প্রভাষক
(খণ্ডকালীন), গণিত

মো. শফিক উল্লাহ
প্রদর্শক, পদার্থবিজ্ঞান

শিউলী আক্তার
প্রদর্শক, রসায়ন

চন্দ্রিকা বিশ্বাস
প্রদর্শক, আইসিটি

সুরাইয়া বেগম
প্রদর্শক, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

খালেদা খানম
প্রদর্শক, গণিত

শরিফা আক্তার
প্রদর্শক, জীববিজ্ঞান

মনি আক্তার
শরীরচর্চা শিক্ষক

শিক্ষকবৃন্দ

স্কুল শাখা

(বাংলা মাধ্যম : প্রভাতি)

জিয়া শারমিন
উপাধ্যক্ষ

সালমা কাওসার
সি. শিক্ষক, মানবিক

ফরিদা খাতুন
সি. শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

শরিফা শিরীন
সি. শিক্ষক, বাংলা

শাহীনা জেবীন সৈয়দ
সি. শিক্ষক, প্রাণিবিজ্ঞান

আলিয়া হুদা
সি. শিক্ষক, মানবিক

ইসরাত জাহান
সি. শিক্ষক, চারু ও কারু

শামছ জেসমীন আলী
সি. শিক্ষক, মনোবিজ্ঞান

কামরুন নাহার দীপা
সি. শিক্ষক, সমাজ বিজ্ঞান

আবদুল্লাহিল বাকী
সি. শিক্ষক, কম্পি./গণিত

মনিমোহন বিশ্বাস
সি. শিক্ষক, গণিত/বিজ্ঞান

শারমিন নাহার আয়মন
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

তাসলিমা খানম মিতু
সি. শিক্ষক, বিজ্ঞান

শামীমা নার্গিস খান যুথী
সি. শিক্ষক, ভূগোল

রোম্মান আখতার
সি. শিক্ষক, মনোবিজ্ঞান

ইয়াসমিন আখ্তার
সি. শিক্ষক, ইস. ইতিহাস

নাঈমা খাতুন
সি. শিক্ষক, গণিত

সাদিয়া আরেফিন
সি. শিক্ষক, আই. আর.

সিমা রহমান
সি. শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

শাহনাজ সিদ্দিকী
সি. শিক্ষক, অর্থনীতি

কেয়া হায়দার
সি. শিক্ষক, ইতিহাস

মোনালিসা সেবী
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

প্রীতি সিংহ রায়
সি. শিক্ষক, অর্থনীতি

সাহিদা আকতারী
সি. শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

কাজি সুমনা আফরীন
সি. শিক্ষক, কৃষিবিজ্ঞান

ফিরোজা বেগম
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

নিলুফার ইয়াসমিন
সি. শিক্ষক, উদ্ভিদবিজ্ঞান

শিরীন আক্তার
সি. শিক্ষক, ইস. ইতিহাস

সেহেলী আক্তার খান
সি. শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ফেরদৌসী রব
সি. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

সোনিয়া ওহাব
সি. শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ফাতেমা বেগম সিদ্দিকী
সি. শিক্ষক, অর্থনীতি

পারুল আক্তার
সি. শিক্ষক, বিজ্ঞান

মাহমুদা খাতুন
সি. শিক্ষক, গণিত

নুশরত মারিয়াম
সি. শিক্ষক, লোকপ্রশাসন

কেশোয়ারা সুলতানা
সি. শিক্ষক, পরিসংখ্যান

আমেনা খাতুন
সি. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

অঞ্জনা দাস
সি. শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা

ফরিদা ইয়াসমিন
সি. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

আয়শা আক্তার
সি. শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা, (কো-অর্ডিনেটর, বাংলা মাধ্যম)

শরিফুন্নাহার
সি. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

বিভূতি ভূষণ সরকার
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

কাজী মো. নুরুল আমিন
সি. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

সুকুমার বিশ্বাস
সি. শিক্ষক, গণিত

রুখশানা শিরিন
সি. শিক্ষক, মানবিক

সায়লা নিগার সিদ্দিক
সি. শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

নাজনীন আরা বেগম
সি. শিক্ষক, প্রাণিবিজ্ঞান

মো. সাইদুর রহমান
সি. শিক্ষক, রসায়ন

ছাবিহা খানম
সি. শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

রেহানা ফেরদৌস
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

হাসিনা আক্তার
সি. শিক্ষক, প্রাণিবিজ্ঞান

সাদিয়া বেগম
সি. শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

মাফরুহা রহমান রত্না
সি. শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

লুৎফুন নাহার
সি. শিক্ষক, বাংলা

তানজিলা সিদ্দিকা
সি. শিক্ষক, ভূগোল

মিল্কী আহমেদ কবীর
সি. শিক্ষক, বাংলা

আফরোজা খাতুন শিউলী
সহ. শিক্ষক, ভূগোল ও পরিবেশ

শাহ্ মো. আবু সোলায়মান
সহ. শিক্ষক, গণিত

নেওয়াজ তনিমা মুন
সহ. শিক্ষক, অর্থনীতি

নাসরীন আখতার
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

ডালিয়া আক্তার
সহ. শিক্ষক, বাংলা

এইচ এম ঈসা
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

আফরোজা ফেরদৌস
সহ. শিক্ষক, উদ্ভিদবিজ্ঞান

মৌসুমী আক্তার
সহ. শিক্ষক, অর্থনীতি

দিলসাদ জাহান
সহ. শিক্ষক, অর্থনীতি

নাজমুন নাহার
সহ. শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

সুলতানা রাজিয়া
সহ. শিক্ষক, নৃত্য

সালমা আক্তার
সহ. শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা

সৈয়দা শারমিন সুলতানা
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

অচিন্ত কুমার সরকার
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

সাবিহা আক্তার
সহ. শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা

সাবিনা আহমেদ
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

উম্মে মোছাম্মা
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

ওয়াসিমা আক্তার
সহ. শিক্ষক, বাংলা

বাঁধন আরা মিলকী
সহ. শিক্ষক, সংগীত ও কোরিয়োগ্রাফি

কাজী ইফফাত আরা
সহ. শিক্ষক, গণিত

বীথি হালদার
সহ. শিক্ষক, বাংলা

দেবাশীষ মজুমদার
সহ. শিক্ষক, গণিত

মোছা. তাছনিম তামান্না
সহ. শিক্ষক, বাংলা

মোহাঃ রিদওয়ান উল্লাহ
সহ. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

ফারজানা তাহ্সীন
সহ. শিক্ষক, হিসাববিজ্ঞান

শেখ ফারহানা পারভীন টুম্পা
সহ. শিক্ষক, চারু-কারুকলা

ফাহমিরা আক্তার ডলি
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

হাবিবুর রহমান
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

মোঃ মোস্তাকিম হাওলাদার
সহ. শিক্ষক, গণিত

মো: দেলোয়ার হোসেন মুন্না
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

দিলরুবা রোশনী
সহ. শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞান

মো. ফজলুর রহমান
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

রিফাত আরা রিমু
সহ. শিক্ষক, বাংলা

সিলভিয়া আহ্মেদ
খণ্ডকালীন শিক্ষক, ব্লক টিচার

সিরাজুম মনিরা
খণ্ডকালীন শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞান

আশরাফুন নাহার
খণ্ডকালীন শিক্ষক

ইয়াসমীন আক্তার
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

শিক্ষকবৃন্দ

স্কুল শাখা

(ইংলিশ ভার্শন : প্রভাতি)

নাহিদা আক্তার
সি. শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞান

কৃপা সিন্ধু বালা
সি. শিক্ষক, গণিত

মাহফুজা আকতার
সি. শিক্ষক, গণিত

আকলিমা সুলতানা
সি. শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ফারজানা নাসরীন
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

সৈয়দা তাসলিমা তুহিন
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

সালমা ফেরদৌস
সি. শিক্ষক, ইতিহাস

আরমিনা রহমান
সি. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

আসমা হুমায়রা
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

ইসমত আরা আরকেশ
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

সায়মা জাহান
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

হাছিনা আক্তার লাকী
সি. শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

মোঃ নাসির উদ্দিন মোল্লা
সি. শিক্ষক, গণিত

দেবাশীষ সাহা
সি. শিক্ষক, গণিত

মাসুমা আলম
সহ. শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা

শাওলী রহমান
সহ. শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞান, (কো-অর্ডিনেটর, ইংরেজি মাধ্যম)

রোকেয়া সুলতানা
সহ. শিক্ষক, আরবি

ফারজানা চৌধুরী
সহ. শিক্ষক, ইতিহাস

শুভাশীষ ভদ্র
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

বেগম রোকেয়া সুলতানা
সহ. শিক্ষক, ভূগোল

বেনজির ভূঁইয়া
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

ফাহমিদা কানিজ
সহ. শিক্ষক, ভূগোল

মোঃ আলী আজম
সহ. শিক্ষক, ইস. শিক্ষা

রাজু আহম্মদ
সহ. শিক্ষক, বাংলা

মো. আলী হায়দার সিকদার
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

আফজুনের নূর
সহ. শিক্ষক, চারু ও কারু

আজিজা নাসরিন
সহ. শিক্ষক, চারু ও কারু

মহসিনা সুলতানা
সহ. শিক্ষক, কম্পিউটার

সাহারা বেগম
সহ. শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা

সালেকাতুন নেসা
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

শংকর দেব বর্মণ
সহ. শিক্ষক, হিন্দুধর্ম

রহিমা আক্তার মিলি
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

তানিয়া সুলতানা তনু
সহ. শিক্ষক, বাংলা

কাজী তানজিলা ফেরদৌস
সহ. শিক্ষক, গণিত

ওলীজাতুল মাওলা
সহ. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

ফারহানা ইসলাম
খণ্ডকালীন শিক্ষক, পদার্থ বিজ্ঞান

শিক্ষকবৃন্দ

স্কুল শাখা

(ইংলিশ মিডিয়াম : প্রভাতি)

নাজমা হক
সি. শিক্ষক, ইতিহাস

নাসিমা আখতার
সি. শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

লুবনা জাহান নিপা
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

ফারজানা রহমান
সি. শিক্ষক, হিসাববিজ্ঞান

সৈয়দা তৌহিদা আজিজ
সি. শিক্ষক, লোকপ্রশাসন

গুলশান জাহান
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

মোসাহেদা আল নূর
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

নাসিরা সিদ্দিকা
সহ. শিক্ষক, উদ্ভিদবিজ্ঞান

রাবেয়া সুলতানা চৌধুরী
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

মুনিরা সিদ্দিকা
সহ. শিক্ষক, বিএড (অনার্স), এমএড

জান্নাতুল মাওয়া চৌধুরী
সহ. শিক্ষক, প্রাণিবিজ্ঞান

চাঁদ সুলতানা রাখি
সহ. শিক্ষক, বিএসএস

তাহমিনা আহসান
সহ. শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

সিন সামবিল বিনতে ওবায়েদ
সহ. শিক্ষক, আইসিটি

শারমিন সুলতানা
খণ্ডকালীন. শিক্ষক, আইসিটি

শিক্ষকবৃন্দ
স্কুল শাখা (দিবা)

নার্গিস সুলতানা
উপাধ্যক্ষ
০২.০৭.০২০২৩ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত

সাদিয়া আরেফিন
প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ
০১.০৪.২০২০ থেকে ৩০.০৬.২০২৩

শাম্মী আক্তার
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

আবু সাদাত বিন হোসেন
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

কাকলী আক্তার
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

রুমানা আফরোজ রুমি
সহ. শিক্ষক, অর্থনীতি

সাদেক আলী
সহ. শিক্ষক, বাংলা

হিরা লাল চন্দ্র সরকার
সহ. শিক্ষক, গণিত

শরীফ মোঃ রাসেল রেজা
সহ. শিক্ষক, গণিত

মোসাঃ রাশিদা পারভীন
সহ. শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা

হাজেরা বেগম নার্গিস
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

মোসা. শামীমা আক্তার জাহান
সহ. শিক্ষক, বাংলা

মো. ছানোয়ার হোসেন
সহ. শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা

আফরোজা ইয়াসমিন লাবনী
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

মো. মোমিনুল হক
সহ. শিক্ষক, গণিত

জান্নাতুল ফেরদৌস
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

মো. আলাউদ্দিন আল আজাদ
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

মো. তৌহিদুল আলম
সহ. শিক্ষক, গণিত

নাসপি জাহান
সহ. শিক্ষক, সামাজিক বিজ্ঞান

মেহেরুন নেছা
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

নুরুন নাহার
কো-অর্ডিনেটর, সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

শাম্মী আক্তার
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

মো. আব্দুল্লাহ আল আজিম
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

তানিয়া জাফরীণ
সহ. শিক্ষক, ভূগোল

আফসানা মুন
সহ. শিক্ষক, বাংলা

মোছাঃ রাফিয়া আখতার
সহ. শিক্ষক, চারু ও কারু

সিরাজুম মুনীরা
সহ. শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

ইশরাত জাহান সোমা
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

শাহানা সুলতানা
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

আফিয়া সুলতানা
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

সালমা আক্তার
সহ. শিক্ষক, হিসাববিজ্ঞান

আকলিমা বেগম
সহ. শিক্ষক, অর্থনীতি

রওশন আরা মাসুমা
সহ. শিক্ষক, বাংলা

লিপি আক্তার
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

রোকেয়া সুলতানা
সহ. শিক্ষক, বাংলা

লিটন খন্দকার
সহ. শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা

ফারিয়া রহমান
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ আব্দুল আলিম
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ মনিরুজ্জামান
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

আনোয়ারা বেগম
সহ. শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

কারিমুন নাহার
সহ. শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞান

মোছাঃ সালমা সুলতানা
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

মোসাঃ মনিরা জেসমিন
সহ. শিক্ষক, চারু ও কারু

সাব্বির আহম্মেদ
সহ. শিক্ষক, গণিত

মৌসুমী হাসনাত
সহ. শিক্ষক, ভূগোল

তারিক বিন মোহাম্মদ
সহ. শিক্ষক, গণিত

রাজিয়া সুলতানা
সহ. শিক্ষক, ভূগোল

ঝর্ণা আক্তার
সহ. শিক্ষক, অর্থনীতি

কানিচ ফাতিমা
সহ. শিক্ষক, অর্থনীতি

তাহমিনা আক্তার সুমি
সহ. শিক্ষক, অর্থনীতি

রাশেদা পারভীন
সহ. শিক্ষক, অর্থনীতি

কামরুন নাহার সিদ্দিকা
সহ. শিক্ষক, বাংলা

জেসমিন আক্তার
সহ. শিক্ষক, ভূগোল

রহিমা আক্তার
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

কাজী মুহাম্মদ শাহজাহান
সহ. শিক্ষক, গণিত

মোহাম্মদ উল্লাহ
সহ. শিক্ষক, কম্পিউটার সাইন্স

জহুরা খাতুন
সহ. শিক্ষক, চারু ও কারু

ইফ্ফাত শারমিন
সহ. শিক্ষক, হিসাববিজ্ঞান

তারিন ইসলাম
সহ. শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞান

মাহবুবা শাম্মী
সহ. শিক্ষক, বাংলা

নাসরিন সুলতানা
সহ. শিক্ষক, বাংলা

ডলি রাণী হালদার
সহ. শিক্ষক, হিন্দুধর্ম

নার্গীস ফাতেমা
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

কুমকুম হাবিবা ডায়না
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

মোছা. উম্মে সালমা আক্তার জাহান
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

জান্নাতুল ফেরদৌসী
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

রোকেয়া মান্নান
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

সুরভী আহমেদ
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

শামছুন্নাহার বিলকিস
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

মহসিন হোসেন
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

মোহাম্মদ আবুল হাসনাত তরফদার
সহ. শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা

আলতাফ হুসাইন
সহ. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

সাবরিনা জাহান
সহ. শিক্ষক, সমাজকল্যাণ

মমতাজ বেগম
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

আয়েশা আল্ রাজি
সহ. শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

রুমানা ইসলাম
সহ. শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা

নুরুন নাহার রত্না
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

আছমা আক্তার
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

শাহীনা পারভীন
সহ. শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

মো. রফিকুল ইসলাম
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

নওরিন রহমান দিশি
সহ. শিক্ষক, নৃত্য

ফারুক আহমেদ
সহ. শিক্ষক, সংগীত

মাহ্‌বুবা রহমান
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

রাবেয়া তুজ সিদ্দিকা
সহ. শিক্ষক, সমাজকল্যাণ

মোঃ শরিফুল ইসলাম
সহ. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

মারুফা আক্তার
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

মোছা. সালেহা খাতুন
সহ. শিক্ষক, কম্পিউটার

জান্নাতুল ফারাহ্‌
সহ. শিক্ষক, বাংলা

সাবরিনা মাকসুদা হক
সহ. শিক্ষক, কম্পিউটার

উম্মে লাভলী দিপু
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

নাফিজা রহমান নীলা
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

সঞ্জীব কুমার রায়
সহ. শিক্ষক, গণিত

মোসাঃ শামীমা সুলতানা
সহ. শিক্ষক, আইসিটি

ফারহানা রহমান ঝুমু
সহ. শিক্ষক, ফর্ম শিক্ষক

রুমানা ইসলাম রুমা
সহ. শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা

কুলসুম আক্তার
সহ. শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা

নীলা ইয়াছমিন
সহ. শিক্ষক, বাংলা

শাহনাজ পারভীন
সহ. শিক্ষক, ব্লক টিচার

মো. আশরাফুল ইসলাম
সহ. শিক্ষক, গণিত

তাজনাহার
সহ. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

মো. আসাদুজ্জামান
সহ. শিক্ষক, গণিত

নাসরিন আক্তার
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

মোঃ আরিফুল ইসলাম আরিফ
সহ. শিক্ষক, গণিত

আমেনা খাতুন
সহ. শিক্ষক, বাংলা

আব্দুল্লাহ আল মারুফ
সহ. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

তানজিমা ফেরদাউস নিলা
সহ. শিক্ষক (খণ্ডকালীন), পদার্থবিজ্ঞান

দিলরুবা আক্তার
সহ. শিক্ষক (খণ্ডকালীন), ব্লক টিচার

সাদিয়া আফরিন
সহ. শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

কানিজ ফাতেমা
সহ. শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

আমিনা রহমান সারা
সহ. শিক্ষক (খণ্ডকালীন), আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে

অফিস কর্মকর্তা ও সহকারীবৃন্দ

অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে

চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ

এক নজরে

আমাদের অঙ্গন

কলেজের প্রধান ফটক

প্রশাসনিক ভবন

কলেজ ভবনের একাংশ

প্রশাসনিক ভবনের একাংশ

স্কুল ইংলিশ ভার্শন ভবনের একাংশ

অডিটোরিয়াম

এক নজরে আমাদের অঙ্গন

সুপরিসর অভিভাবক অপেক্ষাগার ও কার পার্কিং

পরিবহন ব্যবস্থা

বাস্কেটবল গ্রাউন্ড

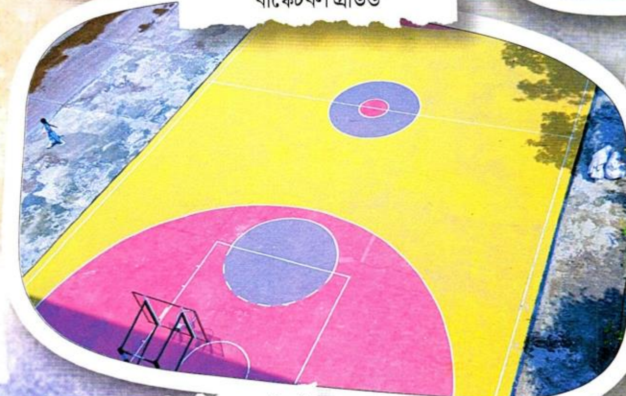

শিশুপার্ক (কলতান)

মায়ের আঁচল (ডে কেয়ার সেন্টার)

শহিদ মিনার

এক নজরে আমাদের অঙ্গন

কলেজ লাইব্রেরি

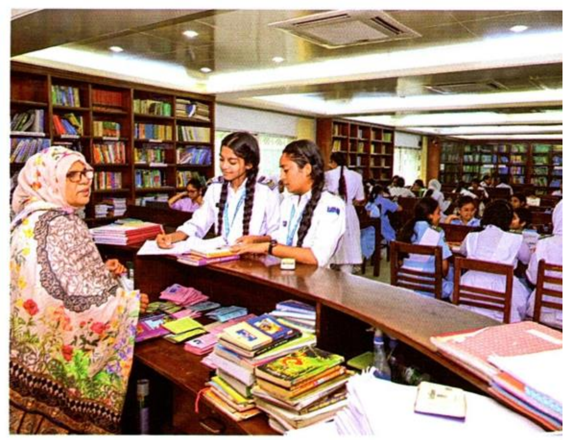

লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার

শিক্ষক আবাসন ভবন

প্রাথমিক চিকিৎসা সেবাকেন্দ্র

এক নজরে
আ মা দে র । অ ঙ্গ ন

নামাজের স্থান

ল্যাবরেটরির

প্রতিষ্ঠানের
ল্যাবরেটরির কিছু চিত্র

স্কুল ল্যাব

বায়োলজি

পদার্থবিজ্ঞান

রসায়ন

আইসিটি

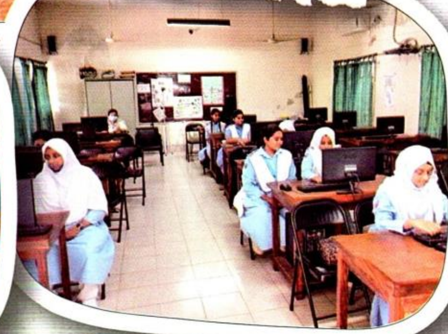

এক নজরে আমাদের অঙ্গন

কলেজ ল্যাব

রসায়ন

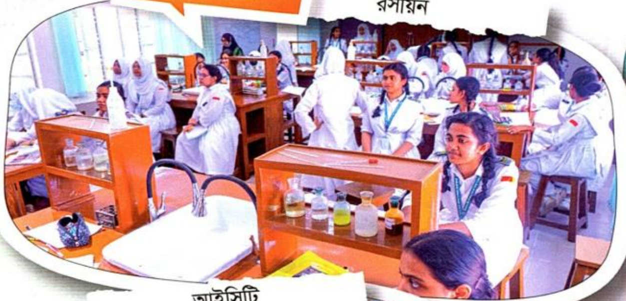

পদার্থবিজ্ঞান

আইসিটি

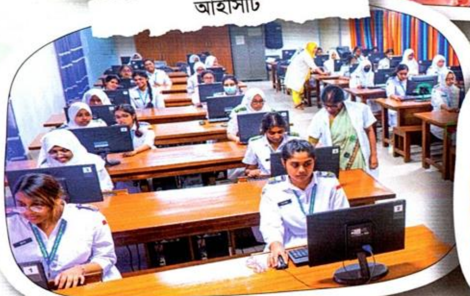

জীববিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞান

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

ভূগোল

ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং ওয়ার্কশপ এন্ড প্র্যাকটিস

বিএনসিসি রেঞ্জার গার্ল গাইড ও হলদে পাখির সদস্যরা

বিএনসিসি

রেঞ্জার

গার্ল গাইডস

হলদে পাখি

কলেজ-ক্যাপ্টেনকে স্যাশ প্রদান করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

হাউস পরিচিতি

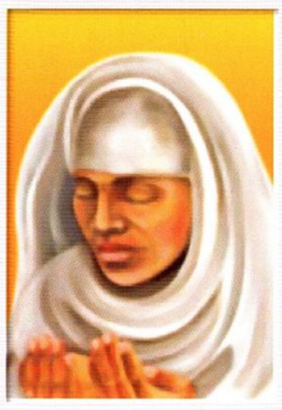

হযরত রাবেয়া বসরী

হযরত রাবেয়া বসরী হাউস

ইরাকের বসরা নগরীর দরিদ্র এক পল্লিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই ধর্মভীরু হযরত রাবেয়া বসরী (রা.)-র। হযরত রাবেয়া বসরীর জন্মতারিখ নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। তিনি ৯৫ হিজরি, মতান্তরে ৯৯ হিজরির কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ইসমাইল এবং মাতার নাম মায়াফুল। তাঁরা দরিদ্র হলেও পরম ধার্মিক ও আল্লাহ্‌ভক্ত ছিলেন। রাবেয়া বসরী ছিলেন ভদ্র, নম্র ও সংযমী; সেই সাথে প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। সবসময় গভীর চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন। রাগ, হিংসা, অহংকার তাঁর চরিত্রকে কোনোদিন কলুষিত করতে পারেনি। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনিবের অধীনে দাসত্বের জীবনও অতিবাহিত করেছেন। বিরামহীনভাবে সকাল থেকে রাত অবধি তাঁকে কাজ করতে হতো। রাতে না-ঘুমিয়ে তিনি আল্লাহ্‌র আরাধনায় মগ্ন হয়ে থাকতেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি; তবে খুব অল্প বয়সেই বাবা-মায়ের কাছ থেকে কোরআন, হাদিস ও ফিকাহ্‌-শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন। শিক্ষা-অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁর কখনও কোনো সংকোচ ছিল না। জীবনে চলার পথে বহু কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তারপরও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কখনও পিছপা হননি। এই মহীয়সী নারী ১৮৫ হিজরি (মোতাবেক ৮০১ খ্রিষ্টাব্দে) শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। এই মহীয়সী নারীর চেতনা বর্তমান শিক্ষার্থীদের ভিতর জাগিয়ে তুলতে এবং নৈতিকভাবে বলীয়ান করতে এই কলেজের একটি হাউসের নামকরণ করা হয়েছে তাঁর নামে।

অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে

হযরত রাবেয়া বসরী হাউস

নওয়াব ফয়জুন্নেসা হাউস

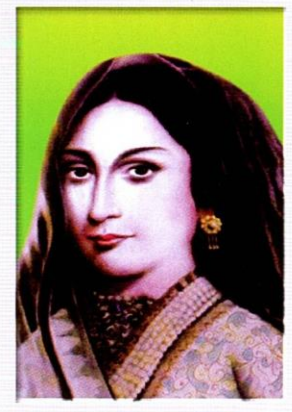

নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী

১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার পশ্চিমগাঁও গ্রামে জন্ম নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরীর। পিতা আহম্মেদ আলী চৌধুরী ছিলেন কুমিল্লার হোসনাবাদ পরগনার জমিদার। মাতা আরফান্নেসাও ছিলেন একজন জমিদার-কন্যা। ফয়জুন্নেসা চৌধুরী উর্দু, আরবি, ফারসি, পরে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা নেন। বাংলার এই মহৎপ্রাণ নারীর সামাজিক অবদান, সৃষ্টিশীলতা এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ রেখেই এই কলেজের একটি হাউসের নামকরণ করা হয়েছে "নওয়াব ফয়জুন্নেসা হাউস"। সারা বছরজুড়েই হাউসের নানান রকম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চলতে থাকে; যা শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

অত্যন্ত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সাথে নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী ৪৫ বছর জমিদারি পরিচালনা করেছেন; দাতব্য চিকিৎসালয়, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন; দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন; বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সভা-সমিতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আঠারো শতকের ঔপনিবেশিক শাসনামলে তিনি নারীশিক্ষা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর এই অবদানে মুগ্ধ হয়ে ব্রিটিশ মহারানি তাঁকে 'নওয়াব'-উপাধিতে ভূষিত করেন। ইংরেজ শাসনামলে তিনিই একমাত্র নারী যিনি এই 'নওয়াব'-উপাধি পেয়েছেন। মানবদরদি, শিক্ষানুরাগী এই মহানুভব নারী ১৯০৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেছেন। শিক্ষার্থীরা তাঁর এই অসামান্য অবদানের কথা জেনে তাঁদের চেতনা, জ্ঞান ও হৃদয়কে প্রসারিত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে; সেই সাথে নিজেদের শিক্ষাদীক্ষায় আলোকিত করার প্রয়াস পাবে।

হাউস মাস্টারবৃন্দ এবং হাউস ক্যাপ্টেনরা

নওয়াব ফয়জুন্নেসা হাউস

হাউস পরিচিতি

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

বেগম রোকেয়া হাউস

বাঙালি নারী-জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ইতিহাসে চির-স্মরণীয়। নারীর ক্ষমতায়নে এবং শিক্ষাবিস্তারে তাঁর এই অনন্য অবদানকে স্মরণ করতে শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ-এর একটি হাউস তাঁর নামে নামকরণ করা হয়। বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামের ক্ষয়িষ্ণু এক জমিদার-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতা জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের ও মা রাহাতুন্নেসার ছয় সন্তানের মধ্যে চতুর্থ সন্তান ছিলেন। রোকেয়া যে-সময়ে জন্মগ্রহণ করেন সে-সময়ে বাঙালি মুসলমান-সমাজে নারীশিক্ষার প্রচলন না-থাকায় বাঙালি-মুসলিম নারীরা শিক্ষাদীক্ষা, চাকুরি ও সামাজিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে ছিলো। রোকেয়ার লেখাপড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখে তাঁর বড়ো ভাই ইব্রাহিম সাবের ইংরেজি এবং বড়ো বোন করিমুন্নেসা তাঁকে বাংলা শেখাতেন। ১৮৯৮ সালে বিয়ের পর স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের অনুপ্রেরণায় লেখাপড়া চালিয়ে যান। সামাজিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ঘরে-ঘরে গিয়ে তিনি বাবা-মাকে বোঝাতেন কন্যাসন্তানকে স্কুলে পাঠানোর জন্য। তিনি ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর নামে ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু তা-ই নয়, নারীহৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির মধ্যে আঘাত করে নারীজাতিকে জাগ্রত (বোধশক্তি জাগিয়ে তোলার) করার চেষ্টা করেন। এজন্য তাঁকে 'নারীজাগরণের অগ্রদূত' বলা হয়। তাঁর সাহিত্যিক সৃজনীশক্তি ছিলো চমৎকার। পদ্মরাগ, অবরোধ বাসিনী, মতিচূর, সুলতানার স্বপ্ন ইত্যাদি তাঁর সৃষ্টিশীলতার অন্যতম নিদর্শন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তিনি বাঙালি নারীদের দুভাবে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন : প্রথমত, মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করে; দ্বিতীয়ত, নিজের রচনায় নারীমুক্তির দিক-নির্দেশনা দিয়ে।

এই মহীয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর। তাঁর স্মরণেই এই হাউসের নামকরণ করা হয়েছে।

অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে

বেগম রোকেয়া হাউস

শামসুন নাহার মাহমুদ হাউস

শামসুন নাহার মাহমুদ

শিক্ষাদানের পাশাপাশি ছাত্রীদের সুকুমার বৃত্তির সুশৃঙ্খল ও নান্দনিক প্রকাশে শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজে যে-চারটি হাউস রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম "শামসুন নাহার মাহমুদ হাউস"। শিক্ষাকে বেগবান, পরিশীলিত ও শানিত করার জন্য হাউসগুলো অনেক গুরুত্ব বহন করে। নামকরণ করার ক্ষেত্রে যে-চেতনাটি ধারণ করা হয়েছে তা মূলত বিদ্যানুরাগী, সাহিত্যানুরাগী শামসুন নাহার মাহমুদের সামাজিক অবদান, সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতাকে কেন্দ্র করে। মহীয়সী নারী শামসুন নাহার মাহমুদ ১৯ অক্টোবর ১৯০৮ সালে বর্তমান ফেনী জেলার গুতুমা গ্রামের মুন্সী বাড়ির সম্ভ্রান্ত এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মৌলভী মোহাম্মদ নুরুল্লাহ চৌধুরী ও মা আছিয়া খাতুন। বাবা মারা যাওয়ার পর তিনি চট্টগ্রামে নানা খান বাহাদুর আব্দুল আজিজের বাড়িতে মা ও ভাই হাবিবুল্লাহ বাহারের সাথে বেড়ে ওঠেন; পড়াশোনা করেন ডাক্তার খাস্তগীর স্কুলে। ১৯৩২ সালে বিএ পাশের পর বিদ্যাশিক্ষায় অদম্য স্পৃহার কারণে দশ বছর পর ১৯৪২ সালে এমএ পাশ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি 'নিখিল বঙ্গ মহিলা সমিতি'র সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি-হিসেবে তিনি তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় "আঙুর" পত্রিকায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হলো : পুণ্যময়ী, ফুল বাগিচা, বেগম মহল, আমার দেখা তুরস্ক এবং নজরুলকে যেমন দেখেছি; পেয়েছেন মরণোত্তর "স্বাধীনতা দিবস" পুরস্কার। বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর পর তিনি নারীশিক্ষার অধিকার-আদায়ে সোচ্চার ছিলেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন ১৯৬৪ সালের ১০ এপ্রিল।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বিদুষী এই নারী সাহিত্যে ও সমাজসেবায় তাঁর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যে-দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা বাংলার ইতিহাসে অমলিন হয়ে থাকবে।

হাউস মাস্টারবৃন্দ এবং হাউস ক্যাপ্টেনরা

সূচিপত্র

৬০-৬৭
কল্পনার রঙে আঁকা আঁকি

৬৮-৮২
কবিতা ও ছড়া

৬৯ শ্রেষ্ঠ সন্তান — *সাবরিনা ইউসরা*
মেট্রোরেল — *মুনতাহা মুহসীনা ভূইয়া*
পতাকা — *ইশরাত তাহমিনা*

৭০ প্রিয় যশোর — *তাসনিয়া তাবাসসুম*
আমার জীবন — *মিথিলা রহমান (মাইশা)*
মুক্ত বাংলাদেশ — *সামিয়া চৌধুরী*

৭১ পিঠা — *মায়েশা রহমান ইপশী*
পহেলা বৈশাখ — *ওয়ারিশা বিনতে মোস্তাফা*
ইচ্ছে পূরণ — *হুমায়রা আলম*

৭২ স্বাধীনতা তুমি — *লাইকা আক্তার*
স্বপ্ন — *জামীলাতুন নাওয়ার*
আমার ঠিকানা — *রেজোয়ানা রাজ্জাক লিজা*

৭৩ ফিরে পেতে চাই — *তাসনিম সাফিয়া*
নিরাপদ সড়ক চাই — *আসানা ইসলাম*
হীরক রাজার দেশে — *আফসারা বিনতে হাফিজ*

৭৪ শিক্ষক — *তাসনিম সাহিবা*
শিশু — *আনিকা আজাদ*

৭৫ মায়ের ভালো মেয়ে — *সাদিয়া আফরিন মৌ*
পড়া আর হলো কই — *নাজিফা তাবাসসুম*

৭৬ স্কুলজীবনের এগারো বছর — *নুজহাত মল্লিক আভা*
বিষয়-আশয় — *নুজহাত নাবিহা*

৭৭ নীরবতা — *মালিহা মেহনাজ জেবা*
অস্থায়ী জীবন — *জান্নাতুল তাসলিম*

৭৮ আমি — *মোসা: তাসনুভা আনান রিহা*
জ্যামের ঢাকা — *তাহসিন মাহজাবিন*

৭৯ মা তুমি আছো বলেই — *সাফিয়া ইসলাম নির*

৮০ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান — *মীম সীন জাহান ইন্নি*
উত্তাল মার্চ — *মুমতাহিনা আলম*

৮১ অষ্টমে এক পথশিশু — *ইরতিজা ফেরদাউস দিহান*
ভাষার তরে — *সাবিহা আফরিন*

৮২ অদৃশ্য তুমি — *রওশন আক্তার*

৮৩-১২৬
গল্প প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনি ও রম্যরচনা

৮৪ প্রজাপতি — *যারিন সাদাফ খান*
আমার শখ — *নুসাইবা আকসা*

৮৫ সেই মেয়েটি — *ফাইজা আফরিন*

৮৬ বৃষ্টির দিন — *যানযাবিল মোস্তফা*

৮৭ নিজের জন্য বাঁচতে শিখো — *মাইশা ইসলাম*

৮৮ আমায় তোমরা ভুল বুঝো না — *তানজিবা জেরিন*

৮৯ বন্ধুত্ব — *তাসনিম রহমান অহনা*

৯০ অতৃপ্তি — *তাসনিম জান্নাত মিনহা*

৯২ 'কমা', যার জন্য হারাতে হয় অনেক কিছু — *জামীলাতুন নাওয়ার*

৯৩ জে.কে. রাওলিং — *নবনীতা সরকার স্নিগ্ধা*

৯৪ কোকো — *নুজহাত বিনতে হাসান*

৯৫ আর কবে? — *ইফাত কামাল নিধি*

৯৬ সপ্তসুরের অবদান — *নিশাত জাহান জুঁই*

৯৭ অ্যাডা লাভলেস — *ঈষিকা আহসান*

৯৮ গাছ ও আগাছা — *তাসনিয়া নাজমুল*

৯৯ অদ্ভুত অভিজ্ঞতা — *রিফা তাসনিয়া সানজানা*

১০১ প্রকৃতিকে চেনা — *আফরা আনিকা মাহমুদ*

১০২ ট্রমা বন্ডিং — *ফাইরুজ খায়ের লামিসা*

১০৩ আমার অর্জন — *নাজিফা তাবাসসুম*

১০৫ ফোনালাপ — *নুসরাত জাহান জুলেখা*

১০৬ ভালোবাসা — *মিথিলা মেহরীন*

১০৭ নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের পথিকৃৎ — *মুমতারিণ রহমান মুনিয়া*

১০৮ সুন্দরতম অধ্যায়ের সমাপ্তি — *মানিজা মেহরিন*

১১০ দিন বদলের প্রয়াস — *মেহেরীন জান্নাত*

CONTENTS

ভ্রমণকাহিনি

পরিশ্রম+প্রযত্ন=প্রাপ্তি — *শাহাজাদী ফাইয়াম ফেরদৌস সাহস* | ১১১
নানার বাড়ির ভূত — *আয়শা সিদ্দিকা শাকিলা* | ১১২
স্মৃতিময় জাপান — *রুফাইদা বিনতে মোস্তফা* | ১১৩
আমার প্রথম পদ্মা সেতু ভ্রমণ — *তাসনীম তাবাচ্ছুম আদিবা* | ১১৪
স্বপ্নের রাজ্য দক্ষিণ কোরিয়া ভ্রমণ — *মিফতাহুল জান্নাত জাইমা* | ১১৫
বাংলার হ্রদের শহর কাপ্তাই — *শায়িরা সানজিদা* | ১১৬
জাহাঙ্গীর নগরে একদিন — *হোমায়রা আফরিন প্রভা* | ১১৭
সাজেকের প্রিয় লুসাই গ্রাম — *সুমাইয়া জামান* | ১১৮
নীলগিরি অভিযান — *জাহরা মুবতাসিম* | ১১৯

শিক্ষকদের কলম থেকে

চিনি ও চড়ুই — *মো: মোস্তাকিম হাওলাদার* | ১২০
স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাদ্য ও শৃঙ্খলা — *চন্দ্রিকা বিশ্বাস* | ১২২
শহিদ আনোয়ারের কথা — *বেগম রাশিদা রহমান (শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার হোসেনের খালাম্মা)* | ১২৪
জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ও তার প্রভাব — *সাদিয়া আরেফিন* | ১২৬

১২৭-১৩৫ জানা অজানা / কৌতুক ধাঁধা

মহাকাশ সম্পর্কে তথ্য — *নাফিসা সাদাফ*
ইতিহাসে ম্যাগাজিন — *তাহফিম তাহিয়া* | ১২৮
আশ্চর্য যত কাণ্ড — *তাসমিয়াহ জাহান (মায়িশা)*
লিওনার্দো দা ভিঞ্চি — *ফারিয়া জেরিন অবন্তি* | ১২৯
আসমা ইসলাম, *মাহজাবিন তাসনিম* | ১৩০
আফরিন মিম তাসিন, *নওশিন আরা পূর্ণিমা* | ১৩১
বর্ণালী রানী মণ্ডল | ১৩২
আজমাতুন আরোয়া, *মার্জিয়া ইসরাত* | ১৩৩
নাফিসা তোহামা নুহা, *ফারহানা নাজনীন ইফা* | ১৩৪
হৃদিতা রুহানী, *তাহসিন মাহজাবিন* | ১৩৫

136-161 **English Section**

Six Seasons of Bangladesh — *Samara Afsheen*; Our Country — *Ukti Adhikari* | 137
The Father of Our Nation — *Shamaila Seerat Suhera*; Change — *Maisara Raisa* | 138
Time — *Sadia Afroj Nisa*; Our Hero — *Fafima Rahman Araiya* | 139
Lamentation of a tree — *Tahsin Mahjabin*; Live A little More! — *Mumtahina Nazmul* | 140
Life is an empty canvas — *Nafisa Ali*; Holding On — *Amiya Monzur* | 141
Do you know? — *Ainan Azam*; Random Fun Facts — *Raita Tasfia Khan Lyric* | 142
The Great Wall of China — *Maskura Jannat* | 143
be Happy — *Moontaha Tabassom Faiza* | 144
Life in a Refugee Camp through the eyes of a Rohingya — *Manha Tazmeen Chy.* | 145
Do You Know About Phobia? — *Hridita Ruhani* | 146
Time In A Bottle The Mystery of Déjà Vu — *Mohaimina Rahman* | 148
Woman in STEM — *Alina Binte Ashraf* | 150
Watching You — *Jarin Anan* | 152
This race is called Life — *Samanta Jannat Pushpita* | 154
Little experiment — *Eirtija Ferdaus Dihan* | 156
The 20th SAGC BNCC Platoon — *Rusafa Nabiha Tahseen* | 157
Abuses of Supreme Power Around The World Challenge Before SDGS 2030 — *Md. Ridwan Ullah* | 159
French Language — *Tasnim Imam Naba* | 160
Never Giveup — *Tajrin Ali Semeen* | 161

আমাদের ক্লাবসমূহ | ১৬২
শ্রেণিশিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শাখাভিত্তিক ছবি | ১৬৩
স্মৃতির পাতায় | ২১২

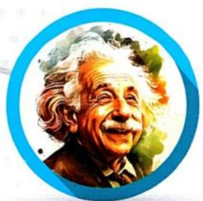

রং-তুলিতে মনের
ছোঁয়ায় স্বপ্ন থাকে মিশে

কল্পনার রং আঁকা আঁকি

আরিশা বিশ্বাস
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ক্যামেলিয়া

আঁকাআঁকি রং কল্পনার

তাকদিরা আহমেদ, শ্রেণি : কেজি, শাখা : জুঁই

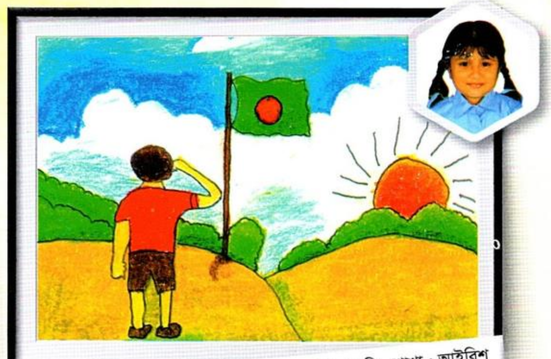

নুইয়ারা তাজমিল রওজা, শ্রেণি : কেজি, শাখা : আইরিশ

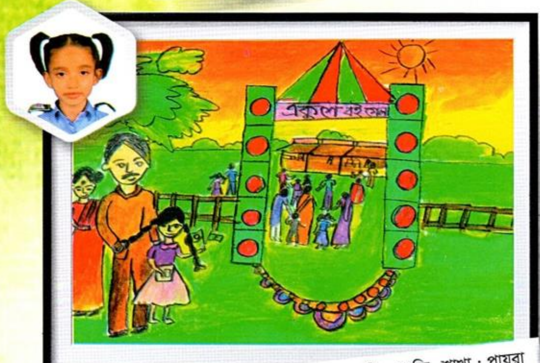

মরিয়ম ইসলাম অধরা, শ্রেণি : কেজি, শাখা : পায়রা

ইবতিসামা সাবুহী, শ্রেণি : প্রথম, শাখা : কুমার

সিরাতিম মুসতাকিম জেইন, শ্রেণি : প্রথম, শাখা : বুলেস

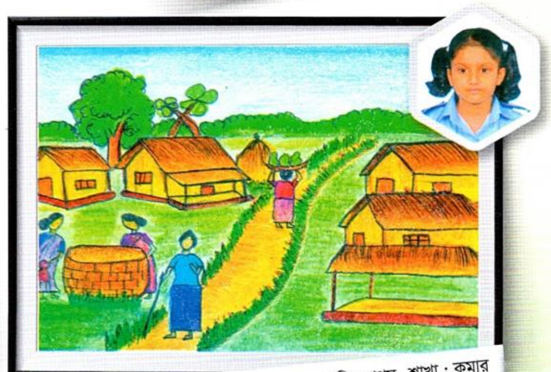

মারিয়াম হাফসা, শ্রেণি : প্রথম, শাখা : কুমার

কল্পনার রঙে আঁকা আঁকি

রইচা ইসলাম, শ্রেণি : প্রথম, শাখা : কদম

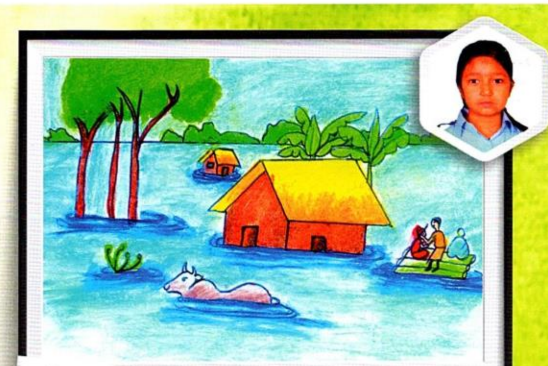

আরিশা বিনতে আজিজ, শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : সুগন্ধা

তানাজ তারান্নুম, শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : জারুল

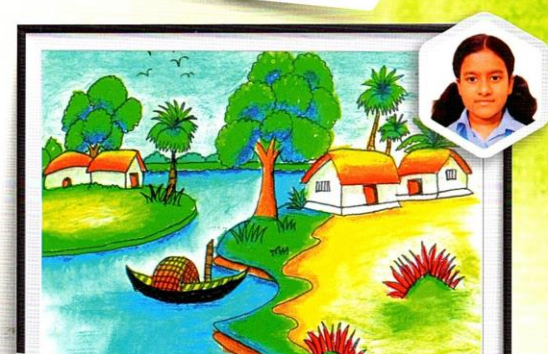

তাহসিনা কবির ইরা, শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : পারুল

নুহা আল মামুন, শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : লোটাস

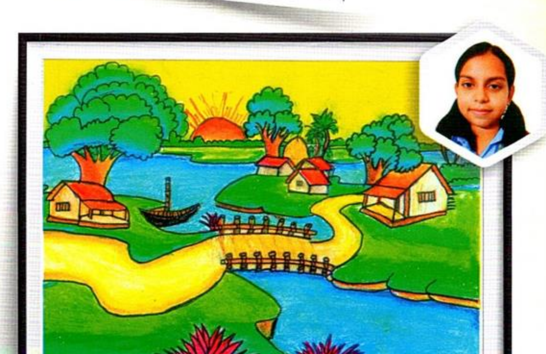

হুমায়রা তাজরিয়ান অবনী, শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : পারুল

আঁকাআঁকি রং কল্পনার

রাবেয়া বসরি, শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : রূপসা

কঙ্গনা বারুরী, শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : শিমুল

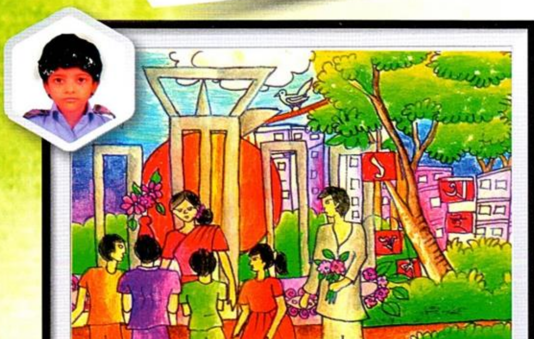

রামিসা, শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : ধানু

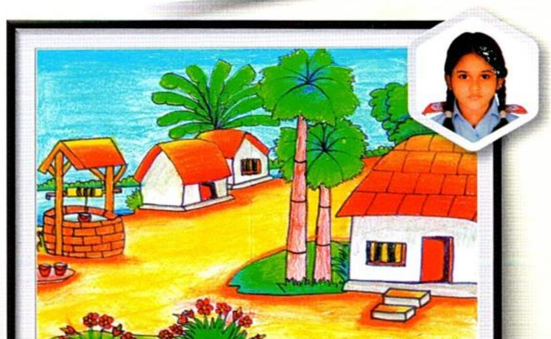

নাজিফা জারিন, শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : নাফ

ইশরাত তাহসিনা, শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : তিতাস

আরিশা ইসলাম, শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : সন্ধ্যা

কল্পনার রঙে আঁকা আঁকি

মানহা বিন্তে কবীর, শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : কাঠমল্লিকা

প্রজ্ঞা পারমিতা বৈদ্য, শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : কাঠমল্লিকা

সাদিয়া জামান প্রাপ্তি, শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : চিত্রা

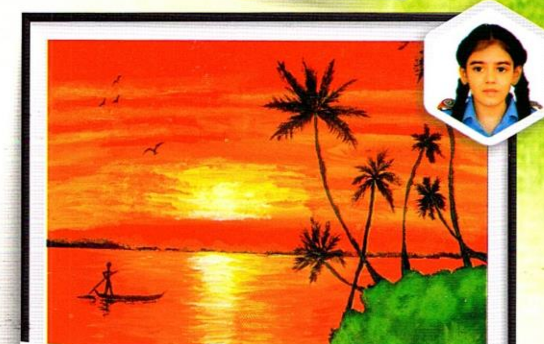

রুহিনা সাজনিন, শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : গ্ল্যাডিওলাস

মুমতাহিনা মানতাসা রোদেলা, শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : ডালিয়া

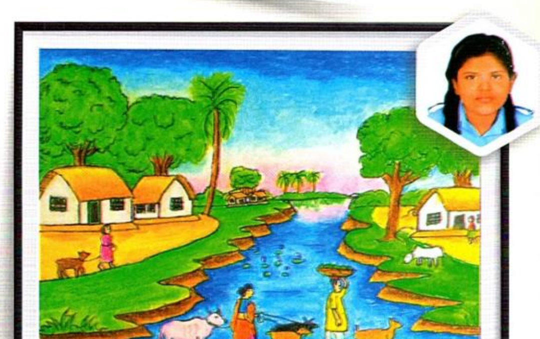

সুহাইলা ইসলাম ফারিহা, শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : রেডবেল

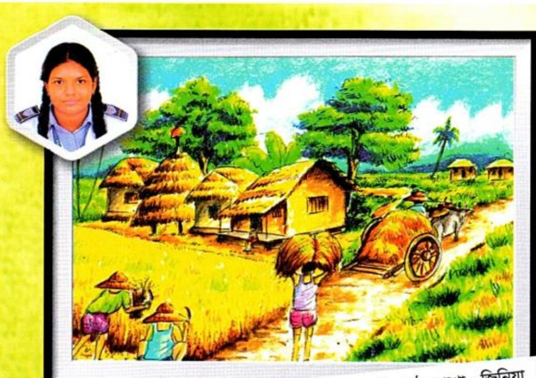

জামিলা মাহমুদা সামিউ, শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : জিনিয়া

মাইসাম আনোয়ার, শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : শীতলক্ষ্যা

নাফীসা নিহা, শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ক্যাটালিয়া

হুমায়ারা আলম, শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : কামিনী

মানছিবা মুবাল্লিগা, শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : ম্যাভেভিলা

মুনতাহা তাবাসসুম ফাইজা, শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : কীর্তনখোলা

কল্পনার রঙে আঁকা আঁকি

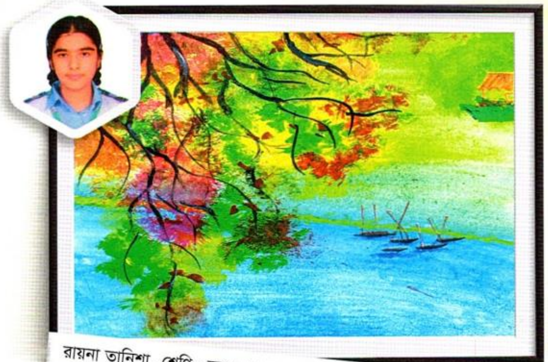

রায়না তানিশা, শ্রেণি : নবম, শাখা : খোয়াই

তায়্যিবা ইবনাত, শ্রেণি : নবম, শাখা : সাঙ্গু

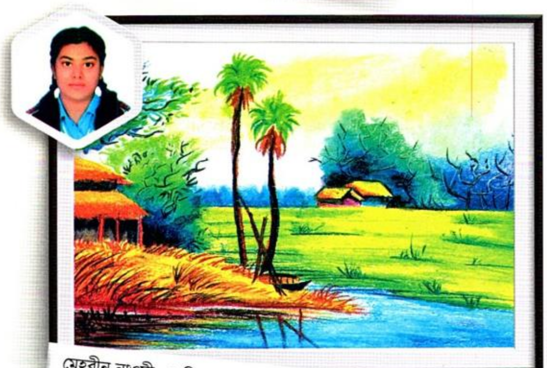

মেহ্‌রীন নাওমী, শ্রেণি : দশম, শাখা : ব্রহ্মপুত্র

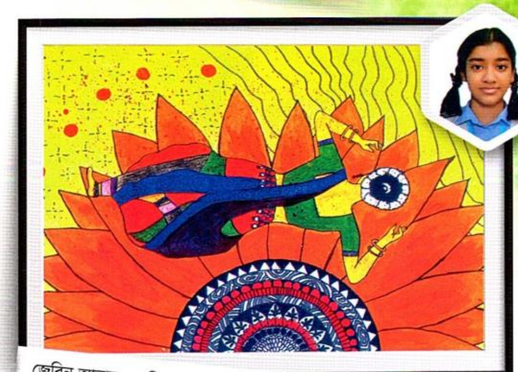

জেরিন আনান, শ্রেণি : দশম, শাখা : অ্যাস্টার

সুহেরা সাহেদ, শ্রেণি : দশম, শাখা : রাধাচূড়া

সালসাবিল বিনতে কামাল, শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ইলেকট্রন

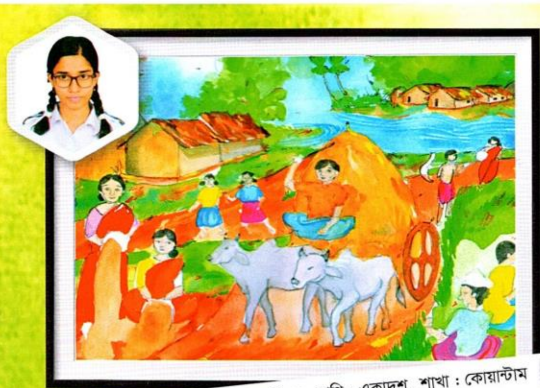

খন্দকার সানজিদা, শ্রেণি : একাদশ, শাখা : কোয়ান্টাম

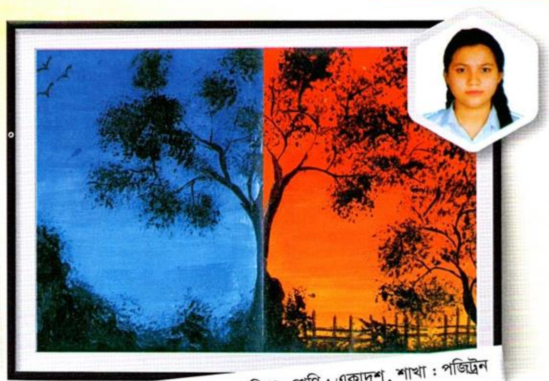

রুদাবা রুদমিলা, শ্রেণি : একাদশ, শাখা : পজিট্রন

আফরিদা আলম, শ্রেণি : একাদশ, শাখা : কোয়ান্টাম

হাফসা আহমেদ নিশাত, শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : সিগমা

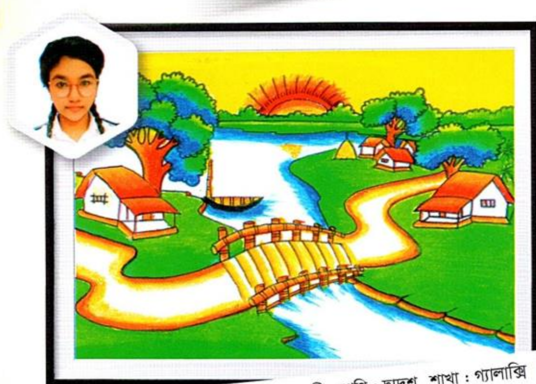

সুমাইয়া ইয়াসমিন নদী, শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : গ্যালাক্সি

আতিকা শানু, শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : নোভা

নওশীন নবনি
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : ধলেশ্বরী

ছড়া কবিতার ছন্দে ছন্দে
দুলবে হৃদয় বিমলানন্দে

কবিতা ও ছড়া

সাবরিনা ইউসরা
শ্রেণি : প্রথম, শাখা : কুমার

শ্রেষ্ঠ সন্তান

মায়ের ভাষায় বলতে কথা,
যারা প্রাণ করে গেল দান।
এই বাংলায় তারাই হচ্ছে,
মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

সালাম, বরকত চলে গেল,
দানটি তাদের রয়ে গেল।
একুশে ফেব্রুয়ারি চলে এলো,
প্রাণভরে দোয়া করেই যাবো ॥

মুনতাহা মুহসীনা ভূইয়া
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : সন্ধ্যা

মেট্রোরেল

ট্রেন চলছে মেট্রোরেল
যাব নানার বাড়ি।
নানুর সাথে মজা করে
দিবো পথ পাড়ি।

আকাশটাকে ছুঁয়ে দিব
যদি নাগাল পাই।
এমন জোরে চলছে রেল
মজার শেষ নাই।

রেলের বাড়ি দিয়াবাড়ি
মতিঝিলে শেষ।
আগারগাঁও নামতে হবে
মেট্রোরেলে কাটছে সময় বেশ।

ইশরাত তাহমিনা
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : তিতাস

পতাকা

আমরা স্বাধীন, নই পরাধীন
স্বাধীনতার গান গাই,
লাল-সবুজের পতাকা মোদের
যুদ্ধ করে পাই।

এই দেশটা লাখো শহিদের
রক্তে রয়েছে মাখা,
সবুজের বুকে তাই তো রয়েছে
লাল সূর্যটা আঁকা।

সূর্যটা যেন শহিদের খুন
বীর যোদ্ধার জয়গান,
বলছে মোদের, বন্ধু তোমরা
পতাকার রেখো মান।

তাসনিয়া তাবাস্সুম
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : মনু

প্রিয় যশোর

বাংলাদেশের প্রথম জেলা
যশোর জেলার জন্য,
এই জেলাতে জন্ম নিয়ে
আমরা সবাই ধন্য।

বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন
প্রিয় যশোর জেলা,
এই জেলার গদখালিতে
বসে ফুলের মেলা।

মহান কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের
এই জেলাতে বাড়ি,
কপোতাক্ষ নদীর তীরে
গ্রাম সাগরদাড়ি।

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছে
এই জেলারই যশ,
যশোর জেলায় সারি সারি
খেজুর গাছের রস।

বৃহত্তম স্থল বন্দর
এই জেলারই বুকে,
পর্যটকদের পদার্পণে
মন ভরে যায় সুখে।

বৃহত্তম সিনেমা হল মণিহার
এই জেলারই বুকে,
দর্শকদের কোলাহলে
মন ভরে যায় সুখে।

ডিজিটাল প্রথম জেলা
আমার যশোর শহর,
গ্রামবাংলার তথ্যসেবায়
বইছে খুশির বহর।

মিথিলা রহমান (মাইশা)
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : মহুয়া

আমার জীবন

বৃষ্টিভেজা হৃদয় আমার
স্বপ্নভরা মন,
ফুলের মতো থাকি আমি
সারাটা জীবন।
নীল আকাশের সাথে আমি
পায়ে পায়ে চলি,
তারার কাছে রোজ আমি
মনের কথা বলি।

চাঁদের দিকে চেয়ে আমি
গল্প লিখি রোজ,
আমার জীবনের এটাই
সবচেয়ে বড় খোঁজ।

সামিয়া চৌধুরী
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : মনু

মুক্ত বাংলাদেশ

মুক্ত দেশ,
বাংলাদেশ।
স্বাধীন দেশ,
বাংলাদেশ।
একতাই হলো বেশ।
আসছে কারা, যাচ্ছে কারা
আমার দেশে মুক্ত তারা।
মুক্তি পাগল রক্ত দিয়ে,
করল তারা শত্রু ছাড়া।
যুদ্ধ শেষ,
মুক্ত দেশ,
আমার এই বাংলাদেশ।

মায়েশা রহমান ইপশী
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : মধুমতি

পিঠা

পিঠা ঝুম ঝুম পিঠা ঝুম ঝুম
পিঠা খাবে কে?
আমার হাতের পিঠা খেলে
জ্ঞান হারাবে সে।

শীতের ঋতু শীতের পিঠা
খেজুর রসে ভরা
বাংলায় চির চেনা।

পিঠা ঝুম ঝুম পিঠা ঝুম ঝুম
পিঠা খাবে কে?

তেলের পিঠা ভারি মজা!
আরও আছে ভাপা পিঠা,
খাবে যদি হরেক পিঠা,
এসো আমার গাঁয়ে
এ বাংলার মায়ের কোলে।

ওয়ারিশা বিনতে মোস্তাফা
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : ড্যাফোডিল

পহেলা বৈশাখ

কচিপাতা প্রাণ পেয়েছে
শুকনো মরা ডালে,
বৈশাখে মন উঠল মেতে
ঢুলির ঢোলক তালে।
ঢোলক বাজে হারমোনিয়াম আর
বাজে পাতার বাঁশি,
ঝুমুর তালে বাজছে নূপুর
ছোট্ট মেয়ের হাসি।
নতুন বছর আবার ফিরে
স্বপ্ন বয়ে আনে,
পুরানো সুর যাই যে ভুলে
আজ নতুনের গানে।

হুমায়রা আলম
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : কামিনী

ইচ্ছে পূরণ

ইচ্ছে হলো আকাশ ছুঁতে,
মেঘ, বৃষ্টি, রোদ দেখতে।
পাখির মতো উড়ে যেতে
আমার অনেক ইচ্ছে করে।

জানালা দিয়ে বাইরে দেখি,
মগডালেতে গাইছে পাখি।
পাখির মতো সুর তুলতে,
আমার যে খুব ইচ্ছে করে।

ঐ যে দেখি গাছের ডালে,
সবুজ কাঁঠাল ঝুলছে বেঁকে।
মৃদু হাওয়ায় গাছের পাতা
নাচছে যেন আনন্দেতে!

যানবাহনের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়
শহরটা যে যাচ্ছে ধেয়ে,
নিজের আবাস তৈরি করতে
বন-জঙ্গল উজাড় করে।

করুক গিয়ে বুঝবে ঠেলা,
প্রকৃতির ঐ রাগের বেলা।
মানুষ তখন ধ্বংস হবে,
প্রকৃতিরই চাপে চাপে!

লাইকা আক্তার
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : মালতি

স্বাধীনতা তুমি

স্বাধীনতা তুমি বিজয়ের মালা
রক্তে ফোটা কুঁড়ি,
ত্যাগের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনা
রক্তস্নাত নুড়ি।

স্বাধীনতা তুমি শিশির ভেজা
নরম দুর্বা ঘাস,
লাখো শহিদের রক্তে গড়া
বেদনার ইতিহাস।

জামীলাতুন নাওয়ার
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : মালতি

স্বপ্ন

হাতের মুঠোয় রাখবো সব
যা রাখেনি কেউ।
যে কখনো অবাক হয়নি
অবাক হবে সেও।
আছে যত ভালো কিছু
রাখব আমার কাছে।
মন্দ নামের শব্দটাকে
ফেলব ছুড়ে পিছে।

করব পূরণ আছে যত
আমার স্বপ্ন রাশি।
কারণ আমি তোমাকে যে
সবচেয়ে ভালোবাসি।

যাব আমি ঐ আকাশে
আর যাব পাতালপুরে।
লালন করছি স্বপ্নপুরে।
বুকের মাঝে ধরে।

পাতাল ঘুরে, আকাশ উড়ে
থামবো না তো আমি।
স্বপ্ন পূরণ আমার কাছে
অনেক অনেক দামি।

রেজোয়ানা রাজ্জাক লিজা
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : মালতি

আমার ঠিকানা

একটি গ্রাম সবুজে ঢাকা
উর্ধ্বে আকাশ কাজল আঁকা,
শাপলা ফুলের সুবাস মাখি
দোয়েল করে ডাকাডাকি।
পদ্ম দিঘির কালো জলে
কলমি কুমুদ গল্প বলে,
হিজল ফুলের নোলক পরে
বনটা সাজে সোহাগ ভরে!
ভোর না হতে নদীর বাঁকে
কিষাণি যায় কলসি কাঁধে,
নদীর ও নারীর মধুর মিলন
জলের উপর করে যে নাচন।
এই হলো আমার ঠিকানা
দেখে যেতে নেইকো মানা।

আসানা ইসলাম
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : ধলেশ্বরী

নিরাপদ সড়ক চাই

আজ রাজীব, কাল মীম
পরশু আবরার।
পিষ্ট হলো গাড়ির চাকায়
ছাত্ররা বারবার।

আমাদের বুকের উপর কেন
গাড়ির চাকা চলে?
রাজপথে আর কত দেবো
বুকের রক্ত ঢেলে?

একটা বুকের হাজার স্বপ্ন
পথের মাঝেই শেষ।
যন্ত্র-দানব নেয়-যে কেড়ে
থাকে না আর লেশ।

মা-বাবা আশায় থাকে
ফিরবে কখন ছেলে?
তাদের বুকে হয় না ফেরা
ঘরের বাহির হলে।
আর যেন হারিয়ে না যায়
কারো আপনজন
দেশের কাছে, দশের কাছে
আকুল আবেদন।

আমাদের দাবি, এবার আমরা
নিরাপদ সড়ক চাই।
আমরা পড়তে এসেছি,
বাঁচার অধিকার যেন পাই।

আফসারা বিনতে হাফিজ
শ্রেণি : অষ্টম, শ্রেণি : কিংশুক

হীরক রাজার দেশে

ধন্য রাজা ধন্য
দেশ জোড়া তার সৈন্য!
পথে-ঘাটে ভেড়ার পাল।
চাষির গরু, মাঝির হাল,
ঘটি-বাটি, গামছা হাঁড়ি,
সাত-মহলা আছে বাড়ি,
আছে হাতি, আছে ঘোড়া।
কেবল পোড়া মুখে পোরার
দু'মুঠো নেই অন্ন
ধন্য রাজা ধন্য।

ঢ্যাম কুড় কুড় বাজনা বাজে
পথে ঘাটে সান্ত্রী সাজে।
শোন সবাই হুকুমনামা
ধরতে হবে রাজার ধামা।
বাঁদিকে ভাই চলতে মানা
সাজতে হবে বোবা কানা।
মস্ত রাজা হেলে দুলে
যখন-তখন চড়ান শূলে
মুখটি খোলার জন্য
ধন্য রাজা ধন্য।

তাসনিম সাফিয়া
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : ধানসিঁড়ি

ফিরে পেতে চাই

প্রযুক্তির মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব,
আর এই প্রযুক্তিই করছে মোদের নিঃস্ব।
হারিয়ে যাচ্ছে মাঠ, হারিয়ে যাচ্ছে খেলা,
হারিয়ে যাচ্ছে আগের সেই মধুর কৈশোর বেলা।

আমরা এখন খেলি ল্যাপটপ আর ফোনে,
প্রযুক্তি দিয়ে বিশ্বকে দেখি বসে ঘরের কোণে।
শীতে এখন আর যাই না দাদা-নানা বাড়ি,
ছুটি কাটাতে আমরা এখন বিদেশ দেই পাড়ি।

প্রযুক্তির ভালোটা নিব, খারাপটা করব বর্জন,
নিজেরা পরিশ্রম করে সাফল্য করব অর্জন।
ফিরে পেতে চাই মাঠ, ফিরে পেতে চাই খেলা,
ফিরে পেতে চাই সোনালি সেই কৈশোর বেলা।

তাসনিম সাহিবা
শ্রেণি : নবম, শাখা : আড়িয়াল খা

শিক্ষক

পিতা-মাতার পর, শিক্ষার জগতে জাগিয়েছে যারা নতুন আশা,
যাদের কাছে হতেখড়ি, তারাই শিক্ষাগুরু, আর এক ভালোবাসা।
শিক্ষক দিয়েছেন জ্ঞান, দেখিয়েছেন সঠিক পথের খোঁজ,
দেখছি নতুন কিছু, শিখছি নানা জিনিস তাদের কাছে রোজ।

সবার কাছে সম্মানের তারা, তাদের স্থান অনেক উঁচুতে,
তারা স্বপ্ন দেখায়, শিক্ষা দেয় প্রকৃত মানুষ হতে।
মোরা হয়েছি ভাগ্যবান পেয়ে শিক্ষার আলো,
শিক্ষক মোদের শিক্ষাগুরু বাসবো তাদের ভালো।

তারা আদর করেন, শাসন করেন, বুঝান ভালো-মন্দ,
নিঃস্বার্থ জ্ঞান তারা মোদের করেন দান, এতে নেই কোনো দ্বন্দ্ব।
শিক্ষক এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা মোদের, শিক্ষক গুরুজন,
সম্মান আর শ্রদ্ধায় মনের ভিতর রাখবো তাদের সারাটা জীবন।

আনিকা আজাদ
শ্রেণি : নবম, শাখা : সাঙ্গু

শিশু

জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল শিশু নিষ্পাপ
শিশুর মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে জাতির ভবিষ্যৎ
শিশুকে ভালোবাসা নবির সার্বজনীন সুন্নাত
সুন্নাত অবজ্ঞাকারী পায় নবিজির লা'নাত।

শিশুকে সুশিক্ষা প্রদান পিতা-মাতার দায়িত্ব
শিশুকে নিরাপত্তা দেওয়া জাতির কর্তব্য
ছোটোদের সাথে খারাপ আচরণ কখনো কাম্য নয়
কচিকাঁচারা যেন আমাদের চোখের মণি হয়
ছেলে-মেয়েদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ি
এ উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার কাজ, প্রচেষ্টা করি।

অমানুষ আর মনুষ্যত্বহীনরা শিশু নির্যাতন করে
শেখানোর ছলে অথবা কোনো কৌশলে
শিশুদের নির্যাতন, বেত্রাঘাত, শিশুশ্রম চরম অপরাধ
আরো হয় ধর্ষণ ও পাচারের মতোও জঘন্য অন্যায়
এসব অপরাধীর জন্য চাই সর্বোচ্চ কঠোর শাস্তি
যাতে শিশুদের জন্য নিরাপদ দেশ গড়তে পারি।

সাদিয়া আফরিন মৌ
শ্রেণি : নবম, শাখা : সুরমা

মায়ের ভালো মেয়ে

আজকে থেকে কোনো কাজই
রাখবো না আর ফেলে,
কাটাবো না সময় আমি
শুধুই হেসে খেলে।
যাব না দূরের কোনো গাঁয়ে
ঘুরব না বনের ছায়ে ছায়ে
করব সবই বলবে যা যা,
তোমার আদর পেলে।

আজকে থেকে কোনো কাজেই
করব না আর হেলা,
কাটাব না অবহেলায়
সকাল সন্ধ্যা বেলা।

ধরব নাকো পাখির ছানা
অন্যের বাগানে দেব না হানা,
পাই যদি গো আজকে তোমার
আদর সোহাগ মেলা।

আজকে থেকে কোনো কাজই
রাখবো না আর ফেলে,
আজকে থেকে হলাম আমি
মায়ের ভালো মেয়ে।

নাজিফা তাবাসসুম
শ্রেণি : দশম, শাখা : অ্যামেলিয়া

পড়া আর হলো কই

ঘুম থেকে জেগে দেখি
কেটে গেছে রাতটা,
চেয়ে দেখি ঘড়িটায়
বেজে গেছে দশটা।
তাড়াতাড়ি মুখ ধুতে
হাতে নেই ব্রাশটা,
চা বুঝি হিম হয়
থাক এই কাজটা।

এক কাপ দুধ চা
ঘিয়ে ভাজা পরোটা।
সাথে দই মিষ্টি
একখানি নিমকি।
এই খাওয়া রেখে দিয়ে
বই খোলা যায় কি?

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে
যেই আমি খুলি বই,
বারোটা তো বেজে গেল
পড়া আর হলো কই।

নুজহাত মল্লিক আভা
শ্রেণি : দশম, শাখা : অ্যাস্টার

স্কুলজীবনের এগারো বছর

দেখতে দেখতে কেটে গেলো এগারোটি বছর
এই স্কুলজীবনের,
অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে তাই
ছোট্ট থেকে কৈশোরের।

ফুলটোক্কা খেলেছি কত
পড়েছি সবুজ মাঠের মায়ায়,
টিফিনের ফাঁকে গল্পগুজব
পার্কের গাছের ছায়ায়।

দুরন্ত শৈশব পেরিয়ে
কৈশোরে পা বাড়িয়ে
হাঁটছি স্কুলের মিষ্টি করিডোরে,
চেনা স্কুলকে বারবার দেখি
স্মৃতিতে আমার জড়িয়ে রাখি
প্রতিটি দিনের ভোরে।

এই স্কুলেই শিখেছি ওড়াতে
আমার স্বপ্নের ঘুড়ি,
সময় যায় কত না দ্রুতই
যেন খেলছে লুকোচুরি।

কোমরে সোয়েটার জড়ানো দিনগুলি
যে কী সারল্যে ভরা!
ফুচকা ট্রিট
করবো মিস
এই স্কুলটি ছাড়া।

নুজহাত নাবিহা
শ্রেণি : দশম, শাখা : সূর্যমুখী

বিষয়-আশয়

রসায়ন,
সে তো আমার সঙ্গে মেলাতে চায় না হাত।
গণিত,
তাকে কিছুটা এনেছি বাগে।
বাংলা!
সাহিত্যটা একটু বন্ধুসুলভ,
কিন্তু ব্যাকরণ যে ধরাছোঁয়ার বাইরে!

ইংরেজি!
সে তো আরেক উৎপাত
গ্রামার আর রাইটিং হাবুডুবু খাই।
আর কি যেন?
পদার্থবিজ্ঞান?
ওর অতএব সূত্রের মারপ্যাঁচ
আমার দ্বারা হয় না।
জীববিজ্ঞান!
সে নাকি আমাকে কিছুটা ভালোবাসে!
পরীক্ষা?
তাকে নিয়ে আর পারি না,
জীবনটাই চলে যাচ্ছে পরীক্ষার পেটে।

মালিহা মেহনাজ জেবা
শ্রেণি : দশম, শাখা : অপরাজিতা

নীরবতা

ঘুমহীন আমি নিশ্চুপ নগরী
রাতের আঁধারি, জোছনা রাত
চোখে স্বপ্নের মায়া জাল
আর নির্ঘুম জেগে থাকা,
ময়ূরাক্ষীও ঘুমিয়ে পড়েছে;

আমি তার তীরে বসে থাকি
জোছনা দেখি, আকাশ দেখি
ঝিঁঝিঁ পোকারা থেমে থেমে ডাকে
মেঘেরা ক্লান্তিহীন ছুটে বেড়ায়
চাঁদটা লুকোচুরি খেলে
একসময় হারিয়ে যায়।

সূর্যটা একটু উঁকি দেয়
প্রভাত আলো ছুটতে শুরু করে
পাখিরা ডেকে ওঠে
শিশির বিন্দু গড়িয়ে পড়ে
ময়ূরাক্ষী জেগে ওঠে
ছলছল ধারায় বইতে শুরু করে
কলরব বাড়াতে থাকে।
কিন্তু আমি
নির্বাক শ্রোতা ময়ূরাক্ষীর তীরেই বসে রয়েছি।

জান্নাতুল তাসলিম
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : নিউট্রন

অস্থায়ী জীবন

জীবনে সফলতার থেকে যেন ব্যর্থতাই অনেক বেশি,
তারপরও যেন কেমন করে নিজেকে রাখি হাসি-খুশি।
সৃষ্টিকর্তাকে নিবেদন করি নিজের সকল আর্জি,
জানি না কী হবে আমার এমন জীবনের, তবুও আমি তাঁর সিদ্ধান্তে রাজি।
জীবনে ব্যর্থতা এতো বেশি যে সফলতাগুলো যেন হারিয়ে যায়,
তবুও সৃষ্টিকর্তার কাছে মাথা নুইয়ে যেন, নিজের অস্তিত্বকে আবার ফিরে পাই।
তাঁরই আনুগত্য স্বীকারে তিনি সকলকে করেছেন সৃষ্টি।
তারপরও তার ইবাদতে নেই আমাদের মন,
অথচ পরকালে আমরা বেহেস্ত চাই প্রাণপণ।
কখনো কী ভাবি যে, সৃষ্টিকর্তা ক্ষমা করবেন কী আমাদের?
এই অস্থায়ী জীবনে কত আকাঙ্ক্ষা আমাদের, শুধু চাওয়া আর চাওয়া।
কিন্তু ধৈর্য বলে যে একটা শব্দ আছে ভুলে যাচ্ছি দিন দিন।
কেমন হবে আমাদের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন,
আমাদেরকে কী মহান সৃষ্টিকর্তা ক্ষমা করবেন সেই দিন?
এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন থেকে যেন সবাই
আলোর পথে ফিরে আসি,
যিনি, আমাদের সৃষ্টি করেছেন এতো যত্ন করে, সেই মহান স্রষ্টাকে
যেন অন্তরের গহিন হতে ভালোবাসি।

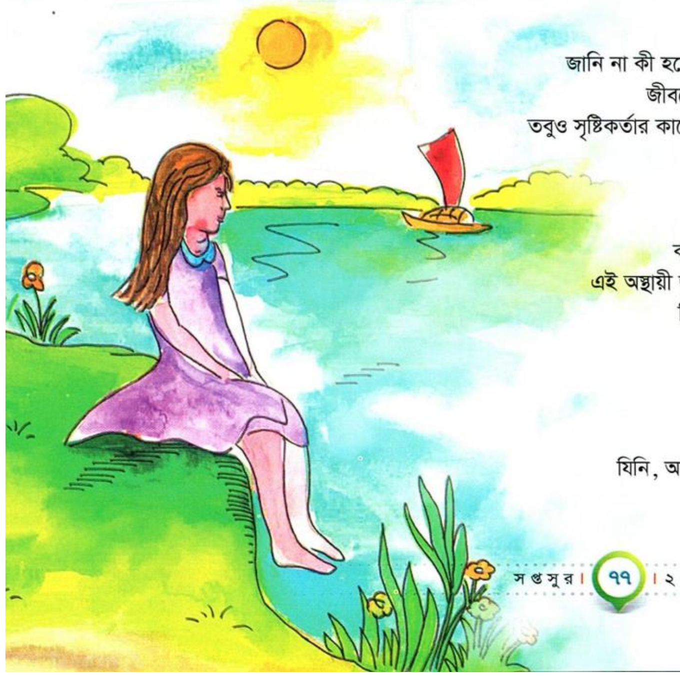

মোসা: তাসনুভা আনান রিহা
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : পজিট্রন

আমি

সকালের স্নিগ্ধ আলো যেন আর মন ছুঁয়ে যায় না
ক্লান্ত শরীর নেমে পরে জীবনযুদ্ধে,
সাথে নিয়ে সহস্র হতাশার যাতনা।
দুশ্চিন্তার অতল জলে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাই আমি
হারিয়ে যাই বিক্ষিপ্ত যন্ত্রণার ফাঁদে,
চারিপাশ হয়ে উঠে নিস্তব্ধ মরুভূমি
অসহায় এই অন্তর শুধু কাঁদে।
প্রশ্নের জাঁতাকলে পিশে যায় এ নিরুত্তর হৃদয়,
কেন এত জটিল এ জীবন?
ছোটো ছোটো আশা ভরা স্বল্প এ সময়,
শেষ হয়ে যায় আসলে মরণ।
রাতের অন্ধকারে জানালার পাশে
দেখি আমি অচেনা কারো ছায়া..
শিহরে উঠে অর্ধঘুমন্ত এ দেহ,
ভালো করে চেয়ে দেখি, এ তো কেউ নয়
শুধু এক মোহ মায়া।
ঘুম হতে জেগে দেখি নতুন আরেক সকাল...
শুধু রয়ে যাই সেই বিষণ্ন আমি,
যা ছিলাম গতকাল...।

তাহসিন মাহজাবিন
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ভেনাস

জ্যামের ঢাকা

মস্ত বড় জ্যাম ঠেলে
চলার কী যে ঠেলা
যায়নি যে-জন ঢাকায় তার
বোঝা কঠিন খ্যালা

গাড়ি ঘোড়ার প্যাঁপোর সাথে
হাজার যানবাহন
বসে বসে প্রহর গোনা
বুকের মাঝে দাহন!

শুরুর সময় জানা গেলেও
যায় না জানা শেষের
কষ্ট সবাই পেতে থাকলেও
যায় আসে না দেশের।

সবাই জ্যামে বসে বসে
ভাবেন নানান উপায়
তবু আসল সমাধানটা
কাউকে কী ভাবায়?

কাটবে যেদিন জ্যামের খেলা
যান চলবে বেশ
সজীব হবে নগর ঢাকা
সচল হবে দেশ।

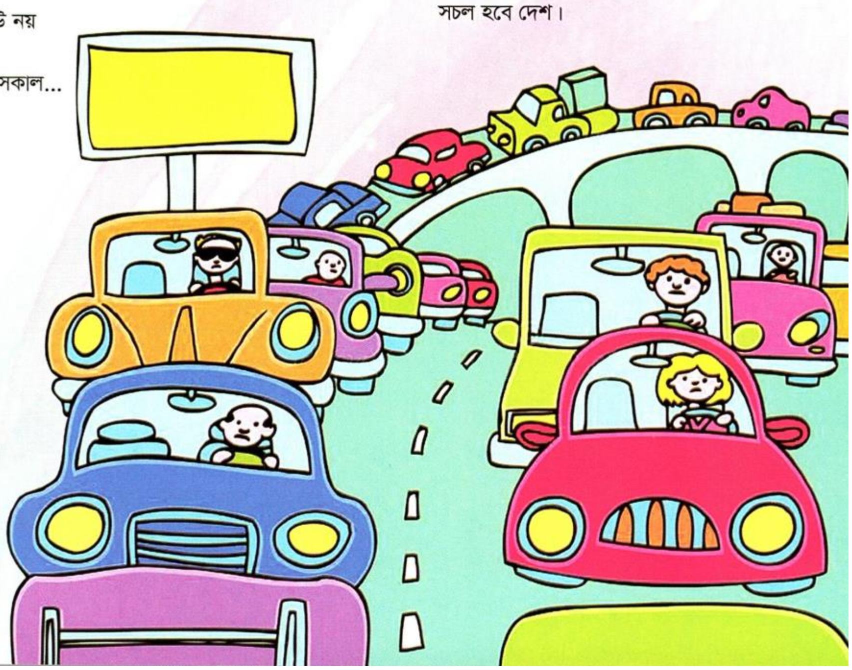

সাফিয়া ইসলাম নির
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : মার্স

মা তুমি আছো বলেই

তুমি আমার জান্নাতেরই একটি রূপ
দুনিয়ায়–
'মা' তোমায় ডাকতে ভালো লাগে
তোমায় ভালোবাসতে ভালো লাগে।
তুমি আছো বলেই,
একাকিত্ব ভুলে গিয়ে
ছোটো ছোটো খুনশুটিতে মেতে উঠি।
তুমি আছো বলেই,
স্বস্তির নিশ্বাস নিয়ে
বেঁচে আছি এ পৃথিবীতে,
আলসেমিকে প্রাধান্য দিয়ে
যখন তখন ঘুমিয়ে থাকি,
সংসারের সব দায়িত্ব থেকে দূরে থাকি
শুধু...তুমি আছ বলেই।
তুমি আছো তাই,
আমার নিজেকে একা লাগে না।
গল্পে গল্পে সময়গুলো অতিবাহিত করি।
কোনো সিদ্ধান্ত নিতে অনেক বেশি ভাবতে হয় না।
শুধু...তুমি আছ তাই।
মা...
তোমার কী যেন এক অদ্ভুত ক্ষমতা!
আমার অপছন্দগুলোকে সুন্দর করে
কোরআন-হাদিসের আলোকে
গুছিয়ে উপস্থাপন করো।
আর তখন আমি বাধ্য মেয়ে হয়ে যাই।
মা...
তুমি আমার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক,
তুমি ছিলে বলেই আমি....
লিখতে পেরেছি, আমি বলতে পেরেছি,
মা...উচ্চারণ করতে পেরেছি।
শুধু...তুমি ছিলে বলেই,
তুমি আছো তাই, কষ্টগুলো
মনে জমাট বাঁধতে পারে না।
আমার কষ্টগুলোর ওজন
ভারী হতে পারে না।
তোমার হাসি, তোমার খুশি
আমার সব কষ্টগুলোকে
দূর করে দেয়।
মা...
তুমি আছ তাই, আমি জান্নাতের সুখ
অনুভব করি।

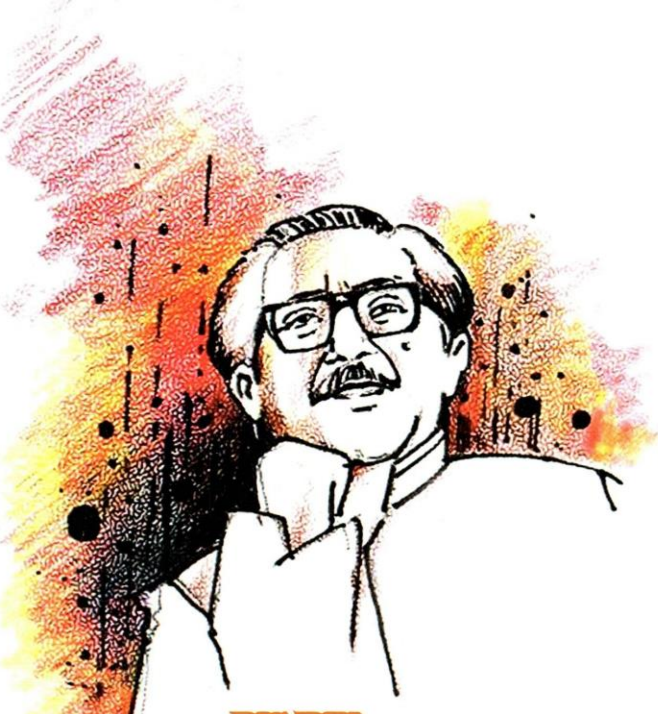

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মীম সীন জাহান ইন্নি
শ্রেণি : একাদশ
শাখা : নীহারিকা

বাংলার শ্রেষ্ঠ বাঙালি, শ্রেষ্ঠ সন্তান
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
তুমি বীর, তুমি মহান
তোমার ডাকে বাঙালিরা বীর সন্তান।
আমরা এনেছি জয়,
পাকিস্তানিরা হয়েছে পরাজয়।
তুমি সেরা সহায়ক,
তুমি'ই সেরা মহানায়ক।
তোমার অনুপ্রেরণা মহান,
হে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
"রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব"
এই ছিলো তোমার স্লোগান।
অবশেষে রক্ত দিয়েই করেছো আত্মদান,
হে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
তুমি অমর, তুমি চির অম্লান
জাতির পিতা,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মুমতাহিনা আলম
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : মার্স

উত্তাল মার্চ

মার্চ এলো, ফিরে ফিরে আসবে
সাথে নিয়ে একাত্তর
ঘটনা প্রবাহের মাস মার্চ
একাত্তর মার্চ-দ্রুত পটপরিবর্তন
একটা যুদ্ধ অনিবার্য।
সুদীর্ঘ আন্দোলনের পর
ঐক্যবদ্ধ ক্ষমতার বিজয়
ক্ষমতা হস্তান্তরের কঠিন অপেক্ষা মাত্র।

১ মার্চ ঘোষণা-৩ মার্চ পার্লামেন্টের অধিবেশন
ভুট্টুর আদেশে মুলতুবি, ঘৃণ্য আচরণ!
শুরু হয় স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন কর্মকাণ্ড

মার্চ '৭১ ধরে হরতাল মিছিলে আন্দোলন
২ মার্চ স্বাধীনতার পূর্বাভাস
বাংলার অবয়ব খচিত প্রথম পতাকা উত্তোলন

৭ মার্চ কাঙ্ক্ষিত কণ্ঠে যুদ্ধের ডাক
২৫ মার্চের ভয়াল রাতের হাহাকার
বারুদের গন্ধে রক্তের গন্ধ বিকট একাকার
আরো কিছু রয়েছে বাকি সম্মুখ যুদ্ধ
শত্রু বিদারণ যুদ্ধ।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব
স্বাধীনতার মার্চ বরণীয় মার্চ
ঐক্যবদ্ধ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে
স্মরণ করিয়ে দিতে একাত্তর
স্মরণ করিয়ে দিতে পঁচাত্তর
ক্ষমা করো, ক্ষমা করো জনক-
পারিনি রাখতে ধরে
তুমি শুধু দিয়ে গেলে
দিতে পারেনি সুরক্ষা তোমাকে
অযোগ্য আমরা দেশবাসী
শুধু ভালোবাসি–

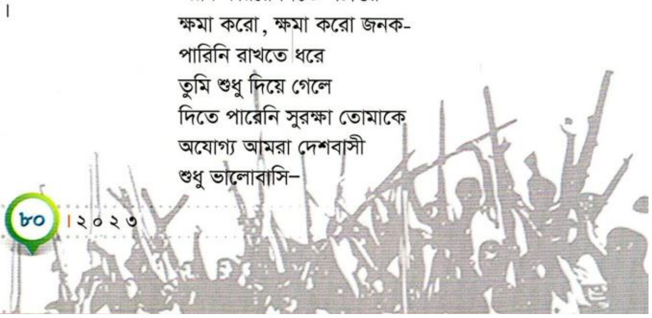

ইরতিজা ফেরদাউস দিহান
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : মার্স

অষ্টমে এক পথশিশু

একান্ত পাঁজরে শুষে নেয় বিদ্রোহ
টুকরো টুকরো মৃত হাসি-হাহাকার,
সার্কাস ফুরোলে জীবন নাচায়
বেলা কাটে যার মৃত্যু কামনায়,
মুঠোয় মুঠোয় কত ক্ষুধা-কান্না
বোমা-বিধ্বস্ত শহরের মতো ফাটল
শরীরে বয়ে নিদারুণ লন্ডভন্ড।

ছয়, সাত, আট সময় ছড়ায়
ভাবনাতে বলে এ কেমন ধরা
এ কেমন মনুষ্য, কেমন মনুষ্যত্ব।
চৈতন্য ঢেকেছে একখণ্ড বস্ত্রে
আমি উলঙ্গ কতিপয় কলঙ্কিত।

যদি পারতাম ম্যাজিশিয়ানের মতো
তোমাদের দুঃখ পোড়াতাম ফাল্গুনে।
পুষ্পল সব আয়নার প্রতিচ্ছবি
উত্তাল ঢেউয়ে নিয়ে এনে দিতাম,
আমি ছোট্ট শ্রমিক ক্ষত লুকাই
মগজে ঠেকানো লাইসেন্স-পিস্তলে
রুপালি শহরের জাগরণ দেখি।

আমি নোংরা এক নষ্ট শস্যকণা
মানা কী আমার সান্নিধ্যের লোভ
উন্মাদের কলধ্বনি বিচার করে
আমাকেই বলে; জয় গাথা নেই
দগ্ধ অশঙ্ক যুদ্ধরত সেনানীর।

সাবিহা আফরিন
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : থিটা

ভাষার তরে

রঞ্জিত সেই পিচ ঢালা পথ জানান দিয়েছে সেদিন,
ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান হোক ইস্পাতসম কঠিন।
ভাইয়েরা সেদিন লড়েছিল বলেই মোদের মাতৃভাষা,
স্নিগ্ধ-সবুজ বাংলার বুকে মিটিয়েছে মোদের আশা।
ভাষার তরে গড়েছিল তারা দুর্বার সংগ্রাম,
প্রতিবাদী হয়ে গর্জে উঠেছিল গ্রামের পর গ্রাম।
মিটিং, মিছিল, সভা, পিকেটিং যায়নি কোনোটি বাদ,
বিজয়লক্ষ্মী নারীও পেয়েছে নিদারুণ অপবাদ।
ভাষার তরে প্রাণ দিয়েছে কত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা,
'পিছু হটে যাব', ভাবেনি কখনো, করেনি কখনো ভনিতা।
রফিক, জব্বার, সালাম, বরকত আরও কত শত প্রাণ,
বাঙালি জাতির সরল চিত্তে আজও তারা অম্লান।
সমাবেশে যখন বলল মোদের, 'উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা',
না-না ধ্বনিতে প্রতিবাদ করেছিল সোনার দেশের চাষা
গর্জে উঠেছিল আপামর জনতা, গর্জে উঠেছিল ছাত্র,
রাজপথে নেমে প্রমাণ করেছিল হবে না শোষণের পাত্র।
মুজিবের অনশনে আন্দোলন যখন রূপ নিল ভয়ানক,
ধার্য হলো একুশ তারিখই ভাষা দিবস হোক।
তবুও পুলিশ বাধা দিয়েছে, বাধা দিয়েছে শোষক,
চায়নি তারা বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হোক।
বাধ মানেনি ছাত্রজনতা, বাধ মানেনি কথক,
কণ্ঠের জোরে কলম ধরে লিখে গিয়েছেন লেখক।
বঞ্চনার অনলে পুড়ে বাঙালি হুঙ্কার দিয়েছে শেষে,
স্থাপন করেছে বাংলার বুনিয়াদ বিজয়ী বীরের বেশে।

অদৃশ্য তুমি

যেখানে কেউ নেই সেখানেই তুমি আছ
পায়ে পায়ে দাঁড়িয়ে আছে অযুত বছর ধরে সময়
অপলক দৃষ্টিতে আমি কান্নার নোনা জলে ভাসি,
তোমার ধ্যানে, তোমার জ্ঞানের বিশলতায় আমি নগন্য অতি।

অসীম ক্ষমায় তুমি বেঁধো আমায়,
নিয়মের চেয়ে নিয়তিকে মানি
কেউ না জানুক আমি তো জানি,
তুমি চালাও, তাই তো আমি চলি।

আকাশে আকাশে যে কথা ভেসে বেড়ায়
পাখির কলরবে উতরোল বিজন পথ-প্রান্তে
অনন্ত দ্রোহে শুকনো পাতায় বাজে তার মর্মর ধ্বনি।
প্রাণহীন মানুষ আর মানুষহীন প্রাণ
কি আর আছে মূল্য তার?
এর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।

যখন অনন্ত ঘুমে আমি চলে যাব,
সব কিছু অর্থহীন আমার জন্য,
তখন তোমার দয়ার কাছে হব না নতজানু।
পৃথিবীর সবকিছু হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে যেতে
তোমার দান নিতে চাই দুহাত পেতে,
দাও দাও আমার সমস্ত কাজের ভেতর
তোমার সে দয়ার দান,

হে মহান, অনন্ত অসীম, প্রেমময় তুমি,
তুমিই তো রহিম রহমান ॥

রওশন আক্তার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

প্রবন্ধ আর গল্প গাথা
সাথে আছে ভ্রমণ-কথা

গল্প প্রবন্ধ ভ্রমণ-কাহিনি ও রম্যরচনা

মুবাশ্শিরা তাসনিয়া রহমান রিদা
শ্রেণি : দশম, শাখা : পদ্মা

প্রজাপতি

যারিন সাদাফ খান
শ্রেণি : তৃতীয়
শাখা : সন্ধ্যা

একটি মেয়ে ছিল। তার একটি সুন্দর বাগান ছিল। বাগানে অনেক প্রজাপতি উড়তো। একদিন মেয়েটি দেখল, বাগানে কোনো প্রজাপতি উড়ছে না। তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। সে অনেক গল্প পড়তো আর ভেবে ভেবে ঠিক করল, সে জলদস্যু হবে। সত্যি একদিন বের হয়ে গেল। সে দেখলো পথে কতগুলো কাঁটাগাছ। সেগুলো সরাতে দেখতে পেল একটি জলহস্তি। কাঁটাগাছ সরিয়ে সরিয়ে জলহস্তিটাকে সে বাঁচালো। তখন দুজন বন্ধু হলো। চলছে, এমন সময় সত্যি একজন জলদস্যুর সঙ্গে দেখা হলো। তার হাতে ধরা অনেকগুলো প্রজাপতি। এবার বুঝতে পারলো, কেন তার বাগানে প্রজাপতি নেই। সে জলদস্যুটাকে বললো, প্রজাপতি ফেরত দাও। লোকটা শুনলো না। বলল, আমার ছেলে এগুলো নিয়ে খেলা করে। মেয়েটি জলদস্যুকে বলল, তোমার ছেলেকে নিয়ে আসো। আমি খেলবো তার সাথে। লোকটি শুনতে না চাইলে, জলহস্তি তাকে ভয় দেখানোতে সে ছেলেকে নিয়ে এলো। জলদস্যুর ছেলেকে মেয়েটি বললো চল, আমার বাগানে যাই। গাছে পানি আর সার দিই। গাছ একটু একটু করে সবুজ হলো, প্রজাপতি বসল প্রজাপতি ফুলে বাগান ভরে গেল। জলদস্যু আমাকে ও প্রজাপতিগুলোকে ছেড়ে দেয়।

সবাই বন্ধু হলো আর প্রজাপতির নানা রঙের মতো রঙিন হয়ে তাদের দিন কাটতে লাগলো।

গল্প প্রবন্ধ

আমার শখ

নুসাইবা আকসা
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : শঙ্খ

সবারই কিছু না কিছু শখ থাকে। আমার শখ বই পড়া এবং বই জমানো। অনেকের কাছে এটা বিরক্ত লাগলেও আমার এটা অনেক পছন্দ। আমি আমার অবসর সময় বই পড়ি। আমার ভ্রমণ কাহিনি পড়তে সব থেকে বেশি ভালো লাগে। কারণ এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন জায়গা সম্পর্কে জানতে পারি। তবে আমি উপন্যাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন ইসলামিক বইও পড়ি। আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, হুমায়ূন আহমেদ ও আরো নানা লেখকের বই রয়েছে। ঘুরে দেখা আমেরিকা, কুরআন থেকে নেওয়া জীবনের পাঠ, গোপাল ভাঁড়ের ১০০ হাসির গল্প, হযবরল, মস্কোর ঘণ্টা, হোয়াইট চ্যাপেল ইত্যাদি বইগুলো আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দের। আমি সর্বপ্রথম যেই বইটা পড়ি সেটার নাম "গোল্ডিলোক্স আর তিনটে ভালুক"

সবশেষে বলবো সবারই পাঠ্যবইয়ের বাইরেও বই পড়া উচিত। বর্তমানে আমরা বই পড়ার বদলে মোবাইল, টিভি ইত্যাদিতে আসক্ত হয়ে পড়ি। যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তাই মোবাইলের প্রতি আসক্ত না হয়ে আমাদের বেশি বেশি বই পড়ার অভ্যাস করা উচিত। সপ্তাহে অন্তত একবার হলেও বই পড়া উচিত। হোক তা উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনি অথবা অন্য কোনো বই। সব বইয়ের মাধ্যমেই আমরা কিছুটা হলেও জ্ঞান অর্জন করতে পারি। তাই নিয়মিত বই পড়া উচিত।

আজ তুবা বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ড. ফারহানা। তার আবিষ্কারের সাথে কারোর তুলনা হয় না। এরকম অদম্য ইচ্ছা ও অসীম আগ্রহ থাকলে সবই সম্ভব হয়।

ফাইজা আফরিন
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : ডালিয়া

সেই মেয়েটি

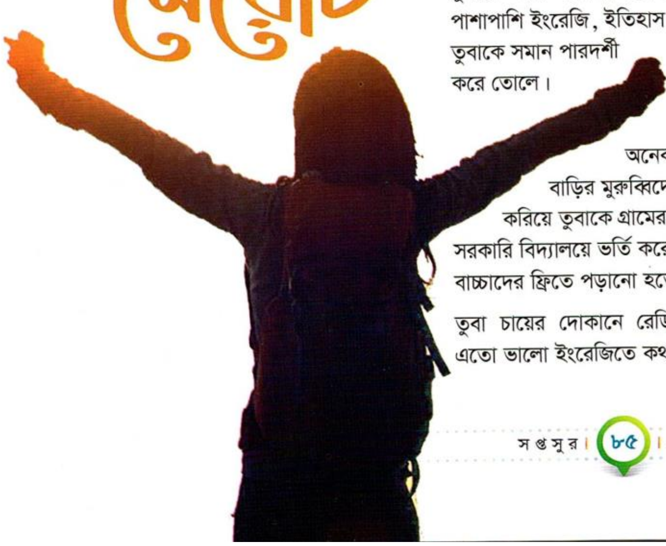

নাম তার ফারহানা তাবাস্সুম। ডাক নাম তুবা। বাবা কী, মা কী জানে না সে। থাকে নানির কাছে। "গ্রামের স্কুলে তুমি যাবা না। তুমি মাইয়া মানুষ। গরিব মেয়ে। মেয়েদের শিক্ষার দরকার নাই। মন দিয়া বাড়ির কাজ করবা।" এসব কথা প্রায়ই শুনতে হয় তুবার। কিন্তু তবুও পড়ার প্রতি তার যে কী অদম্য আগ্রহ! গভীর রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে যায় তখন সে ছোটো একটা হারিকেন জ্বালিয়ে বড়ো মামাত ভাই তমালের কাছে পড়তে বসে। তমাল জানে তুবা অনেক মেধাবী তাই তুবার চেষ্টা থাকলে বড়ো কিছু হতে পারবে সে একদিন।

তুবাকে অঙ্কে পারদর্শী করে তোলে সে। পাশাপাশি ইংরেজি, ইতিহাস ও বিজ্ঞানে তুবাকে সমান পারদর্শী করে তোলে।

২ মাস পর

অনেক কষ্টে তমাল বাড়ির মুরুব্বিদের রাজি করিয়ে তুবাকে গ্রামের একটি সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি করে যেখানে গরিব বাচ্চাদের ফ্রিতে পড়ানো হতো।

তুবা চায়ের দোকানে রেডিও শুনে শুনে এতো ভালো ইংরেজিতে কথা বলতে পারত যে শুনে মনে হতো কোনো আমেরিকান কথা বলছে। কিন্তু এই নিয়ে গ্রামের লোকজন, তার পরিবার ও তার সহপাঠীরা হাসাহাসি করত। তবে, তুবার স্কুলের একজন শিক্ষিকা জাহানারা খাতুন ও তমাল তাকে সবসময় অনুপ্রাণিত করত। ১৫ বছর হতে না হতেই তুবাকে যখন জোর করে বিয়ে দেয়ার কথা হয় তখন এর তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে তমাল, জাহানারা খাতুন ও তুবার কয়েকজন বন্ধু যেমন : হাসান, কামাল, শরিফ, ফুয়াদ, রুবা, মারিয়াম, শামসুন্নাহার, রাবেয়া, রোকেয়া ও ইবনাত। ফলে বিয়ে বন্ধ করতে বাধ্য হয় তুবার পরিবার।

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় তুবা এমন রেজাল্ট করল যা আগে কখনো বাংলাদেশ দেখেনি।

১৫ বছর পর

আজ তুবা বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ড. ফারহানা। তার আবিষ্কারের সাথে কারোর তুলনা হয় না। এরকম অদম্য ইচ্ছা ও অসীম আগ্রহ থাকলে সবই সম্ভব হয়। বাংলাদেশের অনেক তুবা এখনও স্বপ্ন দেখে। এরকম একটু সহযোগিতা পেলে এবং অনেক ইচ্ছা থাকলে এসব তুবাই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বৃষ্টির দিন

যানযাবিল মোস্তফা
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : কামিনী

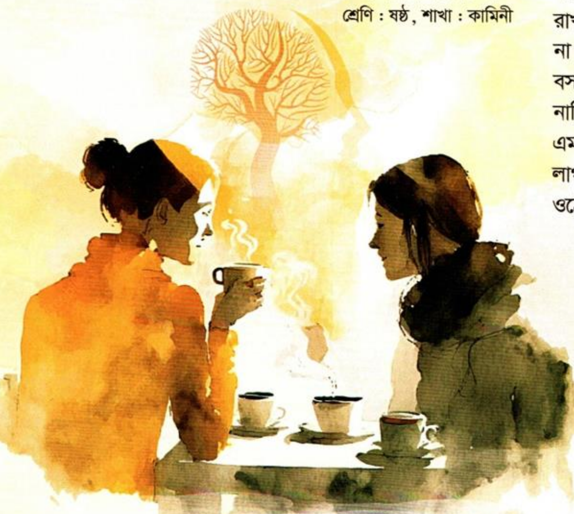

দিনটা ছিল শুক্রবার। ভেবেছিলাম অনেক বেলা করে ঘুম থেকে উঠব। কিন্তু তা আর হলো না। বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি জানালা ভেদ করে পানি রুমে প্রবেশ করছে। আমি সাথে সাথে জানালা লাগিয়ে দিলাম। বারান্দায় এসে দেখি যে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। হাত বাড়িয়ে দিলাম বৃষ্টিতে। সাথে সাথেই যেন বৃষ্টির বেগ বেড়ে গেল। টপটপ করে ভিজিয়ে দিল আমার হাত। হাতটা এনে মুখে ছুঁইয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে চোখ আটকে গেল একটি ল্যাম্প পোস্টের সামনে। তাকিয়ে দেখি, আমাদের নিচের ফ্ল্যাট-এর আপু। এতো বৃষ্টিতে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই খটকা লাগলো। কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম। তখনই দেখি, একটা লোক এলো। লোকটাকে মোটেই আমার কাছে সুবিধার মনে হচ্ছিল না। আবার দেখি লোকটির হাতে একটি সুটকেস। তখন সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। মেয়েটার হাতে সুটকেস দিয়ে লোকটি চলে গেল। আমি আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতাম কিন্তু আম্মুর কারণে আর পারলাম না। ভেতরে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে ডাইনিং-এ গেলাম। গিয়ে দেখি সবাই নাস্তা করছে। আমিও বসে গেলাম। রুটি ছিঁড়ে মুখে পুরে নিয়েই আম্মুকে প্রশ্ন করলাম আপুটার ব্যাপারে। আম্মু বললো, এক বছরের মতো এই বাসায় থাকে। কারো সাথে তেমন কথা বলে না। সারা দিন বাসায় বসে থাকে আর রাত্রে বাইরে থাকে।

আম্মুর এই কথাটা শোনার পর আমার আপুটার প্রতি আগ্রহ যেন আরও বেড়ে গেল। "কই? কোথায় হারিয়ে গেলি?" আম্মুর কথায় ভাবনার জগৎ থেকে বেরিয়ে এলাম।

ওর ফ্যামিলি নেই? আম্মু বললো; না, ওর ফ্যামিলি চট্টগ্রাম থাকে। একবার শুনেছিলাম। কিন্তু তুই ওর ব্যাপারে কেন জিজ্ঞেস করছিস? কিছু না, এমনিতেই এটা বলেই উঠে গেলাম। যা শোনার শুনে নিয়েছি। ভাবলাম মেয়েটার ব্যাপারে যখন এতো কিছু জানলাম তখন শেষটা আমি দেখেই ছাড়ব। আমি বিকেল বেলা একবার সাহস করে আপুর ফ্ল্যাটের কলিংবেল চাপ দিলাম। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে দিল।

ভাবলাম কী বলব, তারপর বললাম হাই, কেমন আছো? আপুটার কথা শুনে মনে হলো আমরা আগের থেকে পরিচিত। বলল, হুম ভালো আছি। ভিতরে এলো। আমি অবাক হয়ে গেলাম কিন্তু সেটা বুঝতে না দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। গিয়ে দেখি রুম অনেক সুন্দর করে গোছানো। দেখে অনেকটাই অবাক হলাম, কারণ একা এতো সুন্দর রুম রাখা অন্তত আমার পক্ষে সম্ভব না। ভিতরে গিয়ে আমাকে বসতে দিল। বলল চা, কফি খাব নাকি! আমি না করে দিলাম। এমনিতেই এই বাসায় এসে ভয় লাগছে, চা, কফির তো প্রশ্নই ওঠে না।

আপু : হঠাৎ কী মনে করে এলো?

আমি : কেন? আসতে পারি না বুঝি?

আপু আমার কথার উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল।

আপু : সকালে আমাকে দেখেছিলে তাই না?

আমি : হুম দেখেছিলাম। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছ?

আপু : না এমনিই। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ আমি কে?

আমি : এমনটাই, তবে বলতে না চাইলে থাক।

আপু : এমন করে বলছ, যেন জানতে চাও না। তুমি জান আমি মানুষের মন পড়তে পারি?

আমি আপুটার কথায় অবাক না হয়ে পারলাম না।

আমি : তুমি কি বলতে চাইছো?

আপু : আসলে আমি একজন সাইক্রিয়াটিস্ট।

আমি এবার অবাকের চরম সীমায় পৌঁছে গেলাম। কী বলে!

আপু : যা শুনেছ ঠিক তাই।

আমি : তবে সকালের ঐ লোকটা কে? আর ও তোমাকে কী দিয়েছিল?

আপু : আরে বোকা ঐটা তোমার হবু দুলাভাই। আমাকে ড্রেস দিতে আসছিল। যাতে ভিজে না যায় তাই সুটকেসে নিয়ে আসছিল।

আমি : তাহলে তুমি রাতে বাইরে কি কর?

আপু : কারণ আমার চেম্বার রাতে খোলা থাকে।

আমি এবার না হেসে পারলাম না। কী মনে করলাম আর কী হলো!! এখন থেকে গল্পের বই একটু কম পড়তে হবে। কী ছিল আর আমি কী ভেবে বসেছিলাম, আপনারাই বলেন?

মাইশা ইসলাম
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : আত্রাই

নিজের জন্য বাঁচতে শিখো

"নিজের জন্য বাঁচতে শিখো।" কথাটা শুনতে একটু অদ্ভুত হলেও এটাই সত্যি। এখন এই কথাটা শুনে হয়ত অনেকেই ভাবছেন যে, আমি এটা কেন বললাম? কারণ পৃথিবীর সব মানুষইতো নিজের জন্য বাঁচে। অন্যের জন্য আর কোথায় বাঁচে? কিন্তু কথাটি ভুল। পৃথিবীর একশত ভাগ মানুষের মধ্যে প্রায় ত্রিশ ভাগ মানুষ অন্যের জন্য বাঁচে। আর প্রায় সত্তর ভাগ মানুষ নিজের জন্য বাঁচে। যেই মানুষগুলো নিজের জন্য সবসময় বাঁচে অন্যের জন্য কিছু করে না; তারা হলো স্বার্থপর, লোভী, বিশ্বাসঘাতক। তারা নিজেদের স্বার্থ-আদায়ের জন্য সব করতে পারে। বিশ্বাসঘাতকতা থেকে শুরু করে আরো জঘন্যতম পাপ কাজ করতে পারে। তারা অন্যের সাফল্য দেখলে নিজে জ্বলে-পুড়ে যায়। সেই সফল মানুষকে কীভাবে পা ধরে টেনে নিচে নামানো যায়, তার জন্য দিন-রাত উজাড় করে দেয়। আর এই স্বার্থপর মানুষগুলোকে অন্য মানুষেরা ভালো মনে করেন। কারণ তারা এত সুন্দর করে সাজিয়ে মিষ্টি করে মিথ্যা কথা বলেন, যার কারণে মানুষ তাদের মিষ্টি কথায় বশ হয়ে যায়। আর তাদের ভালো ভাবতে শুরু করে। কিন্তু এই বশ হয়ে যাওয়া মানুষের পিঠে যখন ওই স্বার্থপর মানুষ ছুরি মারে, তখন তারা খুবই ভেঙে পড়ে। আর ভালো মানুষগুলোকেও খারাপ ভাবতে শুরু করে। যার কারণে ভালো মানুষগুলো মনে খুবই গভীর আঘাত পেয়ে থাকে। ভালো মানুষগুলো হয় খুবই নিঃস্বার্থ, সরল মনের এবং স্পষ্ট ও কড়া ভাষার সত্যবাদী। তারা অন্যের দুঃখে নিজে দুঃখ পায়, অন্যের কান্নায় নিজে কাঁদে। অন্যের খুশিতে নিজে খুশি হয়। কেউ তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করলে মনে করে, সে হয়ত রেগে আছে, তাই রাগের মাথায় এত কিছু বলেছে। আর নিজে হাসতে হাসতে চলে যায়। কিন্তু সেই ভালো মানুষটা যদি কারোর সাথে উঁচু গলায় কথা বলে, তাহলে মনে করে সে যেন কি একটা বিশাল পাপ করে ফেলেছে। আর এই সরল মানুষের পিঠেই মানুষ বেশি ছুরি মেরে থাকে। কিন্তু ভালো মানুষগুলো বরাবরই তাদের সুযোগ দিতে থাকে। আর বারবার ঠকে যেতে থাকে। মূলত তারা নিজের জন্য বাঁচে না। অন্য মানুষের জন্য বাঁচেন। আর এই কারণেই তাদের জীবনে কষ্ট বেশি। তাই তো বলছি "নিজের জন্য বাঁচতে শেখো" এই পৃথিবীর কেউ তোমার হয়ে তোমার জন্য বাঁচবে না। নিজেদের স্বার্থটা সবার আগে দেখবে। তাই আবারও বলছি, "নিজের জন্য বাঁচতে শেখো। অন্যের জন্য বাঁচা বন্ধ করো।"

আমায় তোমরা ভুল বুঝো না

তানজিবা জেরিন
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : কাঞ্চন

আসসালামু আলাইকুম। আমি তন্নি। আজ আমি আমার জীবনের একটা দুর্বিষহ মুহূর্তের কথা বলছি। সময়টা বেশি দিন আগে না। আমি ছিলাম ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রী, যাকে এককথায় টপার বলা যেতে পারে।

আমার বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল, জেলাভিত্তিক আরো অনেক পুরস্কার ছিল। আমার পরিবার আমাকে নিয়ে গর্ব করতো। সবাই বলতো আমার মস্তিষ্ক নাকি খুবই শক্তিশালী। দুই বছর আগের কথাও আমার মনে থাকতো। আমি সবার আইডল ছিলাম। কিন্তু এ সব ধারণা ভেঙে যায় যেদিন প্রথমবার ক্লাসে পড়া দিতে গিয়ে গোটা পড়াটাই ভুলে যাই। অথচ এর আগের দিন রাতে অনেক ভালোভাবে পড়েছিলাম। প্রথমবারের জন্য নিজেকে অসহায় মনে হচ্ছিল। কিন্তু শিক্ষক সেদিন বেশি কিছু বলেনি আমায় যেহেতু প্রথমবার ছিল। এর পরে বাসায় গ্যাস অন করে সেটাও ভুলে যাই। এভাবে আস্তে আস্তে করে ছোটো ছোটো জিনিসগুলো ভুলে যেতে থাকি। শিক্ষকরা বাসায় অভিযোগ দিতে লাগলো যে আমি অমনোযাগী হয়ে যাচ্ছি। আমার রেজাল্টও আর ভালো হচ্ছে না, এভাবে চলতে থাকলে আমাকে নাকি স্কুল থেকে বের করে দিতে হবে। আমার পরিবার বলতো আমি নাকি প্রেমে পড়েছি তাই নাকি কোনো কিছুতে মনোযোগ নেই। আমি অবাক হতাম যে যারা একসময় আমাকে এতো ভালোবাসতো তারা আমায় ঘৃণা করে। ওইবার আমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের জন্মদিন ভুলে যাই, যার জন্য সেও আমাকে ছেড়ে চলে যায়। সবাই আমাকে ভুল বুঝতে থাকে। একে একে সবাই ছেড়ে চলে যায় আমায়। ঐ মুহূর্তটায় অনেক একা মনে হতো নিজেকে। ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছিলাম দিন দিন। হঠাৎ যখন আমি বড়ো বড়ো জিনিসগুলো ভুলে যেতে থাকি, তখন এই জিনিসটা সবাই খেয়াল করে আমাকে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ-এর কাছে নিয়ে গেলে জানা যায় আমার ভুলে যাওয়ার রোগ বা আলঝেইমার আছে। যা এতোদিন দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এবং এই রোগের কোনো প্রতিকার নেই।

এখন আমার কিছুই মনে থাকে না। কিন্তু বিশেষ কথাগুলো ডায়েরিতে লিখে মনে রাখার চেষ্টা করি। তখন আর কেউ আমাকে ভুল বোঝে না। সবাই জানে আমি ইচ্ছা করে সব ভুলি না। আমি হয়তো খুব তাড়াতাড়ি মারা যাবো কিন্তু আশা করি তোমরা আমার মতো অন্য আলঝেইমারের রোগীদের ভুল বুঝবে না, তাকে সহযোগিতা করবে। আমাকেও সহযোগিতা করলে হয়তো আমি আজ মৃত্যুর দিকে না গিয়ে কিছুটা স্বাভাবিক হতে পারতাম।

বন্ধুত্ব

ভালো থাকুক পৃথিবীর সকল বন্ধুত্ব।

তাসনিম রহমান অহনা
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : করবী

"বন্ধুত্ব" পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় মিষ্টি মধুর নাম। মহান আল্লাহর রহমতে আমাদের জন্মের পর, আমাদের মা-বাবা, ভাই-বোনসহ অনেক আত্মীয়স্বজন থাকেন। কিন্তু বন্ধুত্ব হলো এমন একটি সম্পর্ক যা আমরা নিজের জন্য নিজেই বাছাই করি। তাই বন্ধুত্ব সম্পর্কটি একটু অন্যতম। একজন বন্ধু যে কিনা, আমি আমাকে যতটুকু জানি তার চেয়ে বেশি সে আমাকে জানবে। যাদের মধ্যে থাকে পরস্পরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। যে বিপদ-আপদ, সুখ-দুঃখ, কখনো কোনো পরিস্থিতিতে সঙ্গ ছাড়ে না। এটিই একটি প্রকৃত বন্ধুর পরিচয়। জীবন চলার পথে প্রতিটি মুহূর্তে যে মানুষটাকে সবসময় পাশে পাওয়া যায় সেই হলো শ্রেষ্ঠ বন্ধু। "বন্ধু" শব্দটি দু'অক্ষরের ছোটো শব্দ হলেও, একে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে অনেক জিনিস। যেগুলো জীবনের সাথে নিত্য ব্যবহার্য বস্ত্রের মতো আত্মায় মিশে থাকে।

তবে একেকজনের কাছে বন্ধুত্ব নামক শব্দটি একেকরকম অনুভূতি প্রকাশ করে থাকে। কারো কাছে বন্ধু মানে মিষ্টি, মধুর ও দুষ্টুমি মাখা সম্পর্ক। আবার কারো কাছে বন্ধু মানে এমন একজন যার সাথে কিছুক্ষণ আগেই ঝগড়া হলো, আবার দোস্ত বলে ভাব হলো। আবার মন খারাপ থাকলে বন্ধু এসে পাশে বসে কাঁধে হাত রেখে বলবে, "চিন্তা করিস না দোস্ত। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি থাকতে তোর আবার কিসের চিন্তা?" যে মুহূর্তেই দিনের সকল কষ্টগুলো দূরে সরিয়ে দিবে। দিনশেষে নিজের সকল আনন্দ-বেদনার অনুভূতিগুলো শেয়ার করার জন্য যে একটি মানুষকে সবসময় কাছে পাওয়া যায় সেই হলো শ্রেষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু জীবনে মনের মতো প্রকৃত বন্ধু বাছাই করা খুব বড়ো একটি ব্যাপার।

আবার কারো কারো কাছে বন্ধু মানে ঠিক বিপরীত। যার কাছে কিনা বন্ধুত্বের কোনো মূল্য নেই। যার জন্য জীবনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করার পরও শুনতে হবে, "তুই আমার জন্য এমন কি করেছিস? এগুলো সবই তোর নাটক ছিল। তোর মতো নীচ মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করে কে?"

তাই জীবনে বন্ধু বাছাই করতে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। জীবনে এমন বন্ধু বাছাই করা উচিত, যে আমাদের জীবনের খারাপ দিকগুলো দেখিয়ে দিবে। এবং খারাপটা ত্যাগ করে ভালোটা গ্রহণে উপদেশ দিবে। জীবনে এমন বন্ধু রাখা উচিত নয়, যে আমাদের জীবনের বিষাক্ত কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকে। যে শুধু নিজ স্বার্থ ও অহংকার নিয়েই পড়ে থাকে।" আবার কখনো যদি আমাদের বন্ধু ভুল পথে পা বাড়ায় তবে বন্ধু হিসেবে আমাদের প্রথম দায়িত্ব তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা। আর যদি তা কোনোভাবেই সম্ভব না হয় তবে তার সঙ্গ ত্যাগ করা। মনে রাখতে হবে, এরকম স্বার্থপর বন্ধু জীবনে থাকার চেয়ে না থাকাই যথেষ্ট ভালো।

বর্তমানে আমরা টেলিভিশন, ইন্টারনেট, খবরের কাগজের মতো বিভিন্ন গণমাধ্যমে বন্ধুত্বে নেতিবাচক (Negative) পরিণাম হিসেবে অনেক কিছু শুনে থাকি। যেমন, বন্ধুত্বের ফাঁদে পড়ে মাদকাসক্ত হওয়া, খারাপ কাজে লিপ্ত হওয়া, আত্মহত্যা করা, খারাপ সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি। বন্ধুত্বের এসব নেতিবাচক প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য হলেও আমাদের খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করে ভালোটা বেছে নেওয়া উচিত।

জীবনে একটি প্রকৃত বন্ধুত্ব অর্জনের জন্য সর্বপ্রথমেই নিজেকে একজন প্রকৃত সঙ্গী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমার দ্বারা যেন কখনোই তাদের কোনো ক্ষতি না হয় বা আমার কোনো কথায় যেন তারা কখনো আঘাত না পায়।

আমার জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সকল পরিস্থিতিতেই আমার পাশে ছিল আমার দুজন শ্রেষ্ঠ বন্ধু। তারা সকল পরিস্থিতিতেই আমার অনুভূতিগুলো বুঝতে চেষ্টা করেছে। "আমাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের নয়, কিন্তু অতি ঘনিষ্ঠ।" আমি বন্ধুদের মাঝে শুধু একটি ভালো বন্ধু নয়, বরং একজন সত্যিকারের বন্ধু হিসেবে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকতে চাই। বন্ধুত্বই আমার জীবনের একটি বড়ো এবং শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

"ভালো থাকুক পৃথিবীর সকল বন্ধুত্ব।"

তাসনিম জান্নাত মিনহা
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : মাধবী

অতৃপ্তি

> আজ আয়রা আমাকে বলেছে সে আমাকে আজকে মারবে। আমি নাকি তার স্বাভাবিক মৃত্যু কেড়ে নিয়েছি। তাই সেও আমার স্বাভাবিক মৃত্যু কেড়ে নিতে চায়। সে বলে যে, লায়লার মৃত্যুই শুধু তার অতৃপ্তি মেটাতে পারবে

রাত তিনটার দিকে লায়লার চিৎকার শুনে তার মা-বাবা হুড়মুড় করে তার ঘরে ঢোকে। লায়লা আবারও এক দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে পড়েছে। তার মা লায়লাকে জড়িয়ে ধরেন। দেখা যায় সে ভয়ে কাঁপছে। এ সপ্তাহে এরকম ঘটনা এর আগে আরো দুইবার হয়েছে। লায়লার চাচাতো বোন দিশা তার দিকে এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিলে সে এক ঢোকে গ্লাসের সব পানি শেষ করে ফেলে।

লায়লার বয়স ১৩ বছর। এবার সে ৭ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। পড়াশোনায় বরাবরই ভালো সে। লায়লার আরেকটি জমজ বোন ছিলো। গত বছর সে মারা গিয়েছে। তার নাম আয়রা। লায়লা ও আয়রার সম্পর্ক অনেক গভীর ছিলো। বোনের মৃত্যু লায়লাকে তাই পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। সে এখন কারো সাথে কথা বলে না। লায়লার বাবা-মা দুজনেই চাকরি করেন। চাকরির কাজে তারা বেশির ভাগ সময় ঢাকার বাইরে থাকেন। লায়লার সাথে তার চাচাতো বোন দিশা থাকে। দিশা এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিবে।

সেই লায়লাকে দেখে রাখে।

আয়রার মৃত্যুর পর থেকে লায়লা মাঝে মধ্যেই স্বপ্নে আয়রাকে দেখতো, তার মৃত্যু দেখতো। এক মাস ধরে সে এই স্বপ্ন প্রায় প্রতিরাতেই দেখে। মা-বাবা যখন জিজ্ঞেস করে তখন সে বলতে চেয়েও কেন জানি বলতে পারে না। এক অজানা শব্দ তার মাথায় কড়া নাড়ে।

লায়লার মা-বাবা মনে করলেন মেয়েকে কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞ (Psychiatrist)-এর কাছে নিয়ে যাবেন। তাই করা হলো। পরদিন সকালে লায়লাকে তার বাবা-মা হাসপাতালে নিয়ে যান। ডাক্তারের আসতে দেরি হওয়ায় তাদের ডাক্তার দেখাতেও দেরি হচ্ছিল। অবশেষে অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর তারা ডাক্তারের ঘরে প্রবেশ করলো।

ডাক্তার : 'আসসালামু আলাইকুম। আমি আফিফা। তোমার নাম কী?' তিনি লায়লাকে জিজ্ঞেস করলেন।

লায়লা : 'লায়লা খান।' লায়লা এক উদাসীন হাসির সাথে বললো।

ডাক্তার : 'তোমার কী সমস্যা হচ্ছে?'

লায়লার মা : 'ও গত দুই বছর যাবৎ মাঝে মধ্যেই রাতে কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখে জেগে উঠতো। এই এক মাস ধরে এটা বেশি হচ্ছে। যখনই জিজ্ঞেস করি কী দেখেছো কিছু বলতে পারে না।'

ডাক্তার : 'এই ঘটনা যখন থেকে শুরু হয়েছে তার আগে কী কোনো খারাপ ঘটনা ঘটেছে?'

লায়লার মা : 'জি। লায়লার আরেকটা জমজ বোন ছিলো। সে দুই বছর আগে ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়। তারপর থেকেই লায়লা কেমন যেনো পাল্টে যায় আর এরকম স্বপ্ন দেখা শুরু করে।'

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে লায়লাকে জিজ্ঞেস করলেন সে স্বপ্নে কী দেখে। কিন্তু কোনো উত্তর না পেয়ে তিনি লায়লার বাবা-মাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন। তারা বের হয়ে গেলে ডাক্তার আবার লায়লাকে একই প্রশ্ন করলেন। এবার লায়লা ধীরে ধীরে বলা শুরু করলো।

ডাক্তার : তুমি কী দেখো স্বপ্নে?

লায়লা : আমার বোনের কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল। আমি আর সে একদিন ছাদে খেলছিলাম। আমরা নতুন একটা বাসায় থাকতাম যেখানে ছাদের কাজ শেষ হয়নি না। তাই মা আগে ছাদে যেতে দিতেন না। কিন্তু সেদিনই মা ছাদে যাওয়ার অনুমতি দেন। খেলার সময় হঠাৎ আয়রাকে আমি ধাক্কা দেই। আসলে আমি পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলাম তাই আয়রাকে ধরার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আমি ওকে ধরতে যেয়ে ফেলে দেই। সে তখনই মারা যায়। এরপর থেকে মাঝে মধ্যেই আমি আয়রাকে স্বপ্নে দেখতাম। আমি ওর মৃত্যু দেখে ভয় পাইনি, ভয় পাই ওর কথায়।'

ডাক্তার : 'কী বলে ও?'

লায়লা কিছু একটা বলতে যেয়ে থেমে যায়।

ডাক্তার :'আচ্ছা থাক। বলা লাগবে না। তুমি একটা কাজ করবে।

প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে অথবা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আয়রার সাথে তোমার কী কী কথা হয় লিখবে। দরকার হলে একই জিনিস বারবার লিখবে। পারবে করতে?'

লায়লা হ্যাঁ, সূচক মাথা নেড়ে ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

"দুই বছর পর"

আজ লায়লা ও আয়রার মৃত্যুবার্ষিকী। ডাক্তার আফিফার কাছ থেকে ফেরার পর সব ঠিকই ছিল। লায়লা নিয়মিত ডায়েরি লিখতো। সে প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আয়রার মৃত্যুবার্ষিকীর দিন দিশা ও লায়লা লায়লার স্কুল থেকে ফেরত আসার সময় যখন রাস্তা পার হচ্ছিল তখন হঠাৎ লায়লা একটা গাড়ির সামনে দৌড় দিলো। দিশা সাথে সাথেই লায়লার মাকে ফোন দেয়। আশেপাশের লোকজন লায়লাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠাতে সাহায্য করে। লায়লার মা আর দিশা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ডাক্তার অপারেশন থিয়েটার থেকে বের হয়ে লায়লার মাকে বলেন, 'মেয়ের অবস্থা ভালো না। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছু করার নেই। সে আগামী আধা ঘণ্টার উপরে আর পার করতে পারবে না। আপনারা তার সাথে কথা বলতে পারেন।

লায়লার মা লায়লাকে জিজ্ঞাসা করলেন কেনো সে এরকম কাজ করলো। লায়লা বললো, তাকে কেউ টেনে নিয়ে গেছে। মা যখন জিজ্ঞেস করলেন, কে? তখন লায়লা তাকে অবাক করে বললো আয়রা। 'আয়রা' শব্দটিই ছিল লায়লার শেষ কথা।

লায়লার মা লায়লার ডায়েরি পড়ে দেখেছেন। শেষ লেখাটা পড়ে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হন। সেখানে লেখা ছিলো–

'আজ আয়রা আমাকে বলেছে সে আমাকে আজকে মারবে। আমি নাকি তার স্বাভাবিক মৃত্যু কেড়ে নিয়েছি। তাই সেও আমার স্বাভাবিক মৃত্যু কেড়ে নিতে চায়। সে বলে যে, লায়লার মৃত্যুই শুধু তার অতৃপ্তি মেটাতে পারবে।'

বাড়ি জুড়ে কান্নার রোল পড়ে গেলো। কান্নার শব্দে লায়লার ঘুম ভেঙে যায়।

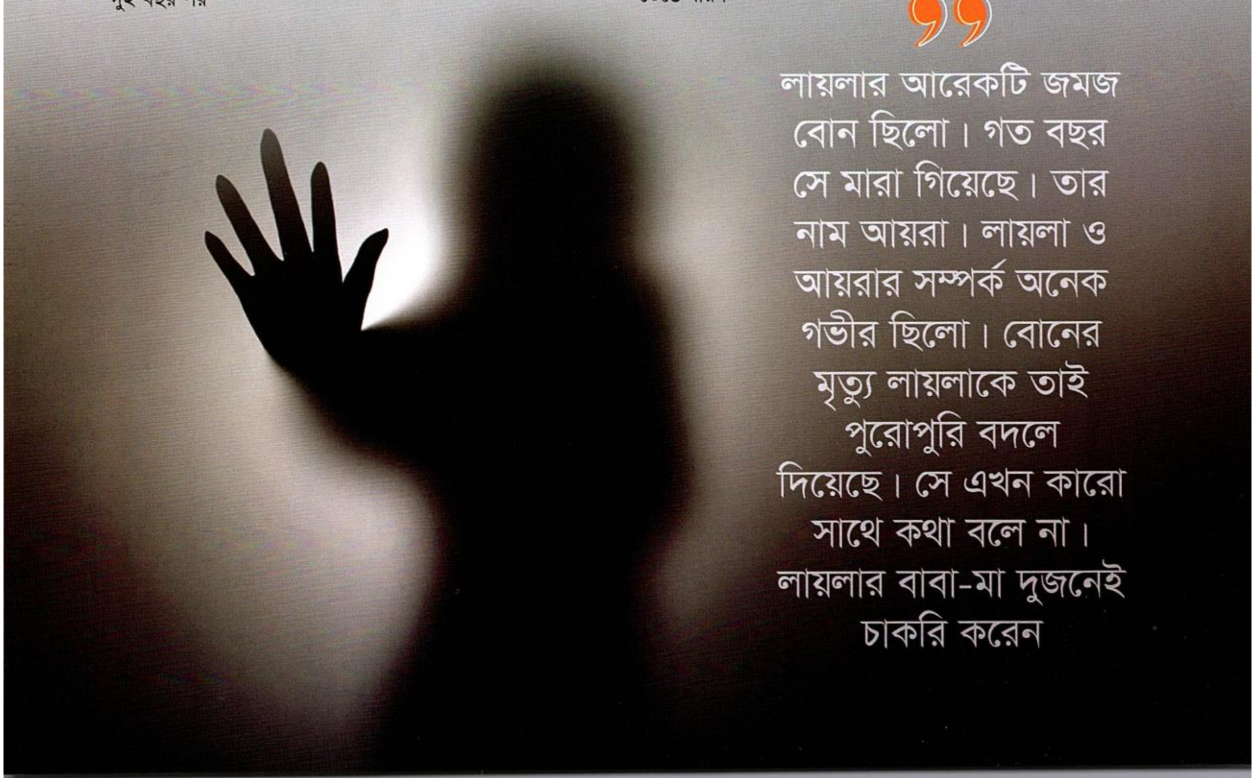

লায়লার আরেকটি জমজ বোন ছিলো। গত বছর সে মারা গিয়েছে। তার নাম আয়রা। লায়লা ও আয়রার সম্পর্ক অনেক গভীর ছিলো। বোনের মৃত্যু লায়লাকে তাই পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। সে এখন কারো সাথে কথা বলে না। লায়লার বাবা-মা দুজনেই চাকরি করেন

'কমা', যার জন্য হারাতে হয় অনেক কিছু

'কমা' একটি চিহ্ন। এটি আমরা সবাই চিনি। কমার ভুল ব্যবহারের কারণে হারাতে হবে অনেক কিছু। তা একটি গল্পের মাধ্যমে বুঝানো হলো নিচে–

আইশা ও বর্ষা দুই বান্ধবী। একই হোস্টেলে থাকে। তারা দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। তাদের একটি সমস্যা তাদের হোস্টেলে প্রায়ই হরতাল-ধর্মঘট লেগেই থাকত। ইদের ছুটির আগে তাদের শেষ ক্লাস।

আইশা ও বর্ষা কথা বলছে-

> আইশা : এই ইদ কোথায় কাটাবি?
>
> বর্ষা : বাড়িতে, আবার অনেকদিন পর দেখা হবে।
>
> আইশা : হুম। আসলেই।
>
> বর্ষা : আবার দেখা হবে।

তাদের কথোপকথন শেষ। দুজনই তাদের বাড়ির দিকে চলে যায়। যথারীতি ইদের পর স্কুল খোলার পর আইশা হোস্টেলে ফিরে আসে।

আইশা হোস্টেলে ফেরার পর দেখতে পায় যে, বর্ষা এখনও হোস্টেলে আসেনি। আইশা হঠাৎ জানতে পারে যে, তাদের হোস্টেলে আগামীকাল গণ্ডগোল হতে পারে। তাই সে বর্ষার জন্য সারাদিন অপেক্ষা করে। যখন রাত ১১:৩০ বাজে তখনও বর্ষাকে ফিরতে না দেখে সে একটি চিঠি লিখে দরজার ফাঁকে রেখে দিয়ে হোস্টেল থেকে চলে যায়। চিঠিতে লেখা ছিল এরকম-

হোস্টেলে থাকিস, না থাকলে মারা যাবি।

যথারীতি বর্ষা হোস্টেল এসে চিঠি পায় এবং সে বুঝতে পারে তাকে হোস্টেলে থাকতে বলা হয়েছে। না থাকলে মারা যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

তাই বর্ষা হোস্টেলে থেকে যায় এবং মারা যায়। এখানে যে বিষয়টি ভুল ছিল সেটি হলো-

এখানে হোস্টেলে থাকিস না, এরপর কমা দেওয়ার দরকার ছিল। আইশা কমা না দেওয়ায় এবং বর্ষা না বুঝে সেখানে থাকায় বর্ষা মারা যায়।

একটি কমার জন্য মানুষকে তার জীবন দিতে হলো।

যথারীতি বর্ষা হোস্টেল এসে চিঠি পায় এবং সে বুঝতে পারে তাকে হোস্টেলে থাকতে বলা হয়েছে। না থাকলে মারা যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

তাই বর্ষা হোস্টেলে থেকে যায় এবং মারা যায়। এখানে যে বিষয়টি ভুল ছিল সেটি হলো-

এখানে হোস্টেলে থাকিস না, এরপর কমা দেওয়ার দরকার ছিল। আইশা কমা না দেওয়ায় এবং বর্ষা না বুঝে সেখানে থাকায় বর্ষা মারা যায়।

একটি কমার জন্য মানুষকে তার জীবন দিতে হলো।

জামীলাতুন নাওয়ার
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : মালতি

নবনীতা সরকার স্নিগ্ধা
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : মালতি

জে.কে. রাওলিং

জে. কে. রাওলিং : কোটি মানুষের হৃদয় জয় করে নেওয়া লেখিকার গল্প।

'হ্যারি পটার' নিশ্চয়ই নাম শুনেছেন। 'হ্যারি পটার' নাম শোনেনি এমন মানুষ হয়তো পৃথিবীতে কমই আছে। কিন্তু জে. কে. রাওলিং, নিশ্চয়ই চিনতে পারলেন না। অথচ এই বিশ্ববিখ্যাত সিরিজ হ্যারি পটারের লেখিকা জে. কে. রাওলিং, যার মাধ্যমে তিনি কোটি মানুষের হৃদয় জয় করেছেন। কিন্তু তাঁর এই সফলতার গল্পটি মোটেও সহজ ছিল না। জীবনের একটা সময় পর্যন্ত তাঁকে অনেক কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। খেয়ে না খেয়ে দিন কাটাতে হয়েছে, কিন্তু তিনি হাল ছেড়ে দেননি। তাঁর জীবনের এই সংগ্রাম নিয়েই আমার এই লেখা।

জে. কে রাওলিং-এর জন্ম ৩১ জুলাই, ১৯৬৫ সালে। ইংল্যান্ডের একটি ছোট্ট শহরে। ছোটোবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে গল্প লেখার আগ্রহ ছিল এবং ছোটো বোনকে তিনি মাঝে মাঝেই গল্প লিখে শোনাতেন।

রাওলিং-এর একটি স্বপ্ন ছিল উপন্যাস লেখা। কিন্তু এই স্বপ্নটির কোনো মূল্যই তার বাবা-মার কাছে ছিল না। তাই তাঁরাই তাঁকে বাধ্য করে ডিগ্রি অর্জন করতে এবং ১৯৮৬ সালে তিনি গ্র্যাজুয়েট হন। ১৯৯০ সালে একদিন তিনি ম্যানচেস্টার থেকে লন্ডনে যাচ্ছিলেন পাতাল ট্রেনে করে। সেই ট্রেনে থাকা অবস্থাতেই তিনি চিন্তা করেছিলেন নতুন কোনো লেখা নিয়ে। আর তখনই তাঁর মাথায় আসে 'হ্যারি পটার' গল্পের ধারণা।

১৯৯৫ সালে তিনি তাঁর মাকে নিয়ে স্কটল্যান্ডে বসবাস শুরু করেন। তখনই তাঁর জীবনে শুরু হয় সবচেয়ে কষ্টের সময়। তখন তাঁর না ছিল কোনো চাকরি, না ছিল আয়ের কোনো উৎস। খেয়ে না খেয়ে দিন কাটিয়েছেন তিনি। তারপরও হাল ছেড়ে দেননি।

তার কিছুদিন পর থেকে তিনি আবার টুকটাক লেখালেখি শুরু করেন। ছোট্ট মেয়েকে ঘুম পাড়িয়েই দিনের পর দিন চালিয়ে গেছেন লেখালেখি। অবশেষে ১৯৯৫ সালে তিনি শেষ করেন হ্যারি পটার সিরিজের প্রথম বই 'হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ফিলোসফার্স স্টোন।' বইটি প্রকাশ করার জন্য প্রকাশক লাগবে। কিন্তু প্রথমে কোনো প্রকাশকই বইটি ছাপাতে রাজি হয়নি।

প্রায় একবছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর পাণ্ডুলিপি হাতে প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে মিলল প্রকাশক। প্রায় ১২ জন প্রকাশক তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার পর সাফল্যের মুখ দেখেছিল 'হ্যারি পটার'। অবশেষে ১৯৯৭ সালে এই বইটি প্রকাশ করা হয়। হ্যারি পটার, বইটি প্রথম প্রকাশের পর শিশু-কিশোরদের বইয়ের দুনিয়ায় এনেছিল অভিনব পরিবর্তন। বইটি প্রকাশের ৫ মাসের মধ্যেই জিতে নিয়েছিল সেরা শিশু সাহিত্য পুরস্কার।

এভাবেই ১৯৯৮ সালে 'হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য চেম্বার অব সিক্রেটস' ১৯৯৯ সালে 'হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য প্রিজোনার অব অ্যাজকাবান' প্রকাশিত হয়। তাঁর তিনটি বই প্রকাশের পর বইগুলো দখল করে নিয়েছিল বেস্ট সেলার তালিকার প্রথম জায়গা। সেই সাথে তিনি পরিচিতি পেয়ে যান একজন বড়ো লেখক হিসেবে। এভাবেই ২০০০ সালে 'হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য গবলেড অব ফায়ার' ২০০৩ সালে 'হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ওর্ডার অব দ্য ফিনিক্স' ২০০৫ সালে 'হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য হাফ ব্লাড প্রিন্স' এবং ২০০৭ সালে 'হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ডেথলি হ্যালোস' প্রকাশিত হয়। হ্যারি পটারের শেষ বইটি প্রকাশের ১ম দিনের মধ্যে ১১ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়।

ইতিহাসের লেখকদের মধ্যে তিনিই পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী লেখক। জে. কে. রাওলিং-এর প্রথম বইটি প্রকাশের পর তিনি বিভিন্ন বইয়ের জন্য গড়েছেন অনেক রেকর্ড, পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার। লেখার মাধ্যমে তিনি জয় করেছেন অসংখ্য মানুষের হৃদয়। সেই সাথে নিজেকে নিয়ে গেছেন অনন্য এক উচ্চতায়। আর সেজন্যই জে. কে. রাওলিং এখনো তরুণ পাঠকদের কাছে বেশ জনপ্রিয় একজন লেখিকা।

কোকো

২০২২ সালের রমজান মাস, স্কুল বন্ধ। পরিবারের সকলের সাথে ইদ উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে দেশের সবার মতোই আমিও আমার বাবা-মায়ের সাথে চাঁদপুরের গ্রামের বাড়িতে যাই।

এক সপ্তাহের এই ভ্রমণে নানান আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাই। ঠিক তখনি হঠাৎ দেখা হয়ে যায় ছোট্ট এক আশ্চর্য জিনিসের সঙ্গে। ওমা! একটা কুচকুচে কালো বিড়াল! রাস্তার এক কোণে কাঁদো কাঁদো চোখ করে বসে হেঁটে যাওয়া মানুষগুলোকে গুনছে যেন সে। আশেপাশে একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায় তার কোনো আপনজন এখানে নেই।

এতো মন খারাপ আর চোখ ভরা মায়া তার; তাকে রেখে আসতে কি আমি পারি?

আমি দৌড়ে গিয়ে মাকে বললাম, "মা, ওকে কি আমরা বাসায় নিতে পারি?"

এটা শুনে মায়ের মুখে কোনো প্রকার চিন্তা বা নিন্দার ছাপ দেখতে পেলাম না আমি। যদিও মায়ের মুখে "না" শব্দটা আশা করেছিলাম আমি।

কিন্তু মা বললো "আচ্ছা"। বুঝতে পারলাম মাও এই অবুঝ প্রাণীটির হলদে চোখের মায়ায় আচ্ছন্ন হয়েছে।

আমি দেরি না করে টুক করে তুলে নিয়ে এলাম বাড়িতে। সারা রাস্তা সে চুপচাপ। একটুও শব্দ করেনি সে। দরজার ভেতরে আনার সাথে সাথেই আমার কোল থেকে লাফ দিয়েই আমার দিকে তাকিয়ে একটা 'ম্যাঁও'। তীব্র আতঙ্ক, কৌতূহল ও বিভ্রান্তপূর্ণ সুর। কেন তুলে আনলে আমাকে?" এইটাই যেন বলতে চাচ্ছে সে।

প্রথম কয়েকদিন দুধ-মুড়ি খেয়ে কাটালেও তার আসল চেহারা দেখাতে বেশি সময় লাগলো না। ডাইনিং টেবিলে রাখা মাছ ভাজি লোক চক্ষুর আড়ালে চুরি করে খেয়ে ফেলল সে।

বিড়াল বলে কথা! অতঃপর সেদিন থেকে এক টুকরো বেশি মাছ ভাজা হয় এখন।

বেশ কিছুদিন কোনো নাম ছাড়াই ছিলো সে। খুবই দুরন্ত ও প্রফুল্ল চরিত্রের অধিকারী হওয়ায় আমার পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই তাকে "টাইগার" নামকরণ করতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু ছোটো, কালো চমচমের মতো দেখতে বলে তাকে অনেকটা চকলেটের মতো মনে হয়। এবং চকলেটের উৎস কোকো। তাই আমার ও আমার ছোট্ট খালামণির ইচ্ছায় সকলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো তার নাম কোকো।

ঢাকার ফ্ল্যাট বাড়িটি গ্রামের খোলা পরিবেশ থেকে ছোটো হলেও তার দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি এক বিন্দুমাত্র কমেনি। এখন বরং পর্দার রেলিং-এ, ফ্রিজের উপরে ও টেবিলের নিচে তার উপদ্রব। ঘুমানোর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হলো সোফা। বালিশগুলোর মধ্যে যেন মিশে যায় সে ঘুমের সময়। তার জীবনে খাওয়া ছাড়া তেমন কোনো চিন্তা নেই। কয়েকমাস কোকো নামে ডাকায় অভ্যাসও গড়ে উঠেছে তার। এই চেনা নামটি ধরে ডাকলেই বাসার যে-কোনো প্রান্ত থেকে ছুটে আসবে সে।

পোষা প্রাণীর থেকেও কদর বেশি তার। মা যেন আমাকে না দিয়ে সব ভালোবাসা ওকেই দিয়ে দিচ্ছে। তবে এতে আমার আপত্তি নেই। পরম স্নেহের পাত্র সে এখন। ছোটো-বড়ো সব অন্যায় দুষ্টুমির জন্যই ছাড় পেয়ে যায় কোকো। বিরাট এক কাচের ফুলদানি টেবিল থেকে ফেলে ভাঙার পরেও টু শব্দটি করেনি বাসার কেউ। কিন্তু কোকোর বদলে আমি ভাঙলে যে কী হতো!

কোকোর জন্য আমাদের ভালোবাসা অপরিমেয়। শীতে কম্বলের নিচে ঘুমানো থেকে শুরু করে নিজের প্লেটের মাছটা তাকে খেতে দেওয়াটাও যেন কম।

কীভাবে একটা অবুঝ প্রাণী সকলের প্রিয় হয়ে উঠতে পারে তা হয়তো আমার কাছে রহস্যই থেকে যাবে।

নুজহাত বিনতে হাসান
শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : করতোয়া

আর করবে?

ইফাত কামাল নিধি
শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : কাপ্তাই

আচ্ছা গাছ লাগানো কি খুব কঠিন কাজ? হয়তো নয়। কিন্তু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে গাছ লাগানো যে আনন্দদায়ক সেটা কিন্তু নয়। কেননা মানুষ বহু যৌক্তিক কিংবা অযৌক্তিক কারণে অনবরত গাছ কেটে চলেছে। অসময় বৃষ্টি, অতিরিক্ত বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে খরা, সাগরের পানি বৃদ্ধি, এমনকি তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণও মানুষের কার্যক্রমের প্রভাব। গবেষণায় উঠে এসেছে ১৮৮০ সাল থেকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রতি দশকে ০.১৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট (০.০৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস), তথ্যসূত্র : (No AA's temperature date, 2020 report) এই অস্বাভাবিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে থাকা তুষারস্তূপ এবং বড়ো বরফে ঢাকা হিমশৈল ধীরে ধীরে গলতে শুরু করেছে। এরই ফলস্বরূপ এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর বৃহত্তম হিমশৈল (Iceberg A-76)) অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ থেকে ১৩ মার্চ ২০২১ সালে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪,৩২০ বর্গ কি.মি. বা ১,৬৬৮ বর্গ মাইল। কেন এমনটা হয়েছে? কারণ পশ্চিম অ্যান্টার্কটিকায় বেশির ভাগ অংশ বৈশ্বিক উষ্ণতা বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে সমুদ্রের উষ্ণ তাপমাত্রার কারণে আইসবার্গগুলি দ্রুত গলে যাচ্ছে। এতো গেলো উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর বর্তমান অবস্থার কথা। বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশেই যে গ্লোবালওয়ার্মিং-এর প্রভাব পড়ছে না, তা কিন্তু নয়। মানুষের তৈরি কারখানাগুলো থেকে ক্রমাগত নিঃসরিত হওয়া ক্ষতিকারক কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস বাতাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। যার ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সর্বশেষ স্তর যাকে বলে ওজোন স্তর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই ওজোন স্তরই মানবসভ্যতা এবং প্রাণীজগৎকে হাজার হাজার বছর ধরে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে সুরক্ষা দিয়ে আসছে। এবার এই ওজোন স্তর যদি সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায় তাহলে কি হতে পারে? এই গোটা জগতের বাস্তুসংস্থান হুমকির মধ্যে পড়বে। সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে UVA এবং UVB-এর মাত্রা অধিকাংশে বৃদ্ধি পাবে যার প্রভাব সহ্য করতে না পেরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে সমস্ত প্রাণীজগৎ। বলা বাহুল্য ১৯৮৫ সালে প্রথম বারের মতো অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের উপর ওজোন স্তরে ফাটল দেখা দেয়। এই বিশাল ওজোন গর্তটি প্রায় আকারে উত্তর আমেরিকার সমান বা ৯.৬ লক্ষ বর্গমাইল (বা ২৪.৮ লক্ষ বর্গকিলোমিটার) আয়তনে পৌঁছেছে। কারখানা চলাকালীন বা শিল্পের সময় হ্যালোজনেটেড হাইড্রোকার্বনের মাত্রা দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধি পায়। যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার একটি অন্যতম কারণ। অতএব এটা তো নিশ্চিত যে, এসব কিছুর অস্বাভাবিক পরিবর্তন মানুষের কর্মকাণ্ডের ফল? বেশ, তবে এবার মূল বক্তব্যে আসা যাক। প্রশ্নগুলো বেশি বেশি গাছ লাগানোই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? মোটেও না। গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে যেমন পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা পাবে, তেমনি কারখানার জ্বালানি পোড়ানো নিয়ন্ত্রণে না আনলে বরং তার উল্টোটাই হবে। কেননা গাছের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শোষণ করার মাত্রা তুলনায় কম হলেও কারখানাগুলো থেকে নিঃসরিত হওয়া ক্ষতিকারক গ্যাসের মাত্রা বেশি। তাই গাছের পাশাপাশি শিল্পায়নও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। শিল্পখাত থেকে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন কমানোর অনেক উপায় রয়েছে; যেমন : শক্তি দক্ষতা, জ্বালানি পরিবর্তন, সম্মিলিত তাপ, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার, উপকরণের আরো দক্ষ ব্যবহার ও পুনর্ব্যবহার ইত্যাদি। গাছ নিঃসন্দেহে জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে আবশ্যক। গাছ কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অন্যান্য দূষক কণা শোষণের মাধ্যমে কার্বন সঞ্চয় করে এর বিনিময়ে বিশুদ্ধ অক্সিজেন নির্গত করে। গবেষণায় দেখা গেছে একটি সাধারণ গাছ (৬ ফুট উচ্চতার গাছ) বছরে প্রায় ২১ কিলোগ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করতে সক্ষম। ১০০ বছরের জীবদ্দশায় একটি গাছ প্রতি মাসে প্রায় ১ টন এবং বছরে ১২ টন কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শোষণ করার ক্ষমতা রাখে। আমাজন রেইনফরেস্ট যার আয়তন প্রায় ৬,১১৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার, এই বিশাল রেইনফরেস্ট যার আয়তন প্রায় ৬,১১৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার প্রতিবছর প্রায় ২.৪ শতকোটি মেট্রিক টন কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) শোষণ করে। যা গোটা পৃথিবীর ২০% শতাংশ অক্সিজেনের চাহিদা মেটায়। বলা বাহুল্য একটি গাছ যখন কেটে ফেলা হয় তখন সেই গাছটির জীবনকালে যতটুকু কার্বন শোষণ করেছে তা পুনরায় বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। সুতরাং বড়ো কোনো গাছ কাটার আগে দু'বার ভাবতে হবে। বর্তমানে এই উন্নত যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে হলে এবং পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বাঁচাতে বহুতল ভবন নির্মাণের পাশাপাশি গাছ লাগাতে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। সবাইকে গাছ রোপণে উৎসাহ দিতে হবে। কেননা গাছ যদি না থাকে মানব সভ্যতার এত ইতিহাসের অস্তিত্ব থাকবে কি করে? এখনো যদি মানুষ সচেতন না হয় তাহলে আর কবে.....?

নিশাত জাহান জুঁই
শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : কাপ্তাই

সপ্তসুরের অবদান

সময়টা ২০১৬ সাল। আমি ক্লাস ওয়ান-এ পড়ি। শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজে আমার প্রথম বর্ষ। খুব খুশি হয়েছিলাম এই স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছি বলে। বছরের মাঝামাঝি সময়, টিচার আমাকে বলল, "ম্যাগাজিনের জন্য কবিতা, ড্রইং, গল্প, ধাঁধা, কৌতুক যারা দিতে চাও তারা আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যে আমাকে জমা দিবে।" অনেকে জমা দিল কিন্তু আমি কিছু দেইনি। কয়েক সপ্তাহ পর টিচার আবার বলল, আগামীকাল তোমাদের ম্যাগাজিনের জন্য ছবি তোলা হবে। সবাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে দুই বেনি, দুই ঝুঁটি করে আসবে। আমরা সবাই টিচারের কথামতো কাজ করলাম এবং সবার ছবি তোলা হলো। তার কয়েক মাস পর ম্যাগাজিন মানে "সপ্তসুর" দেওয়া হলো। অবাক করা বিষয় এই যে, আমি সপ্তসুর পড়ার জন্য এতটাই উত্তেজিত ছিলাম যে মাত্র ১ সপ্তাহের মধ্যে সপ্তসুরের সব কবিতা, গল্প পড়া শেষ। সপ্তসুরে যে জিনিসটা পড়তে এখনো খুব ভালো লাগে তা হচ্ছে স্যারের লেখা ও জানা-অজানা।

এই সপ্তসুরের মধ্যে দিয়ে শুরু হলো বই পড়া। ২য় শ্রেণির পড়া থেকে আমি পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি বই পড়া শুরু করলাম। বই পড়ার মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু জেনেছি। অনেক কিছু শিখেছি। স্কুলের যে বাকি সময়টা পড়ে থাকত সে সময় আমি লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়তাম। এখন আমার বই পড়া শখের মধ্যে একটা। আমার এই বই পড়ার সবচেয়ে বড়ো অবদান ছিল সপ্তসুরের। সপ্তসুর শুধু একটা ম্যাগাজিন নয়, বরং বিশাল-বড়ো প্রতিভা ও জ্ঞানের ভান্ডার। সপ্তসুর থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছি। যা বলে বোঝানো যাবে না। প্রতিবছর অধিক আগ্রহে বসে থাকি এই সপ্তসুরের জন্য। পরিশেষে এইটুকুই বলতে চাই, এই "সপ্তসু:" আমাকে বই পড়তে অনুপ্রাণিত করেছে। এই সপ্তসুর না থাকলে জানতাম না বই পড়ার মজা কী? তাই এই সপ্তসুরকে অনেক ধন্যবাদ। আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যারা এই সপ্তসুরের জন্য কষ্ট করেছেন এবং লিখেছিল তাদের অনেক ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করছি।

ঈষিকা আহসান
শ্রেণি : নবম, শাখা : রজনিগন্ধা

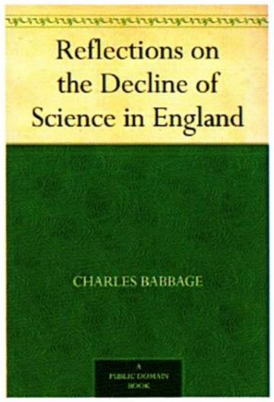

অ্যাডা লাভলেস

নিজ মেধা, প্রতিভা এবং মনোবল দিয়ে ইতিহাসে বরণীয় হয়ে আছেন, এমন এক নারী হলেন অ্যাডা লাভলেস। ১০ ডিসেম্বর ১৮১৫ সালে লন্ডনে কবি লর্ড বায়রনের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন অ্যাডা লাভলেস। কবি বায়রন তাঁর সৎ বোনের নাম অনুসারে একমাত্র কন্যার নাম রাখেন অ্যাডা অগাস্টা কিং, তবে সংক্ষেপে সবাই অ্যাডা লাভলেস নামেই জানতেন। জরায়ুর ক্যান্সার এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে ১৮৫২ সালের ২৭ নভেম্বর, মাত্র ৩৬ বছর বয়সে অ্যাডা লাভলেস মৃত্যুবরণ করেন।

ছোটো থেকেই অ্যাডা কিছুটা অসুস্থতায় ভুগছিলেন, প্রচণ্ড মাথাব্যথা এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা হতো। ১৮২৪ সালে তাঁর বাবা মার যান। ১৮২৯ সাল থেকে তিনি হাম এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ততায় ভুগছিলেন। কিন্তু ক্র্যাচে ভর দিয়ে হলেও শিল্প চালিয়ে গিয়েছেন। ১৮৩২-এ যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৭ বছর, তখন তাঁর বিশেষ গাণিতিক প্রতিভার স্ফূরণ ঘটে। ছোটোবেলা থেকেই তাঁর মা তাকে গণিতে দক্ষ করে তুলতে চাইতেন।

বাসায় গৃহশিক্ষকেরা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে শিক্ষা দিতেন। গণিতজ্ঞ ও যুক্তিবিদ ডি-মরগ্যান তাঁর শিক্ষক ছিলেন। স্যার চার্লস ডিকেন্স, স্যার চার্লস হুইটস্টোন এবং বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডের সাথেও তাঁর জানাশোনা ছিল। ১৮৩৩ সালের ৫ জুন তাঁর সাথে পরিচয় হলে তিনি বিশ্ববিখ্যাত স্যার চার্লস ব্যাবেজের এনালিটিক্যাল ইঞ্জিনকে কাজে লাগানোর 'প্রোগ্রামিং" এর ধারণা দেন। ১৮৪২ সালে ব্যাবেজ তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ইঞ্জিন সম্পর্কে ধারণা দেন। অ্যাডা তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করেন।

স্যার চার্লস উইলিয়াম ব্যাবেজ যখন তাঁর ডিফারেন্স মিশন বা এনালিটিক্যাল ইঞ্জিন নামক কম্পিউটার আবিষ্কারের নেশায় মত্ত, তখন অ্যাডা তাঁর গণিতবিষয়ক বিশ্লেষণী ক্ষমতার দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন এই কম্পিউটারগুলো নাম্বার ক্রাঞ্চিং-এর অমিত সম্ভাবনা সম্পর্কে। চার্লস ব্যাবেজ তাই লিখে গেছেন তার Decline of Science in England এই বইয়ে। আর এমন একটা সময়ে এই অসামান্য যে নারী চার্লস ব্যাবেজকে যেসব সম্ভাবনার কথা জানান তা তাঁর কাজকে আরও বেগমান করেছিল। অ্যাডা লাভলেসকে এখন বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার ধরা হয়।

গাছ ও আগাছা

তাসনিয়া নাজমুল
শ্রেণি : নবম, শাখা : হাসনাহেনা

"মা! মা! দেখো বরফ পড়ছে!'

সকালে ট্রেনে বসে আছি। বসে বসে ট্রেনের যাত্রীদের চোখ দেখে মনের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছি। কবি-সাহিত্যিকরা বলেছেন, 'চোখ মনের আয়না'। তবে এখন পর্যন্ত কারো মনের অবস্থা বুঝতে পারলাম না। মানবজাতির সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতা মন পড়তে পারে এমন কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করতে না পারা।

এমন সময়ে ছোটো মেয়েটার কথা শুনে অন্যান্য সবার মতো আমারও চোখ চলে গেল ট্রেনের জানালায়। দেখলাম, ঠিকই বাহিরের বাতাসে তুষারপাত হচ্ছে।

কিন্তু এখন তুষারপাত হবে কেন? শীতকালতো শেষ, বাহিরে সোনালি রোদ। এই অঞ্চলে কখনোই বরফ পড়ে না। ট্রেনের লোকজন এই অকালে তুষারপাত নিয়ে তর্কবিতর্ক শুরু করল। আমি ট্রেনের জানালা খুললাম। জানালায় লেগে থাকা এক তুষারকণা হাত দিয়ে ধরে ভেতরে নিয়ে আসলাম। ভাবলাম হাত খুলেই দেখব বরফ গলে পানি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু একি! এটা আমার হাতের তালুতেই আছে। এবং এটি মোটেও পানির মতো নয়, নরম। হঠাৎ আমার নাক জ্বলা শুরু করল।

"হাঁচ্ছছউউউউ!"

"এটা তুলা।" যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম। যাত্রীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। একজন বয়স্ক লোক বলল, "মুকুলনগর শহরের স্টেশনের সামনেইতো ঐ শিমুল গাছটা আছে। তা থেকে তুলা উড়ছে, বোধ হয় কেউ এবার তুলা পেরে ফেলেনি।"

আরেকজন বলল, "আজকে গাছটা ওরা সরিয়ে ফেলবে শুনলাম। কর্তৃপক্ষ বলেছে ওটার কোনো প্রয়োজন নেই।

উপস্থিত যাত্রীরাও মাথা দুলাল। আসলেই প্রয়োজন নেই। এখনতো কারখানায় তুলা তৈরি হয়। অযথা ফুল আর তুলা পরিষ্কার করতে হচ্ছে। একটা গাছ যখন কারো প্রয়োজন হয় না তখন সেটি আর গাছ নয়, আগাছা।

ট্রেনটা আস্তে আস্তে থেমে গেল। এক স্পষ্ট কণ্ঠ বলল "মুকুলনগর স্টেশন।" আমি উঠে দাঁড়ালাম। ছোটো মেয়েটির হাতে তুলাটা দিয়ে আমি নেমে গেলাম।

তুলাটা পেয়ে আমার মনে হয়েছে গাছটা তুলা দিয়ে আমাকে ডাকছে তাকে দেখে যাওয়ার জন্য। মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ শেষবার তার প্রিয়জনকে দেখতে চাওয়া ইচ্ছার মতো। তাকে না দেখে আমি কি যেতে পারি?

স্টেশন থেকে বের হলাম। আশে-পাশের মানুষ তীরের মতো ছুটছে। না তীর নয়, ট্রেনের মতো ছুটছে। এখন একজনকে যদি জিজ্ঞেস করি–গাছটার নাম যেন কী? হ্যাঁ, শিমুল। 'ভাই' শিমুল গাছটা কোথায় জানেন?" তখন তার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হবে তা খুব জানতে ইচ্ছা করছে।

আমি জিজ্ঞাসা করতে যাব তখনি তাকে দেখতে পেলাম। খানিকটা দূরে ফুটপাতের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। কোনো সবুজের ছোঁয়া নেই, শুধু নীল আকাশে লাল-লাল ফুল। অদ্ভুত রং তো! এই সাথে কোমল আর বিদ্রোহী, আগুন আর বসন্ত, সূচনা আর লোহিত। শিমুল গাছের তুলাগুলো বাতাসে ভেসে আকাশের মেঘের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে। কিছুক্ষণ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে গাছটার সৌন্দর্যে অবাক হলাম। তারপর এগিয়ে গেলাম। গাছটির নিচে ছোটোখাটো একটি ভিড়। সবাই দাঁড়িয়ে অফিসিয়ালদের কাজ দেখছে। কিছু মানুষ ফিসফিস করছে আমার পাশে। অফিসিয়ালদের কি কখনো মনে হয় না, এই সুন্দর গাছটি না কেটে রেখে দেই? অবশ্য কর্তৃপক্ষের আদেশ, তারা মানতে বাধ্য। বিনা অনুমতিতে কর্তৃপক্ষ কাউকে গাছ লাগাতে দেয় না। লাগালে শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

ফুলে রাস্তা ভরে গিয়েছে। তবে প্রায় সবগুলো পায়ে মাড়ানো।

অফিসিয়ালরা বিষাক্ত দ্রবণটি গাছের ভেতরে প্রবেশ করাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছটার আগেই পাতা ছিল না, ফুলগুলো শুকিয়ে পরে গেল। সাথে তুলাগুলোও। আশেপাশের মানুষ চলে যেতে শুরু করেছে, ভিড় কমে যাচ্ছে। আমি খালি গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। সদ্য পরিচিত গাছের মৃত্যুতে শোক করব কিনা বুঝতে পারছি না। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। পিছনে ফিরে হাঁটতে যাব তখনি দেখি পায়ের সামনে ওটা। একটা ফল ফেটে ভেতর থেকে সাদা সাদা মেঘ বের হচ্ছে।

আশেপাশে তাকালাম। মানুষরা সবাই চলে গিয়েছে।

অফিসিয়ালরা অন্য আরেকটা গাছে বিষাক্ত দ্রবণটা দিতে ব্যস্ত।

আমি শিমুল তুলাটা তুলে নিয়ে পকেটে ঢুকালাম। আশেপাশে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম। না, কেউ দেখেনি।

আমি আবার স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। অন্যদের মনের মতো আমার মনের অবস্থাও আমি এখন বুঝতে পারছি না। কারণ সেখানে এক অনুভূতির উৎপত্তি হয়েছে, যার নাম নেই, তবে রং আছে। আশ্চর্য, অনুভূতি কি কখনো লাল রঙের হয়?

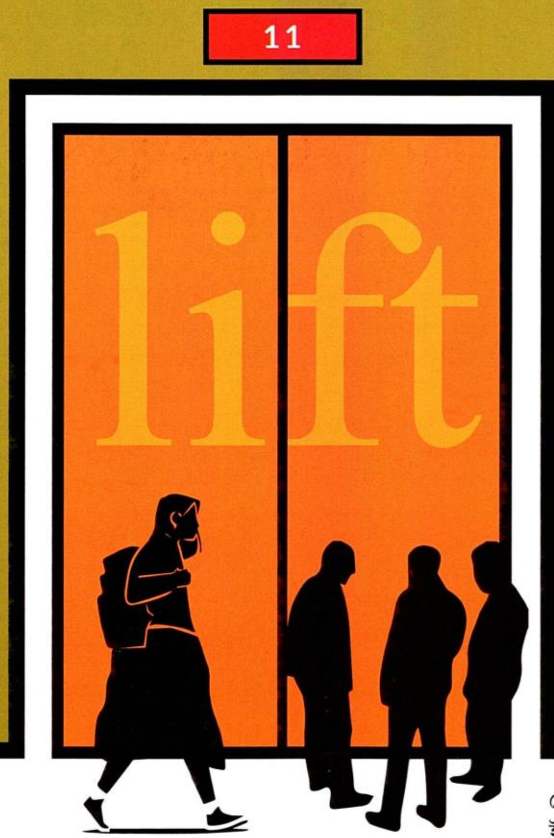

রিফা তাসনিয়া সানজানা
শ্রেণি : নবম, শাখা : বুড়িগঙ্গা

অদ্ভুত অভিজ্ঞতা

জানালা থেকে প্রখর রোদের ছটা এসে রসফির মুখের ওপর পড়েছে। সকাল হয়ে গিয়েছে তবুও রসফির বিছানা ছাড়তে মন চাচ্ছে না, তার কাছে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেই তো ফজরের নামাজ পড়ে শুইলো সে!

কিছুই করার নেই কেননা উঠতেই হবে তাকে...স্কুল আছে যে!

শান্তশিষ্ট ধরনের হাসিখুশি মেয়ে রসফি। যতোই সে বড়ো হচ্ছে, দিন দিন সে আরো বুদ্ধিমতী ও সুন্দর হয়ে উঠছে। নবম শ্রেণিতে পড়ছে সে এই বছর...স্কুল করতে তার বেশ ভালোই লাগে, সে পড়াশোনাতেও বেশ ভালো তবে পরীক্ষা তার খুব একটা ভালো লাগে না।

সারাদিন নানান ধরনের চিন্তাভাবনা হেসে-খেলে বেড়ায় তার মনে, এর মাঝে কিছু আছে ক্রিয়েটিভ আবার কিছু আছে অদ্ভুত ধরনের, তবে এইগুলো চিন্তা করতে তার ভালোই লাগে! তার অনেক শখ, তার সাথে কিছু অদ্ভুত অভিজ্ঞতা বা রহস্যময় কিছু ঘটুক তবে আসলে এমন কিছু হয়ে ওঠে না!

প্রতিদিনের মতো আজও সে স্কুলের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে এবং স্কুলে যেতে একটু দেরি হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই সে তার ক্লাসগুলো করে। প্রথমে তার স্কুলেই কোচিং শেষ করে বান্ধবীদের সাথে জোহরের নামাজ আদায় করে সে এবং ক্লাসে আসে, প্রথম ক্লাস ইংরেজি এবং তার ক্লাসটিচার-এ ক্লাস। এই টিচারটি তার One of the most পছন্দের টিচার। এরপর তার Biology ক্লাস থাকে যেইটা করতে তার অনেক বেশি ভালো লাগে কেননা এটি তার পছন্দের বিষয়গুলোর একটি। এরপর অন্যান্য ক্লাসগুলো হয় ও মাঝে টিফিন টাইম থাকে যখন রসফি তার বান্ধবীদের সাথে আড্ডা দিতে দিতে টিফিন করে এবং তার অতি প্রিয় চা খায়। টিফিন খাওয়া শেষ করে তার বান্ধবীদের সাথে গল্প করতে থাকে। এই সময়টা তার অনেক প্রিয় একটি সময়! এরপর বাকি ক্লাসগুলোও সে করে এবং শেষ ক্লাস ছিল বাংলা ও পরে অঙ্ক, এই দুটি ক্লাস ও টিচার তার অনেক পছন্দের। যাই হোক সবকিছুই সে সুন্দরমতো শেষ করলো।

সারাদিনটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এরই মাঝে রসফি তার বান্ধবীদের সাথে আসরের নামাজ আদায় করার পর একাকী বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। আজকে সে প্রথম সম্পূর্ণ পথ একা যাবে! এর আগে সে অর্ধেক রাস্তা একা এসেছে তবে পুরোটা না, তার মা হঠাৎ অসুস্থ হওয়াতে সে একা যাচ্ছে, তাই আজই প্রথম! তার আম্মুর সাথে যেতে অনেক বেশি ভালো লাগে এবং বান্ধবীদের সাথেও তবে একা যাওয়ার একটা অন্যরকম মজা আছে বলে সে মনে করে। তাই আজ সে ইচ্ছে করেই তার বান্ধবীদের জানায়নি।

সে একা হেঁটে চলেছে...চারিদিকে নানান ধরনের মানুষ। সে কচুখেত

পর্যন্ত হেঁটে যাবে ও এরপর রিকশা এবং সে ইচ্ছে করেই হাঁটার পথটাকে দীর্ঘ করতে চাচ্ছে কেননা তার ভালো লাগছে! একা একা হাঁটা এবং নানান ধরনের চিন্তাভাবনা...অসাধারণ অনুভূতি এবং চিন্তাভাবনার আদর্শ সময়। সে ভাবে এতো বিশাল আকাশ তবে তার মাঝেও রয়েছে শূন্যতা। যেমনটা ঠিক রয়েছে তার নিজের মাঝে। অনেক কিছু ভাবতে থাকে সে এবং ভাবতে, মনের সাগরে ঘুরে বেড়াতে তার ভালো লাগে তাই সে ভাবতে থাকে ও এরই মাঝে কচুখেত পৌছে যায়। রিকশা নিয়ে সে আবার যাত্রা শুরু করে...রিকশাতে চড়তে তার অনেক ভালো লাগে, গাড়ি তার একদম পছন্দ না! যদিও তাকে সাধারণত তাদের গাড়িতেই যাতায়াত করতে হয়।

রসফিদের বাসায় যেতে প্রথমে একটি মেইন গেট দিয়ে ঢুকতে হয়। এই গেটটি একটু বড়ো ধরনের এবং এর ভিতরে অনেকগুলো বিল্ডিং এবং আরো কিছু...কিছুটা একটা ছোটো শহরের মতো। সবচেয়ে শেষের বিল্ডিংটা রসফিদের। রসফি তাদের বাসার কিছুটা আগেই রিকশা থেকে নেমে গেলো যাতে আরেকটু একা হাঁটবে ভেবে। এরপর সে তার বাসার গেট দিয়ে ঢুকে lift-এর কাছে চলে এলো এবং উপরে যাওয়ার জন্য lift call করলো। liftটা 13 ফ্লোর থেকে নামছে এবং অনেক সময় নিচ্ছে যেই বিষয়টা রসফির একটুও পছন্দ না।

lift নামছে ধীর গতিতে এবং হঠাৎ রসফির অনেক মাথা ধরলো অর্থাৎ ব্যথা শুরু হলো। এমনটা মাঝে মধ্যেই হয়! তাই সে ভাবলো ১ সেকেন্ড-এর জন্য চোখটা বন্ধ করবে যাতে মাথাটাকে শান্ত করতে পারে এবং সে তাই করলো। এবং চোখ খুলে পরক্ষণেই দেখলো lift চলে এসেছে, কি আশ্চর্য! এখনি না 11 ফ্লোর-এ ছিল! যাই হোক। এবং সে লক্ষ করলো তিনটা লোক তার পাশে দাঁড়িয়েছে কিছুটা ঘিরে, lift-এ উঠবে বলে।

রসফি চাচ্ছিলো না লোকগুলি তার সাথে উঠুক। তাই সে তাদের পরে উঠতে বলে দিলো কিন্তু তারা শুনতে চাইলো না এবং প্রায় জোরপূর্বক lift-এ উঠতে চাইলে রসফি নিজেই নেমে গেলো এবং lift ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠার চিন্তা করলো এবং সেই দিকেই অগ্রসর হলো। লোকগুলোকে নিয়ে সে ভাবলো এবং তার কাছে মনে হচ্ছিলো তাদের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে, সে ভেবেছিল একবার যে দারোয়ানদের বলবে তবে কোনো লাভ হবে না কেননা ঢোকার সময়েই সে দেখেছে গেটের দারোয়ান নেই...এই সুযোগে যে কেউ ঢুকে আসতেই পারে বাইরের। ইতোমধ্যেই সে এক ফ্লোর উপরে উঠে গিয়েছে এবং কি মনে করে নিচে তাকাতে যেয়ে দেখলো ঐ তিনটা লোকের একজন উপরে দৌড়ে আসার চেষ্টা করছে এবং তার দিকেই তাকাচ্ছে। এই দৃশ্য লক্ষ করে রসফি কয়েক সেকেন্ডের জন্যে থমকে দাঁড়ালো এবং পরে দ্রুত পায়ে উপরে উঠা শুরু করলো। তার বাসা 8^{th} ফ্লোর-এ এবং সে দেখলো সে যতো দ্রুত যাচ্ছে ঐ লোকও ততোই দ্রুত আসছে, এরপর সে বুদ্ধি করে 4^{th} floor-এ আসার পর সিঁড়ি দরজা ভিতর থেকে চাপিয়ে দিয়ে Emergency দিয়ে উঠতে শুরু করলো এবং এরই মধ্যে সে লক্ষ করলো যে, বাকি ২ জন লোক lift দিয়ে যাচ্ছে প্রত্যেক ফ্লোর-এ থামতে থামতে এবং খুঁজছে। রসফির আর বুঝতে বাকি ছিল না যে তারা ওকেই খুঁজছে! উঠতে উঠতে রসফি যখন তার বাসার ফ্লোর-এ তখন সেই সিঁড়িতে ধাওয়া করা লোকটাকে আবারও দেখতে পেলো একদম তার অনেকটা কাছে! এমতাবস্থায় সে কোনোভাবেই বাসায় যেতে পারবে না ও চিৎকার করলেও কেউ শুনবে না। সে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে দ্রুত পায়ে আবারো উঠা শুরু করলো। তার কাছে মনে হলো সে কিছুই দেখছে না...চারিদিক অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, সিঁড়ি যেনো শেষই হতে চাইছে না! সে হঠাৎ উপলব্ধি করলো উপরে তাকিয়ে যে এখনো অসংখ্য সিঁড়ি তার দিকে চেয়ে আছে! এটা কোনোক্রমেই সম্ভব না, কেননা বিল্ডিং 13 তলা এবং সে 13 তলা ইতোমধ্যেই অতিক্রম করেছে। সে সিঁড়ি গেট খুলে ফ্লোর পাচ্ছে না...সে আরো উঠলো, ভাবলো এখানে ছাদ তবে গেট খুলে সে ছাদ পাচ্ছে না! চারিদিকে শূন্যতা...সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? নাকি তার হেলুসিনেশন হচ্ছে? রসফি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না, কি হচ্ছে তার সাথে! এইবার সেই তিনটা লোক একই সাথে! রসফি দীর্ঘশ্বাসে প্রায় দৌড়ানোর মতো করে দ্রুতবেগে উপরে উঠতে লাগলো। চারিদিক ঠাঠা করছে। সে অবশেষে একটা ফ্লোর-এ গেট পেলো যা খুলে গেলো তবে তা একদমই অন্ধকার, কিছুই ভালো দেখা যাচ্ছে না। আর সেই তিনটা লোক তার অতি নিকটে। সে ভাবলো যা হয় হোক, সে কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না। ওই লোকগুলো তাকে ধরে ফেলার আগেই দীর্ঘশ্বাসে দৌড়ানো শুরু করলো এবং তার মাথার ব্যথা যেনো চরমে উঠলো! সে ভাবলো সব হয়তো তার ভ্রান্তি কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব? সে দীর্ঘশ্বাসে ছুটতেই থাকলো, পিছে এখনো সেই তিনটি লোক দৌড়াচ্ছে তবে সামনে আর পথ নেই! সে তাও থামলো না কেননা এখন থামা সম্ভব না! এই মুহূর্তে তার অনেক কিছুই মনে পড়ছে। পাশে একটি পিলার দেখে তা ধরার চেষ্টা করলো সে তবে পারলো না বরং কিছু সিমেন্ট ধসে তার হাতে চলে এলো এবং সে চোখ বন্ধ করে পিছে সরে যেতে গিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার দিলো এবং সাথে সাথেই...চারিদিক অন্ধকার। রসফি চোখ খুলল। সে চমকে উঠলো! সে এখনো lift-এর সামনে। lift এখনো 11 ফ্লোর থেকে নামছে। তার মাথা ব্যথা কমেছে তবে ভার হয়ে আছে। সে অপেক্ষা করলো এবং আশেপাশে কেউ নেই। সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না ঐসব কি ছিল! তাহলে কী সে ঐসব ভাবছিল নাকি তা স্বপ্ন তবে তা কীভাবে সম্ভব? তার এখানে দাঁড়ানো 5 মিনিটও হয়নি! এসব কি ছিল! সে ভাবলো এগুলো হয়তো তার মনেরই ভুল। lift চলে এসেছে। সে উঠে পড়লো এবং 7^{th} ফ্লোর call করতে যেয়ে লক্ষ করল, তার হাতে সেই পিলার থেকে খসে যাওয়া সিমেন্ট! এবং সে আবারোও চমকে উঠলো!

বাসায় সে এই কথা কাউকে বলল না। বলে দিলেও কেউ বিশ্বাস করত না। তবে সে সেই খসা সিমেন্ট যত্ন করে রেখে দিলো।

এরপর অনেকদিন কেটে যায় রসফির। সে আজও সেই রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি। তবে তার শখ পূরণ হয়েছে সেই বিষয় নিয়ে সে অবশ্য বেশ খুশি!

সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করাও হয়তো ঠিক না! কিছু রহস্য, রহস্যই থাকতে দিতে হয়।

প্রকৃতিকে চেনা

আফরা আনিকা মাহ্মুদ
শ্রেণি : দশম, শাখা : রাধাচূড়া

ঘুরতে তো আমাদের সবারই ভালো লাগে, তাই না? আমরা এমন অনেকেই আছি যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান ঘুরেছি। কিন্তু কথা হলো আমরা যখন এ স্থানগুলোতে ঘুরেছি, তখন কী আমরা এদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আসলেই উপভোগ করতে পেরেছি? আমরা অনেকেই বলব যে, "হ্যাঁ, অবশ্যই উপভোগ করেছি।" কিন্তু আসল উত্তর হলো "না"। যখনই আমরা বাহিরে কোথাও যাই, সবার আগে আমরা খুঁজি সেখানকার Wifi Password কিংবা দেখে নেই সেখানে Network আসছে কিনা। কিন্তু তোমরা নতুন কোনো জায়গায় গিয়ে সেখানকার আকাশ খেয়াল করেছ কী? আমরা ঢাকায় নিজের বাসার বারান্দায় বসে যে আকাশটা দেখি এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপ এ দাঁড়িয়ে যে আকাশটা দেখি তাতে কিন্তু অনেক পার্থক্য। কথাটা আজব শুনালেও সত্যি। ঢাকায় বসে আমরা গাড়ি, কলকারখানার কালো ধোঁয়ায় এবং ধুলোবালিতে আচ্ছন্ন ধূসর নীল আকাশ দেখি। তবে সেন্টমার্টিন দ্বীপে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখলে মনে হয় সে আকাশ যেন পানির সাথে মিশে গিয়েছে। তার কোনো শেষ নেই। একবার সেই নীল আকাশের দিকে তাকালে তার থেকে চোখ সরানো যায় না। আমাদের মধ্যে অনেকেরই রাতের আকাশে তারা দেখার শখ আছে। ঢাকায় বসে আমরা আকাশে কখনোই ঠিক মতো তারা দেখতে পারি না। দেখতে পারলেও সর্বোচ্চ তিনটি কিংবা চারটি। এই না দেখার কারণ হলো আলো। আমরা আমাদের চারপাশে অনেক আলো দেখি। এই আলো এমন স্তর তৈরি করে যা পার হয়ে আমরা আকাশের আসল রূপ দেখতে পাই না। বাংলাদেশের বিভিন্ন পাহাড়ি জনশূন্য জায়গাগুলোতে যেখানে মানুষ খুব একটা বেশি থাকে না, সেখানের আকাশ আমাদের প্রতিদিনের দেখা আকাশ থেকে অনেক আলাদা। সেখানকার আকাশ থাকে পরিষ্কার এবং সুন্দর। এরকম জায়গাগুলোতে রাতের আকাশের আসল রূপ দেখা যায়। কখনো কোনো গাছের পাতার রঙের দিকে খেয়াল করেছ? এখন সবাই বলবে গাছের পাতার রঙের দিকে খেয়াল করেছ? এখন তোমার জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখ। রোদের আলোতে সবগুলো গাছের পাতার রং কী একই লাগছে? প্রত্যেকটি গাছের পাতার রং আলাদা আলাদা। কোনোটি হয়ত বা খুব গাঢ় আবার কোনোটি হয়ত বা খুব হালকা। আমাদের চোখের এই দেখাটি আমরা কখনোই রংতুলির মাধ্যমে তুলতে পারি না।

সৃষ্টিকর্তা এই পৃথিবীকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যেন আমাদের চারপাশে সবকিছু বিশাল একটি ছবি। এই ছবিতে কোনো কিছু একটির জায়গায় আরেকটি থাকলে সেই ছবি আর দেখতে ভালো লাগবে না। সৃষ্টিকর্তা আমাদের চারপাশ সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন। আমরাই তার আসল সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারি না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে না পারার আরেকটি বিশাল কারণ হলো মানুষের অলসতা। গ্রাম-বাংলায় দুপুরে যখন খেত থেকে কাজ করে কৃষকেরা এবং সারাদিন কাজ করে গৃহিণীরা ভাত খেয়ে ঘুমাতে যায়, তখন চারপাশ সব স্থির থাকে। প্রকৃতি তখন যেন নিজের নতুন এক রূপ ধারণ করে। সে সময় সূর্যের আলোয় গাছের নিচে ছায়ায় বসে থাকার মজা শুধু আসল প্রকৃতি প্রেমিরাই নিয়েছে। তখন গাছের পাতা বাতাসে নড়ে এবং তার ছায়া নিজের সাথে খেলতে থাকে। কাঠবিড়ালিরা এসে রোদ পোহায়। মাছরাঙা গাছের ডালে বসে পানিতে নিজের শিকার খোঁজে। রাস্তার পাশের কুকুরটা খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে থাকে। এটি একটি অপূর্ব দৃশ্য। রাত্রে পূর্ণিমার আলোতে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়ানোর মজা নিয়েছ কী? আমাদের মধ্যে কিছু সৌভাগ্যবান মানুষেরাই এই অপূর্ব দৃশ্যটি দেখেছি। বাকিরা শুধু সারাজীবন আলসেমিতে ঘরেই বসে থাকল। তবে অনেকের মনেই এই মুহূর্তে একটি মাত্র কথা ঘুরছে। কথাটি হলো– এই অপরিচ্ছন্ন বাংলাদেশে ঘুরার মতো জায়গা কই? তোমাদেরকে একটা কথা মনে করিয়ে দেই। আমাদের চারপাশ ময়লা করতে তোমারও একটি অবদান রয়েছে। একবার ভেবে দেখ, তোমরা কোনো সময়ে বাইরে ঘুরতে গিয়ে কোনো জায়গায় টিস্যু বা চিপসের প্যাকেট ফেলে বলেছিলে, "আমি একা ফেললে কি আর পরিবেশ ময়লা হবে?" এখন ভাব, এই একই কথা কতগুলো মানুষের মাথায় এসেছে এবং তারাও সেই একই কাজ করেছে। আমাদের পরিবেশকে পরিষ্কার ও সুন্দর রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। প্রকৃতিকে চিনতে হলে আমাদের আগে সেই প্রকৃতির সাথে নিজেকে মানাতে হবে। এমন অনেক মানুষ আছেন, যারা প্রকৃতিতে নিজেকে খুঁজে পান প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। প্রকৃতির প্রেমে পাগল এই মানুষগুলোই জীবনের আসল মর্যাদা বুঝতে পারেন এবং জীবনকে উপভোগ করতে পারেন।

ফাইরুজ খায়ের লামিসা
শ্রেণি : দশম, শাখা : রাধাচূড়া

Love yourself, speak yourself and be yourself.

ট্রমা বন্ডিং

ট্রমা বন্ডিং (Trauma Bonding) বা মানসিক আঘাতপূর্ণ বন্ধন। বন্ধন শুনতেই তোমরা হয়তোবা মনে করবে এটি মনে হয় সম্পর্কের কোনো কথা। ঠিকই বুঝতে পেরেছ। বন্ধন বলতে যে-কোনো ধরনের বন্ধন হতে পারে। যেমন : বাবা-মার সাথে ছেলে-মেয়ের সম্পর্ক, ভাই-বোনের সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, কোনো মানুষের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক। কিন্তু এই ট্রমা বন্ডিং বিষয়টি নিয়ে কথা বলাটা ঠিক হবে কিনা সে বিষয়ে আমি এখনও অনিশ্চিত। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে বলতে চাওয়ার কারণ হলো এখনকার সময় আমরা অনেকেই এই পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে থাকি। কিন্তু এই বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান না থাকায় আর এই বিষয়টির নাম না জানায় আমরা ট্রমা বন্ডিংটিকে Depression or Anxiety বা মানসিক বিষণ্ণতা বা উদ্বেগ বলে মনে করে থাকি। কিন্তু আসলে ট্রমা বন্ডিং এই মানসিক সমস্যাটির সাথে Depression or Anxiety-এর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা না থাকলেও অনেকটা নির্ভরশীল। তো এখন প্রশ্ন হলো ট্রমা বন্ডিংটা কী? এটি কীভাবে হয়? মনোবিজ্ঞানীদের মতে, ট্রমা বন্ডিং (Trauma Bonding) বলতে মূলত একটি মানসিক অবস্থাকে বোঝায়। যখন আমরা একটা মানুষের সাথে বিভিন্নভাবে Attach থাকি সে মানুষটা আমাদের জীবনে দুঃখ ও কষ্ট দুটোই অনুভব করায় (Ups and down both feelings)।

কিন্তু আমরা সে মানুষটাকে ছাড়তে পারি না বা ছাড়তে চাই না। আপাতদৃষ্টিতে এই ট্রমা বন্ডিংটাকে আমরা True love মনে করে বসে থাকি। কিন্তু এটি মোটেও True love নয়। এই সমস্যাটি বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও আবেগপ্রবণ কোনো সম্পর্কেও হয়ে থাকে। ট্রমা বন্ডিংয়ের সমস্যাটি বেশির ভাগ সময় আমরা যে মানুষটার সাথে আবেগপ্রবণ সম্পর্কে জড়িয়ে থাকি তাদের মধ্যেই ঘটে থাকে। ট্রমা বন্ডিং মানসিক অবস্থাটা একটা মানুষের শৈশব বা Childhood-এর উপরে নির্ভর করে।

যদি কোনো ব্যক্তি শৈশবে বাবা-মা'র আদর-স্নেহ কম পেয়ে থাকে, বাবা-মা'র দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তি বড়ো হয়ে তার জীবনের কোনো সময় এই ট্রমা বন্ডিংয়ের শিকার হয়ে থাকে। আর এই ট্রমা বন্ডিংয়ে যে ব্যক্তি ট্রমা বন্ডিংয়ের অবস্থাটা তৈরি করে, তারা মূলত Gaslight নামে পরিচিত। Gaslighter হলো নিজের ইচ্ছায় অন্য মানুষকে পরিচালনা করা। Gaslighter ব্যক্তিরা ট্রমা বন্ডিং পরিস্থিতি তৈরি করে রাখে। ট্রমা বন্ডিং-এর শিকার ব্যক্তিরা একসময় নিজেদেরকে দোষী মনে করে, নিজেদেরকে অসহায় (Gaslighter) মনে করে। তো এসব পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য আমরা Gaslighter ব্যক্তিদের কাছ থেকে দূরে থাকব। মোট কথা বলতে, নিজেকে ভালোবাসলে আমাদের অন্য কোনো ব্যক্তিকে নির্ভর করতে হবে না বা অন্য কারও কোনো কথায় নিজের জীবন পরিচালনা করতে হবে না। Love yourself, speak yourself and be yourself.

নাজিফা তাবাসসুম
শ্রেণি : দশম, শাখা : অ্যামেলিকা

আমার অর্জন

"আমি উদ্দাম, আমি চঞ্চল। আমি সব কিছুতেই জয় করতে চাই যা আমার সাধ্যের মধ্যে আছে। আমি ছোটো একটা মেয়ে, কিন্তু আমি স্বপ্ন দেখতে বড়ো পছন্দ করি।"

ছোটোবেলা থেকেই আমার বড়ো বোন ও মেজ বোন খেলাধুলায় খুব পারদর্শী ছিল এবং পড়ালেখায়ও খুব ভালো ছিল। তাই দেখে আমারও তাদের মতো হতে ইচ্ছে হতো। আমি নাজিফা আহমেদ। আমি এ প্রতিষ্ঠানে ১২ বছর ধরে পড়ছি। আমি খেলাধুলা এবং নাচগান করতে পছন্দ করি। এ প্রতিষ্ঠানে এমন কোনো প্রতিযোগিতা নেই যেখানে আমি অংশগ্রহণ করিনি। নাচগান, কবিতা, আবৃত্তি, কোরআন তেলাওয়াত, বিতর্ক, ছবি আঁকা, উপস্থিত বক্তৃতা, রচনা লিখা, ফটোগ্রাফি, মাল্টিমিডিয়া সাংস্কৃতিক সকল বিষয়ে আমি অংশগ্রহণ করি এবং সফলতা অর্জন করি। আমি ৩ বছর হলদে পাখি অর্থাৎ নার্স গাইডিংও

করেছিলাম। আর সেই সাথে সেরা সাংস্কৃতিক ক্রেস্টও পেয়েছি। কোথাও আমি সফলতা না পেলেও অংশগ্রহণ করতে পছন্দ করি।

কোথাও আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা। আমি প্রায় সব খেলাই খেলতে পছন্দ করি। এর মধ্যে ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, দাবা, ক্যারম, ফুটবল, হ্যান্ডবল, ভলিবল ও ক্রিকেটে আমার অসংখ্য মেডেল রয়েছে। উল্লেখ্য যে, আমি প্রতিষ্ঠানের বাহিরে থানা, জেলা, ঢাকা মহানগর, উপঅঞ্চল ও বিভাগ পর্যায়ে দাবা, ব্যাডমিন্টন এবং টেবিল টেনিসে অনেক সার্টিফিকেট, মেডেল, ট্রফি, ক্রেস্ট ও প্রাইজবন্ড পেয়েছি। সেই সাথে আমি অর্জন করেছি আমাদের এই বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে স্পোর্টস ক্যাপ্টেনের মর্যাদা। ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে আমি থানা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছি।

যদিও আম্মু আমাকে সবসময় পড়ো পড়ো বলতে থাকে। তাই বলে আমি পড়ালেখায় কিন্তু খারাপ ছাত্রী নই। আমি গত ৫ বছর ধরে রোল ১ হয়ে আসছি। আল্লাহর রহমতে আর সকলের দোয়ায় আমার রেজাল্ট মোটামুটি ভালো। আমি ৩ বছর শতভাগ উপস্থিতির ব্যাচও পেয়েছি। এ প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক এবং শিক্ষিকা আমাকে অনেক স্নেহ করেন এবং ভালোবাসেন।

খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতার জন্য আমাকে মাঝে মাঝে ক্লাস বাদ দিতে হয়। তবে যেদিনই আমার যে বিষয়ের ক্লাস বাদ যায়, সেদিনই আমি বাসায় গিয়ে আমার বান্ধবীদের কাছ থেকে সে পড়াটা বুঝে নিই এবং পড়া শেষ করি। আর এভাবেই আমার রেজাল্টটা ধরে রাখি। কোনো কিছু পেতে হলে একটু ত্যাগ করতেই হবে, তবে এতে পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই।

আমার সাফল্যের পিছনে সবচেয়ে বড়ো অবদান আমার মা-বাবা'র। আম্মু এবং আব্বুর উৎসাহ ও প্রেরণায় আমি সব কাজে এগিয়ে যেতে পারি। আমি যখন অনেক ছোটো, আমার মা আমাকে নাচ, গান, কবিতা-আবৃত্তি ইত্যাদি শেখান। তিনি আমাকে সবকিছুতে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। কোনো কিছুতে আমি পুরস্কার আনলে মা অনেক খুশি হন ও গর্ববোধ করেন এবং না পারলে আমাকে উৎসাহ দেন। আমার বাবা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বশির আহমেদ একজন আর্মি অফিসার। তিনি বেশির ভাগ সময় কাজে ব্যস্ত থাকেন। বাবার সঙ্গে সন্ধ্যার পর হাঁটতে বের হই। তখন হাঁটতে হাঁটতে বাবা আমার সকল অর্জন ও পড়ালেখা নিয়ে আলোচনা করেন এবং বলেন, "শাবাস মা, তুমি অনেক ভালো করেছ।" বাবার এ কথা আমাকে অনেক উৎসাহ দেয়।

আমার সফলতার পিছনে শিক্ষকদের অবদান অনেক রয়েছে। সকল শিক্ষকরাই আমাকে সবসময় উৎসাহ দিয়ে থাকেন। আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারও খেলাধুলা অনেক পছন্দ করেন। উনার এক একটা উৎসাহের বাণী আমার মধ্যে প্রেরণা জোগায়।

জীবনে সফল হতে চাইলে দুটি জিনিস প্রয়োজন জেদ ও আত্মবিশ্বাস। আমি সকলকেই বলতে চাই হার না মানতে। প্রথমে কেউ ভালো করে না, কিন্তু পারি না বলে ছেড়ে দিলে চলবে না। চেষ্টা করেই যেতে হবে। তোমার চেষ্টা কেউ দেখবে না, যদি না তুমি সফল হও। আর প্রতিটি সফলতার পিছনে রয়েছে অন্তহীন প্রচেষ্টা।

নুসরাত জাহান জুলেখা
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : পজিট্রন

আসলে, তা নয়। আমি শুধু আমার চাকরির অবস্থাটা কেমন তা দেখছিলাম। নিজের খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। তিনি আমাকে কেমন পছন্দ করেন তা জানার চেষ্টা আর কি! আসলে আমিই ওই ভদ্রলোকের অফিসের সেই পিয়ন।

ফোনালাপ

একদিন এক তরুণ এলো ফোনের দোকানে। দোকানিকে জানালো সে একটা ফোন করবে। দোকানি তাকে ফোন দিলেন। সে বোতাম টিপে ফোন করল কারও কাছে। স্পিকার অন করে কথাবার্তা হচ্ছে। দোকানি তরুণের দিকে তাকিয়েছিলেন। শুনছিলেন ফোনের কথাবার্তা।

তরুণ : স্যার, আপনার অফিসে আমাকে পিয়ন হিসেবে নিতে পারবেন?

ভদ্রলোক : (ফোনের অন্য প্রান্ত থেকে) আমি তো এরই মধ্যে একজনকে পিয়ন হিসেবে নিয়ে নিয়েছি।

তরুণ : স্যার, আমি ওর চেয়ে অর্ধেক বেতনে কাজ করব। নেবেন আমাকে?

ভদ্রলোক : না, আমি ওর কাজকর্মে খুবই সন্তুষ্ট। খুবই খুশি।

তরুণ : স্যার, আমি আপনার অফিস ঝাড়ু দিয়ে দেব। বাড়ি পরিষ্কার করব। বাজারও করে দিতে পারব। এজন্য কোনো বাড়তি বেতন দিতে হবে না।

ভদ্রলোক : আরে না, না। ও ছেলে খুব ভালো কাজ করে। ওকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নেয়ার কথা ভাবছি না।

তরুণ : তবু একবার ভেবে দেখুন স্যার।

ভদ্রলোক : না, না, ও ছেলে খুব ভালো। ওকে আমার পছন্দ।

ফোনের কথা শেষ। তরুণের মুখটা হাসি হাসি। সে দোকানিকে ফোনটা ফেরত দিল। তিনি এতক্ষণ সবকিছু শুনছিলেন। বললেন, কি, চাকরিটা হলো না তো?

তরুণ : না। তিনি এরই মধ্যে একজনকে নিয়ে নিয়েছেন। চাকরি না পেলেও ছেলেটি হাসিমুখে কথা বলছিল। দোকানির খুব ভালো লাগল। তার মায়া হলো।

দোকানি : তোমার কথাবার্তা আমার পছন্দ হয়েছে। পছন্দ হয়েছে তোমাকেও। আমি যদি তোমাকে এ দোকানে কাজ দেই, তুমি করবে?

তরুণ : না, না, আমার চাকরির দরকার নেই। আমি বেশ আছি।

দোকানি : তুমি কিন্তু একটা চাকরিই চাইছিলে ভদ্রলোকের কাছে!

তরুণ : আসলে, তা নয়। আমি শুধু আমার চাকরির অবস্থাটা কেমন তা দেখছিলাম। নিজের খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। তিনি আমাকে কেমন পছন্দ করেন তা জানার চেষ্টা আর কি! আসলে আমিই ওই ভদ্রলোকের অফিসের সেই পিয়ন।

ভালোবাসা

মিথিলা মেহরীন
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : মেসন

আজ সকাল থেকেই বৃষ্টি। বৃষ্টি হলেই ওর ভেতরটায় কেমন একটা পরিবর্তন আসে। এমনিতে ও আর-দশটা স্বাভাবিক কিশোরীর মতোই। কিন্তু বৃষ্টি এলেই ওর মনটা যেন অনেক দূরে কোথাও চলে যায়। কোথায় যায় মনটা? উত্তর নেই। মেঘলা আকাশের দিকে চোখ চলে যায় আপনা-আপনি। মেঘের শেষ আর বৃষ্টির শুরুটা খুঁজতে চায়, পায় না। আশেপাশে বড়ো বড়ো দালানগুলো চুপচাপ বৃষ্টিতে ভেজে। কেউ বলে, "আজ আকাশের মন খারাপ।" "দেখেছ, আকাশটা কি কালো হয়েছে?" কেউ আবার তার নাটকীয়, অকারণ দুঃখের সাথে তুলনা করে বলে, "আমার দুঃখে আকাশও কাঁদছে।" এই মানুষগুলোর কথা ও বোঝার চেষ্টা করে। কারণ মেঘলা আকাশ ওর কাছে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের চেয়েও সুন্দর মনে হয়, আকাশটা কালো লাগে না, মনে হয় হাসছে, পরম তৃপ্তির হাসি। ঝরঝরিয়ে যখন ভারিবর্ষণ হয়, সেটাকে ওর কান্না মনে হয় না, ও মনে করে যেন পৃথিবীতে পবিত্রতা বর্ষণ হচ্ছে।

ও এই অনুভূতিগুলো কাউকে বলে না। সবাই বলবে, বাস্তবতাবিমুখ। বাস্তবতা কি সবসময় কঠিন হতেই হবে? একটু নরম, স্নিগ্ধ বাস্তবতা বলতে কিছু নেই? সবই কল্পনায়? তাহলে ও কল্পনা নিয়েই থাকতে চায়। না-ই বা হলো বাস্তবমুখী।

ও বাইরে তাকিয়ে আবারও পবিত্রতার বর্ষণ দেখে। হঠাৎ নাকে একটা গন্ধ আসে; ভিজে মাটির গন্ধ। বুক ভরে দম নিয়ে কিছুক্ষণ সেটা ভেতরে আটকে রাখে, শরীরের ভেতর প্রতিটি রন্ধ্রে, আনাচেকানাচে এই গন্ধ মাখিয়ে নিতে চায়। পুরো দেহ তাজা হয়ে ওঠে, আবেশে দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসে। তবে প্রকৃতির সৌন্দর্যের যেন হাত আছে, সেই হাত দিয়ে চোখের পাতা দুটো খুলে দেয়, কোনো অদৃশ্য আওয়াজ যেন ওকে বলে, "দেখ আমার সৌন্দর্য, তোমার মতো পূজারির জন্যই তো আমি এত সুন্দর। মন ভরে দেখে নাও, উপভোগ কর আশীর্বাদ...।" ও প্রাণ ভরেই উপভোগ করে। বাসার পাশে আমগাছগুলোর পাতা বৃষ্টিতে ভিজে এত চকচক করে যে ও অবাক হয়ে যায়। সোনাও বুঝি এমন চকচকে নয়। কেন এই বৃষ্টিভেজা পাতাগুলোর চেয়ে সোনার মূল্য বেশি? জানা নেই। আহ্! সে কি বৃষ্টি! ঝমঝম-কলকল! এর মাঝেও আলাদা একটা আওয়াজ আছে; কোনো দালানের ছাদে জমে থাকা পানি পড়ার আওয়াজ। জানালার পাশে বসে চোখ আবারও বুজে আসে। এই অশেষ সৌন্দর্য, অঢেল স্নিগ্ধতা সব বৃষ্টির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ও জানালার পাশে দেয়ালে মাথাটা হেলিয়ে দেয়। শ্রবণেন্দ্রিয় এখনও সজাগ, মধুবর্ষণ হয়েই চলেছে...ঝমঝম...কলকল...।

নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের পথিকৃৎ

মুমতারিণ রহমান মুনিয়া
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : আলফা

"চক্ষু থাকিতে অন্ধ যারা আলোকের দুনিয়ায়
সিন্ধু সেচিয়া বিষ পায় তারা অমৃত নাহি পায়"

এরূপ অন্ধত্ব মোচনের একমাত্র উপায় হলো শিক্ষা। নারী ও পুরুষ সমাজদেহের দুটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমাজ গঠন ও উন্নয়নে উভয়েরই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনেক দায়িত্ব রয়েছে। আর শিক্ষাই জাতির উন্নতির মূল হাতিয়ার। তাই প্রয়োজন দেশের বিপুল পরিমাণ নারীকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করা। জাতীয় জীবনে পুরুষের মতোই নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নারীদের উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখলে সুদক্ষ জনশক্তি হিসেবে তারা নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবে না, ফলে জাতির উন্নয়ন ব্যাহত হবে। ফ্রান্সের রাজা নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছিলেন, "তোমরা যদি আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও তাহলে আমি তোমাদেরকে শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।

আমাদের দেশের নারীশিক্ষার পথটি কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না কখনো। বাঙালি নারীরা গৃহকোণেই গড়েছিল তাদের নিরাপদ আবাস। ধর্মীয় নীতিবোধ বলতে ঘরের বাইরে না আসাকেই বুঝত তারা, তবে প্রাচীন ইতিহাসে ইরাকে নারী জাগরণের পথিকৃৎ হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন হযরত রাবেয়া বসরী। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে ধর্মভীরু এই নারী বেড়ে ওঠেন। তাঁর জন্ম ৯৯ হিজরির ৭১৯ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ইরাকের বসরা নগরীতে। খোদার প্রতি ধর্মভীরুতা ও আনুগত্য দেখে তাঁর অত্যাচারী মনিব তাঁকে মুক্ত করে দেয়। তারপর নিজের সম্পূর্ণ জীবনকে তিনি উৎসর্গ করলেন প্রভুর ইবাদত-উপাসনায়। মাঝে মাঝে যেতেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ তাপস বিখ্যাত অলী হযরত খাজা হাসান বসরী (রা) এর নিকট। শেষ জীবনে তিনি চলে যান মক্কায়, যেখানে তার আলোকিত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বাংলায় নারী হিসেবে প্রথম নওয়াব ছিলেন নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। নওয়াব ফয়জুন্নেসা কেবল প্রথম নারী নবাব হিসেবেই নন, নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জনহিতকর কাজের জন্য ইতিহাসে পরিচিত। তার বাহিরেও তিনি সাহিত্যচর্চাও করতেন। গবেষক এবং তাঁকে নিয়ে লেখা বইপত্রে তাঁকে একজন দৃঢ়চেতা নারী এবং প্রজা হিতৈষী জমিদার হিসেবে দেখা হয়েছে। তিনি ১৮৩৪ সালে কুমিল্লার হোমনাবাদ পরগণার (বর্তমান লাকসাম উপজেলা) পশ্চিমগাঁওয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭৩ সালে নারীশিক্ষা প্রসারেও প্রথম কুমিল্লায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এছাড়াও হোমনাবাদ এবং লাকসামের বিভিন্ন এলাকায় তিনি স্কুল ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মেয়েদের পড়াশোনায় সহায়তা করার জন্য স্থানীয়ভাবে হোস্টেলের ব্যবস্থা করেছিলেন, যার খরচ বহন করা হতো তাঁর জমিদারির আয় থেকে। এছাড়াও পড়াশোনায় উৎসাহ দিতে মেয়েদের জন্য মাসিক বৃত্তিও দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।

বাঙালি সমাজ যখন ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতায় আবদ্ধ ছিল, তখনই বাঙালি নারীদেরও মুক্তির জন্য লড়াই করেছিলেন বেগম রোকেয়া। তিনি পিছিয়ে পড়া বাঙালি নারীদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালিয়েছেন, নারীদের শিক্ষার অধিকারের জন্য আজীবন লড়ে গেছেন। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন রংপুর জেলার সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার বাড়িতে। তখনকার সময়ে মেয়েদের কঠোর রক্ষণশীলভাবে রাখা হতো। সাহিত্যনুরাগী বেগম রোকেয়ার বড়ো ভাই ইব্রাহিম সাবের তাঁকে পড়াশোনায় অনেক সাহায্য করে। বড়ো বোন করিমুন্নেসার ছোটো ছেলে রোকেয়ার চেয়ে মাত্র ১ বছরের বড়ো ছিল। তাই বড়ো বোন সকলের রক্তচক্ষু এড়িয়ে নিজের সন্তানের সাথে রোকেয়ারও পড়ালেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। দিনের আলোতে যখন জ্ঞানচর্চা নিষিদ্ধ, তখন তিনি রাতের আঁধারেই বোনকে পড়ানো শুরু করলেন। স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের সহযোগিতায় তাঁর সাহিত্যচর্চা বেড়ে যায় ও সমৃদ্ধি লাভ করে। নারীদের অশিক্ষার অন্ধকার থেকে কি করে তাদের টেনে তোলা যায় সেই ভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সাহিত্য কর্মে।

বেগম রোকেয়ার সমসাময়িক বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪) ছিলেন এ দেশের নারী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ। মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষা প্রসার ও অবরোধপ্রথা রহিত করার জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ছাত্র হল এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন নাহার হল তাঁর নামে নামকরণ করা হয়।

জাতির অগ্রগতির জন্যে চাই স্বচ্ছন্দ গতি। আর এ গতি জাতির অর্ধেক নারীকে অচল রেখে সমানভাবে চালানো সম্ভব না। নারীদের সুশিক্ষিত হয়ে হতে হবে পুরুষের সহযাত্রী। তবেই সম্ভব হবে জাতীয় উন্নয়ন আর এর পূর্বশর্তই হচ্ছে নারীশিক্ষার উন্নয়ন এবং নারীর আত্মজাগরণ। বিশ্ব উন্নয়নের রোল মডেল বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে সেই পথেই অগ্রসরমান।

উক্ত চার মহিয়সী, শিক্ষানুরাগী নারীর জীবনাদর্শ আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার পাথেয়। তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে, স্বমহিমায় নিজেদের বিকশিত করব। দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নে নারীর অবদানকে অত্যুজ্জ্বল করে তুলবো। এই প্রত্যয় নিয়েই আমরা সম্মুখপানে এগিয়ে যাব।

মানিজা মেহরিন
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : ফাই

সুন্দরতম অধ্যায়ের সমাপ্তি

কলেজের শেষ ক্লাস ছিলো আজ। বন্ধুদের সাথে হইচই, হাসি-কান্না শেষ করে এসে এই যে লিখতে বসলাম, সাত বছর বয়সি ছোট্ট মানিজা মায়ের হাত ধরে এই ক্যাম্পাসে পা রাখা থেকে শুরু করে 'মোস্ট সিনিয়র আপু' হয়ে উঠার গল্প শোনাবো আজ।

খুব ছোটোবেলা থেকেই যখনই কোথাও যাওয়ার সময় শহিদ আনোয়ার স্কুলের সামনে দিয়ে যেতাম, প্রতিবার মা আমায় দেখিয়ে বলতো "দেখো বাবু, এইটা আমার স্কুল। আমি চাই তুমিও এই স্কুলে পড়ো।" তখন থেকেই আমারও স্বপ্ন ছিলো আমি এই স্কুলেই পড়বো। স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে থেকেই কেউ যদি আমায় জিজ্ঞেস করতো আমি কোন্ স্কুলে পড়ি আমি বলতাম শহিদ আনোয়ার। তারপর ২০১২ সালে ক্লাস টু-তে ভর্তি হলাম সেই স্বপ্নের স্কুলে। আমার স্বপ্নের এসএজিসি। তখন যেদিকেই তাকাতাম মনে হতো মাও তো এই ক্লাসরুমে বসে ক্লাস করতো, এই ক্যানটিন থেকেই খাবার কিনতো। এমনকি আমি যখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি আমার গণিত শিক্ষক ছিলেন সুলতানা শাদাব টিচার আবার আমার মা'র ক্লাস থ্রি-এর ম্যাথ টিচারও উনি ছিলেন। ভাবতেই এতো ভালো লাগতো! এটিই বোধহয় শিক্ষকতার স্বার্থকতা তাই না? প্রজন্মের পর প্রজন্মকে শিক্ষিত করছেন তাঁরা।

স্কুল থেকেই বুঝতে শিখি জীবনে বন্ধু-বান্ধবের গুরুত্ব। যখন থেকে বান্ধবীরা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠে তখনই মনে হয় স্কুলজীবনের আসল মজা শুরু। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠার অনুপ্রেরণাই ছিলো স্কুলে গিয়েই তো সেই প্রিয় কাঙ্ক্ষিত মুখগুলোর দেখা পাব। কত্ত নতুন নতুন গল্প নিয়ে অপেক্ষা করছে তারা, অপেক্ষা করে আছি আমি। তাড়াতাড়ি গিয়ে বান্ধবীর জন্য পাশের সিটে জায়গা রেখে অপেক্ষা করতাম মনে মনে আতঙ্ক নিয়ে, এই বুঝি ক্লাসের সবচেয়ে ভয়ংকর মেয়েটি চলে এলো ঝগড়া করে সিটটি দখল করতে। ক্লাসে কথা বললে টিচার একশো বার করে লিখতে দিত 'আমি আর ক্লাসে দুষ্টুমি করব না।' সে কী যে জ্বালা! হাত ব্যথা হয়ে যেত তাও লেখা শেষ হতো না। কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকার ভয়ে ক্লাসে টিচার আসার আগে সবাই মিলে জলদি করে পড়া শিখতাম। কোথায় গেল সেই দিনগুলো? সময় যেন সোনার বাংলা এক্সপ্রেসের থেকেও দ্রুত গতিতে ছুটছে।

ছোটো থেকে দেখতাম স্কুলের যে-কোনো অনুষ্ঠানেই শিরীন ম্যাম উপস্থাপনা করছেন। ছোট্ট আমি তো আর অনুষ্ঠানে স্যার ম্যাডামদের বক্তৃতা শুনে মজা পেতাম না, ভাবতাম এই টিচারটা আমাদের কোনো ক্লাস নেয় না কেন! এই টিচারটাই তো ভালো, কী মজার মজার কথা বলে, সুন্দর সুন্দর নাচ বা গান গাওয়ার জন্য মঞ্চে আসতে বলে মেয়েদের। পরে জানতে পারলাম উনি হচ্ছেন কলেজের টিচার। ভাবতাম কলেজের টিচার বোধহয় এমনই হয়, শুধু মজার মজার কথা বলে। শুধু আমার টিচারগুলোই এতো বকা দেয়। বড়ো আপুদের তো দেখলেই কী সুন্দর জড়িয়ে ধরে আদর করে। সেই টিচারগুলোই এখন আমাকে দেখলেও দূর থেকে এসে জড়িয়ে ধরে। আমিও কবে যে বড় আপু হয়ে গেলাম...।

আরেকটু যখন বড়ো হই, স্পোর্টসে প্যারেড করা শুরু করি, দেখতাম কী একটা আপু আর্মিদের মতো প্যারেড করে গিয়ে প্যারেড শুরুর আগে প্রধান অতিথির থেকে অনুমতি নেয়। আর্মিদের মতো ড্রেস পরে, ওরকম কমান্ড দেয়। কী যে সুন্দর লাগে দেখতে! পুরো মাঠ যেন শুধু তার দিকে তাকিয়ে আছে। জানতে পারলাম এরকম করার জন্য কলেজ ক্যাপ্টেন হওয়া লাগে। তখন থেকে মনে মনে আরেক স্বপ্ন বাসা বাঁধলো, কলেজ ক্যাপ্টেন হওয়ার। কলেজ ক্যাপ্টেন তো অনেকদিন পরের কথা যখন দেখলাম প্যারেডে হাউসের পতাকা বহন করে স্কুলের হাউস ক্যাপ্টেন তখন মনে হলো এই ফ্ল্যাগ তো আমার ধরাই লাগবে! এতো বছর ধরে এই হাউসে আছি, হাউসের জন্য কত কত পুরস্কার এনে দিলাম আন্তঃহাউস প্রতিযোগিতাগুলোয় আর সেই পতাকা একবারও বহন করবো না? ক্লাস টেনে হাউস ক্যাপ্টেন হয়ে সেটিও করলাম। সৃষ্টিকর্তা আরেকটি স্বপ্নও পূরণ করলেন আমার।

দশম শ্রেণিতে উঠার পর যখন সবেমাত্র এসএসসি-এর প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে স্কুলের পরীক্ষা নেওয়ার পালা শুরু হতে যাচ্ছে ঠিক তখনই কোভিড-১৯ এসে থামিয়ে দিলো সবকিছু।

অবশেষে লকডাউন শেষ হলো, আমরা আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করলাম। যখন কলেজে ওঠার পালা তখন আমার বান্ধবীদের খুব মন খারাপ থাকতো যে স্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমার খুব শান্তি লাগতো যে আমি তো এই কলেজেই থেকে যাব এই চেনা পরিবেশের মাঝে। নতুন কলেজে গিয়ে মানিয়ে নেওয়ার কোনো চিন্তা নেই।

সত্যিই আবার ফিরে এলাম ভালোবাসার এই প্রাঙ্গণে, নতুনভাবে, নতুন রূপে। ৭ বছর বয়সি মানিজা এসেছিলো মায়ের হাত ধরে আকাশি রঙের ফ্রক পড়ে আর ১৭ বছর বয়সি মানিজা এলো সাদা ফ্রক পরে বন্ধুদের সাথে।

প্যারেড করতে গিয়ে যেই স্বপ্ন দেখেছিলাম অবশেষে সেটিও সত্যি হলো। আমি হলাম ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের কলেজ ক্যাপ্টেন। গত এক বছরে আমার পুরো সময়টা কেটেছে কলেজকে ঘিরেই। সারাদিন হয় পড়াশোনা না হয় কলেজেরই কোনো কাজ। একদিনও কলেজ মিস দেইনি। আমি এই কলেজের প্রত্যেক কর্মচারী, শিক্ষক, ভি.পি. ম্যাডাম এমনকি প্রিন্সিপাল স্যারের থেকেও এতো আদর পেয়েছি যা বলে বোঝাতে পারব না।

আবার বকাও খেয়েছি বিভিন্ন সময়ে। যখনই আমি কোনো টিচারের বকা শুনেছি তখনই ভেবে নিয়েছি নিঃসন্দেহে তিনি আমাকে ভালোবাসেন তাই বকা দিচ্ছেন এবং এর প্রমাণও আমি বারবার পেয়েছি। সবচেয়ে বেশি বকা খেতাম পাল ম্যামের অথচ অবসরে যাওয়ার সময় আমাকে জড়িয়ে ধরেই সব থেকে বেশি কেঁদেছিলেন তিনি। আমাদের প্রাক্তন ভি.পি. ম্যাডামের কাছে বিভিন্ন ভুলের কারণে বকা শুনেছি আমাদের আন্তঃক্যান্ট বিতর্ক প্রতিযোগিতার সেশন চলাকালীন আমার জন্মদিন অথচ উনি আমার জন্য কেক পাঠিয়েছিলেন। এর আগে কখনো কোনো ভি.পি. তার ছাত্রীর জন্য এরকম আয়োজন করেছিলো কী না আমার জানা নেই। সেই ইন্টার ক্যান্টের সময়টাও আরেক মধুময় স্মৃতি। ইন্টারক্যান্ট বিতর্কের সাথে জড়িত ছাত্রী, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকমণ্ডলী, ভিপি কো-অর্ডিনেটর আমরা সকলেই যেন ছিলাম একটি পরিবার। প্রস্তুতিকালীন সময়ের সেই দু'মাস কলেজটাই ছিলো আমাদের বাসা। কত আড্ডা, কত খুনশুটি, কত কত স্মৃতি আর সেই সাথে আঞ্চলিক পর্যায়ে চ্যাম্পিয়নের ট্রফি!

এরপর এলো ঢাকা মহানগরী আন্তঃকলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সে আরেক স্মৃতির পাতায় লিখে রাখার মতো গল্প। ১৬ জনের একটি টিম আর সাথে মণি আক্তার ম্যাম। আরেকটি পরিবার। তারপর আমার ৫/৬ বছর ধরে দেখা সেই স্বপ্ন সত্যি হওয়ার পালা, স্পোর্টসে প্যারেড কমান্ডার! যেখানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিলো সৃষ্টিকর্তা যেন নিজে একে একে আমার স্বপ্নগুলো পূরণ করে দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন। যদিও যত সহজে লিখছি পুরো পথটা ততটা সহজ ছিলো না তাও সব তাঁরই ইচ্ছে। প্যারেড কমান্ডারের সে এক অন্যরকম অনুভূতি যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শুধু কানে বাজে "এগিয়ে আসছে প্যারেড কমান্ডার মানিজা মেহরিন..."।

এভাবেই হতে চললো জীবনের সবচেয়ে সুন্দর একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি। এই প্রতিষ্ঠান, এতো এতো স্মৃতি ভোলার নয়। মাত্র ১/২ পৃষ্ঠায় এতোকিছু লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। আমি ভাবতেও পারি না আর কয়দিন পর থেকে আমি ঘুম থেকে উঠেই এই বিশাল সবুজ মাঠটি দেখবো না, গেট দিয়ে ঢুকার সময় আর চোখে পড়বে না 'হে প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন', সাদা ইউনিফর্মটাও স্টোর রুমে উঠিয়ে রাখা হবে আকাশিটার মতোই, লাল স্যাশটাতেও ধূলা জমবে। 'MANIZA' লেখা নেমপ্লেট, আইডি কার্ডটাও আমাকে সকালবেলা তাড়াহুড়ো করে খুঁজতে হবে না। অ্যাসেম্বলির দিন দৌড়ে দৌড়ে ৭টার মধ্যেই কলেজে উপস্থিত হতে হবে না।

অশেষ কৃতজ্ঞতা আমার স্কুল ও কলেজের সকল শিক্ষকদের প্রতি যাঁরা আমাকে ছোট্ট থেকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবেসেছে, শাসন করে বড়ো করেছেন। আমার এই বেড়ে ওঠার পিছনে যাদের সামান্যতম অবদান আছে, সকলের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা। শহিদ আনোয়ার আমাকে দিয়েছে অনেকগুলো মা, অনেকগুলো বাবা, আর বেশ কয়েকজন খুনশুটি করা বোন-বান্ধবী যাদের ছাড়া কীভাবে থাকবো আমি জানি না। শহিদ আনোয়ারের ক্যাম্পাসেই আমার আত্মবিশ্বাসের সূচনা। বক্তৃতা দেওয়া, উপস্থাপনা করা, আবৃত্তি এসবের সুযোগ যদি আমায় এসএজিসি না দিতো, কীভাবে পেতাম এতো আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলার সাহস? এখন আমি হাজার হাজার মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে কথা বলতে পারি। আমি আজ যা, তার সম্পূর্ণ অবদান এই প্রতিষ্ঠানের।

শহিদ আনোয়ার গার্লস কলেজ রয়ে যাবে স্মৃতির পাতায়, আজীবন, আমি বারবার ফিরে আসতে চাই এখানে। সকলের প্রতি ভালোবাসা ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

দিন বদলের প্রয়াস

মেহেরীন জান্নাত
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : প্লুটো

> মানুষকে জীব-জানোয়ারের থেকেও নিম্নভাবে মূল্যায়ন করাটা কি সভ্য সমাজের রীতি কিংবা শিক্ষা হতে পারে?

তখন আমার বয়স চার বছর। আমার ছোটো বোনের কয়েক মাস। বাবা চাকরির সুবাদে ঢাকায় থাকতেন। আমি, আম্মু আর বোন থাকতাম গোপালগঞ্জ শহরে নানুর বাসায়। একদিন বিকালে আমি একা বাসার সামনে খেলছিলাম। হঠাৎ কারা যেন এলো। মানুষের মতোই দেখতে। কিন্তু অঙ্গভঙ্গি আর কণ্ঠস্বর শুনে বুঝলাম ওরা মানুষ না হিজড়া! তখনই দৌড়ে মামার পড়ার টেবিলের নিচে ঢুকলাম। "মামা বাইরে হিজড়া আসছে। আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।" আমার কান্না থামাবে কার সাধ্য। ভয়ে জ্বর চলে এলো। এর পর কি হলো জানিনা তবে আমাকে শান্ত করতে সকলের বেশ বেগ পেতে হলো। ভাবছেন কেন বলছি এ কথা? ছোটোবেলা থেকেই আমরা হিজড়াদের নিয়ে অনেক নেতিবাচক কথা শুনি। তাই আমার মতো কিংবা অধিকাংশ বাচ্চার মনেই তাদের নিয়ে নানাবিধ ভয় কাজ করে। তবে সেইদিন যাদের ভয়ে আমার জ্বর চলে এসেছিল আজ এত বছর পর তাদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি আমার বিবেককে কেন বিচলিত করে তোলে আমি জানি না। যেদিন থেকে ঠিক-ভুল, ন্যায়-অন্যায়ের তফাৎ বুঝতে শিখেছি সেদিন থেকেই নিজের প্রতি, সমাজের প্রতি ভীষণ রাগ আর ঘৃণা হয়। কীভাবে দিনের পর দিন এই হিজড়া জনগোষ্ঠীকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছি। শুধু সমাজ থেকে নয়, আমাদের দূষিত মানসিকতার জন্য তারা তাদের পরিবার থেকেও বিতাড়িত হচ্ছে। কিন্তু কেন? কোন্ অপরাধে একজন নারী হয়ে জন্মে যদি আমি অপরাধ না করি একজন পুরুষ হয়ে জন্মে যদি আপনি কোনো অপরাধ না করেন তবে হিজড়া হয়ে জন্মানোতে তাদের অপরাধটা কোথায়? যদি নারীকে নারী হিসেবে, পুরুষকে পুরুষ হিসেবে পরিচয় দিতে, তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে, অধিকার দিতে পরিবার কিংবা সমাজের কোনো অসুবিধা না হয় তবে কেন হিজড়াদের বেলায় এত সমস্যা? কেন আমরা মানতে পারি না নারী-পুরুষের মতো হিজড়ারাও স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ? এসকল 'কেন' এর উত্তর কি আছে আমাদের কাছে? না নেই।

প্রতিনিয়ত উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে আমাদের দেশ। তবে তা শুধুই প্রযুক্তিগত। আমাদের মানসিকতা আজও অন্ধকারে মুখ থুবড়ে আছে। কেননা আমরা টাকা খরচ করে চিড়িয়াখানায় যাই টিকিট কেটে বিভিন্ন জীব-জানোয়ার দেখতে। রাস্তার কুকুর-বিড়ালকে খাবার দেই। বাড়িতেও রাখি। তবে কখনই নিজ ইচ্ছায় ভালোবেসে হিজড়াদেরকে সাহায্য তো দূরে থাক ন্যূনতম সম্মানও দেই না। আমরা আবার নিজেদের পরিচয় দেই সভ্য সমাজের বাসিন্দা হিসেবে। মানুষকে জীব-জানোয়ারের থেকেও নিম্নভাবে মূল্যায়ন করাটা কি সভ্য সমাজের রীতি কিংবা শিক্ষা হতে পারে?

অনেক তো হলো অবিচার। এবার না হয় নিজেদের চিন্তা-চেতনাগুলো বদলাই? অতিরিক্ত কিছু নয়, মানুষ হিসেবে তাদের যেটুকু অধিকার তাই না হয় দিলাম। হ্যাঁ, হয়তো একদিনেই সব বদলে যাবে না। আমি চাইলেও সব বদলাতে পারব না। তবে আমরা চাইলেই পারব। আমাদের মানসিকতা আর দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য পরিবর্তনে তারা পেতে পারে একটি সুন্দর জীবন। আমরা অর্থবহ করে তুলতে পারি সভ্য সমাজকে।

শাহাজাদী ফাইয়াম ফেরদৌস সাহস
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : ফাই

পরিশ্রম+প্রযত্ন=প্রাপ্তি

রাতে ঘুম আসে না। ভোর রাতে প্রায় সাড়ে তিনটার দিকে ঘুমানোর উদ্দেশ্যে গেলেও আয়াসের চোখে যেন ঘুম নেই। ভাবছে কাল ঘুম থেকে উঠে কোন্ বিষয় পড়বে। কলেজে যাওয়ার সময় বাসে বসে কী রিভিশন দিবে, বাসের জন্য অপেক্ষা করার সময়টুকুও যেন নষ্ট না হয় সে নিয়ে তার ভাবনার শেষ নেই। আয়াস মোটামুটি ভালো ছাত্র। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজেও সে এভারেজ ছাত্র হিসেবে পরিচিত। নিজের নিয়মে চলতে, জীবনকে নিজের নিয়মে গুছিয়ে নিতে সে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তার সকল চাওয়া-পাওয়ার মূল উদ্দেশ্য তার–"বাবা"। সে সবসময় চেয়েছে কী করলে তার বাবা খুশি হবে, গর্ববোধ করবে। এই প্রত্যাশাতেই আয়াস স্বপ্ন দেখেছে ডাক্তার হবার। তার বাবার স্বপ্ন মতে সে একজন এমবিবিএস ডাক্তার হতে চায়। রাত-ভোর-সকাল তিনটি সময়ই আয়াসের কাছে এক মনে হয়। কারণ কলেজ থেকে এসে ক্লান্ত শরীর জুড়াতে না জুড়াতেই তার পরের দিনের পড়া তৈরি করার তাগিদ শুরু হতে থাকে। এখানে বলে রাখা ভালো মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে আয়াসের কোনো কোচিং, প্রাইভেট ছিল না। সে পড়াশোনা করতো নিজে নিজে। বন্ধু, কলেজ শিক্ষক আবার কখনো বা ইন্টারনেট-এর সহযোগিতায়। যদিও কোচিং করানোর যথেষ্ট সামর্থ্য ছিল তার পরিবারের। কিন্তু আয়াস কেন যেন তার জন্য, তার ব্যক্তিগত খরচগুলো নিজের মুখে বাবাকে বলতে পারতো না। ইতস্তত বোধ হতো। সে চাইতো না তার জন্য পরিবারে কোনো চাপ পড়ুক। সে তার পরিবারকে বলেছে তার উপর বিশ্বাস রাখতে, সে কিছু করে দেখাবে। আয়াস তার নামের মতো পরিশ্রমের হাত ছাড়েনি কখনো। রাতে টেনশনে তার ঘুম আসে না। তাই বলে দিনের বেলা ঘুম তাকে ছেড়ে দেয় না। পড়ার টেবিলে বারবার মাথা নেতিয়ে পরে, চোখ লাল হয়ে আসে আয়াসের। ঘুমকে রহিত করতে প্রকট গরমেও ফ্যান ছাড়ে না সে। একবার ঘুমিয়ে পড়লে বেশি আরামবোধ হয়ে যেন ৭-৮ ঘণ্টা না ঘুমিয়ে পড়ে সেজন্য নরম বালিশের পরিবর্তে শক্ত বালিশ ব্যবহার করে আয়াস। কারণ সে জানে, তার লড়াই অন্য কারো বিরুদ্ধে নয়। তার লড়াই স্বপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে। সে বারবার স্মরণ করে তার প্রিয় শিক্ষকের একটি কথা- "It's you, against you" অর্থাৎ নিজের বিরুদ্ধে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আয়াস প্রতিদিন রাতে ঘুমের আগে চিন্তা করে, তার ক্লান্ত বাবা অফিস থেকে ফিরে হয়তো রাতে শুয়ে শুয়ে একটিই স্বপ্ন দেখছে যে, তার ছেলে আয়াস সাদা এ্যাপ্রোন পড়ে, স্টেথোস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে মেডিকেল কলেজের করিডোরে হাঁটছে। তার বাবা হয়ত ভাবছে কবে তার বাবার কাঁধের বোঝা ছেলে বহন করবে। কবে আয়াস তার বাবাকে তার প্রতিশ্রুতি মতো একটি হলুদ স্কুটি কিনে দিবে। আয়াস এসব ভাবতে ভাবতে অশ্রুসজল চোখে ঘুমিয়ে পড়ে। একদিন হঠাৎ সে দেখল মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। মোবাইল ফোনে ম্যাসেজ দেখার সাহস হচ্ছে না আয়াসের। তার বোন ফাবিয়ানা দেখেই কাঁদতে লাগলো। বড়ো বোনের কান্না দেখে আয়াসও কেঁদে ফেলল। ভাবলো তার ১২ বছরের পরিশ্রম বুঝি বিফলে গেল। তার মা ম্যাসেজটা দেখেই বললো "আলহামদুলিল্লাহ্, সুবহানাল্লাহ তুই তো রাজশাহী মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়েছিস!" এবারে একযোগে কান্নায় ভেঙে পড়ল মা, আয়াস ও তার দুই বোন। আয়াস তার ছোটো বোনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদার সময় লক্ষ করলো তার বাবা অফিস থেকে খবর পেয়ে মিষ্টি নিয়ে একমুষ্টি হাসি আর ভেজা চোখে এসে দরজায় দাঁড়ানো। সে তার বাবাকে কিছু বলতে পারলো না। শুধু তার বাবার গর্বিত চোখ দেখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এমন সময় বিকট শব্দে এলার্ম বেজে উঠল। বাজে ভোর ৫:০০টা। আয়াস টের পেল তার চোখ ভেজা। টেবিলে বইপুস্তক অগোছালো। দ্রুত বিছানা ত্যাগ করে প্রস্তুতি নিতে থাকল কলেজে যাওয়ার। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বাবার দিকে তাকিয়ে নতুন দিন শুরু করার অনুপ্রেরণা নিয়ে চলল আয়াস পরিশ্রমের পথে।

আয়শা সিদ্দিকা শাকিলা
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : প্রোটন

ভ্রমণকাহিনি

নানার বাড়ির ভূত

ছোটোবেলায় একটা সময় ছিলো যখন শুধু ভূতের গল্প শুনতাম বা শুনতে চাইতাম। মামা, চাচা, খালাতো ভাই-বোন সবার সাথে ভূতের গল্প করতাম। এখনো মনে আছে গ্রামের বাড়ির কবরস্থানের পাশে সেই বিখ্যাত ভূতুড়ে তেঁতুল গাছের কথা, যেটা নিয়ে এতো ভূতের গল্প শুনেছিলাম যে ওই গাছের তেঁতুল খেতে ভয় লাগত, আর বিশাল মাঠ যেটা দিয়ে রাত একটা বাজার আগে, বাজার সেরে আসা মানুষগুলোকে জিনে পেত আর তারা আয়াতুল কুরসি পরে কোনো মতে জান নিয়ে পালিয়ে আসতো। মামা, চাচাদের মুখে এসব গল্প শুনতে এতো ভালো লাগত বারবার শুনতে চেয়ে তাদের বিরক্ত করে মারতাম। একবার ছোটোবেলায় মামাতো ভাই-বোন, খালাতো ভাই-বোন সবাই মিলে নানার বাড়িতে বেড়াতে গেলাম। আমাদের নানার বাড়িটা মোটামুটি বড়ো। সামনে বারান্দা তারপর লম্বা করিডোর হয়ে বাড়ির অন্যান্য ঘরগুলো। সামনের উঠান জুড়ে বড়ো বড়ো গাছ। এক সন্ধ্যায় ইলেক্ট্রিসিটি নাই অন্ধকার মোমবাতির আলোয় আমি, আমার বড়ো বোন রিপা, ছোটো ভাই শান্ত, মামাতো বোন লোপা, খালাতো ভাই আসিফ সব ছোটোরা মিলে সামনের বারান্দার সাথে লাগানোর ঘরে বসে আছি আর পুরানো ভূতের গল্পগুলো শেয়ার করছি। হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি সাদা কি একটা যেন দাঁড়িয়ে আছে, প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ভালোভাবে তাকিয়ে দেখি ঠিকই আছে। একটা ভূত দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসলো, প্রথমে ভাবলাম আমি বোধ হয় একাই দেখছি। পরে দেখলাম আমার কাজিনরা ভূত-ভূত করতে করতে ঘর থেকে পড়িমরি বের হয়ে যাচ্ছে, আমিও কোনো মতে জান হাতে নিয়ে ছুটলাম। তারপর সবাই হাঁপাতে হাঁপাতে আম্মু আর নানুর কাছে অভিযোগ করতে লাগলাম যে আমরা ভূত দেখেছি আর খেয়াল করলাম আমার মামাতো বোন লোপা ওই রুমে আটকা পড়ে আছে বের হতে পারেনি। বড়োরা স্বাভাবিকভাবে আমাদের কথা বিশ্বাস করলো না। কিন্তু আমরা জোর দিয়ে বলতে লাগলাম আমরা ভূত দেখেছি আর লোপা ওই রুমে রয়ে গেছে। যাই হোক লোপাকে উদ্ধার করার জন্য সবাই মিলে আবার ওই রুমটাতে গেলাম, গিয়ে দেখি ও বসে বসে কাঁদছে। আমরা ওকে নানা প্রশ্ন করতে লাগলাম, কিন্তু একটা প্রশ্নেরও জবাব দিচ্ছে না। ওকে রেখে সবাই চলে যাওয়াতে আরও বের হতে না পারার অপমানে চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়ছে। নানু আমাদের বুঝাতে লাগলেন আমরা ভুল দেখেছি। ভূত বলতে আসলে কিছু নাই। কিন্তু আমরা যেহেতু সবাই এক সাথে দেখেছি সুতরাং ভুল হতে পারে না। অতঃপর আম্মু বললেন যে, তারা আশেপাশে থাকছেন আবার যদি কিছু দেখি তো তাদের যেন ডাকি। তারপর আবার ওই রুমটাতে গিয়ে বসলাম। খুব ভয় লাগছিলো আর বারবার দরজার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছিলাম। শান্ত আর আসিফ ভাইয়া বলা শুরু করলো এই বার যদি ভূতটা আসে তাহলে আর ভয় পাবো না ধরে ফেলবো। কিছুক্ষণ পর ভূতটা আবার এসে দরজায় দাঁড়ালো, শান্ত আর আসিফ ভাইয়া কিছু বোঝার আগে ভূতটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর ঠিক তখনই দেখলাম ইলেক্ট্রিসিটি চলে এসেছে। অবাক হয়ে দেখলাম ভূতটা আর কেউ না ছোটো মামা। সারা মুখে লোশন-এর ফোম মেখে আর গায়ে সাদা চাদর পরে আমাদেরকে ভয় দেখাতে এসেছেন। ছোটো মামাকে ভূতের গল্প শুনাতে, ভূতের গল্প বলার জন্য খুব জ্বালাতাম এ জন্য মজা দিতে এই কাণ্ডটা করেছেন। আমরা যে খুব ভয় পাবো বুঝেন নাই যদিও শেষে নানু এসে এসব দেখে ছোটো মামার পিঠে হাসতে হাসতে লাগিয়ে দিয়েছিলেন ধুমধাম কয়েকটা কিল।

রুফাইদা বিনতে মোস্তফা
শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : রুপসা

স্মৃতিময় জাপান

বাবাকে যেদিন এয়াপোর্টে জাপানের উদ্দেশ্যে বিদায় দেই মনটা ভীষণ খারাপ ছিল। বাবা কয়েকমাস পর আমাদের সবাইকে নিতে দেশে ফিরে আসে। প্রথমে আমরা ঢাকা থেকে থাইল্যান্ডে যাই। সেখানে দুই ঘণ্টার যাত্রা বিরতিতে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ট্রানজিটের দীর্ঘ লাইনে। পরে কর্তব্যরত অফিসারকে আমাদের সময় স্বল্পতার কথা বললে, তিনি আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। আর কিছু দেরি হলেই জাপানের বিমানটা মিস হয়ে যেত। এরপর আমরা পৌঁছাই জাপানের নাগোয়া এয়ারপোর্টে। বুলেট ট্রেনে যাত্রা শুরু হয় ইশিকাওয়া প্রিফেকচারের উদ্দেশ্যে। এক স্টেশনে ট্রেন থামলে দেখি সবাই তাড়াতাড়ি ট্রেন থেকে নেমে গেল। ট্রেন একদম ফাঁকা। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কিছু পরেই সব নতুন যাত্রী ট্রেনে উঠলে ট্রেনটি উল্টো দিকে যাত্রা শুরু করে। যাত্রীরা নিজেরাই ট্রেনের সিটগুলোকে ঘুরিয়ে নেয়। পরে জেনেছিলাম, জাপানে ট্রেন যেদিকে যায় সিটগুলোকেও সেদিকে ঘুরাতে হয়। জাপান চারিদিকে সমুদ্রবেষ্টিত, পাহাড়ঘেরা একটি সুন্দর দেশ। আমাদের সমুদ্রের পাশে প্রায় ১ কিলোমিটার বিস্তৃত টোজিনবো ক্লিফ দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। কাছেই ছিল ইচিজেন মাতসুসহিমা একুরিয়াম। সেখানে জীবনে প্রথম আমি কচ্ছপকে পাতা খাওয়াই। পেঙ্গুইন, ডলফিন আরও কত যে সামুদ্রিক মাছ দেখা হয়। ওখানে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ইশিকাওয়া ইনসেক্ট মিউজিয়াম আছে। ফড়িং, বিভিন্ন রঙের পোকামাকড় আর প্রজাপতির এক বিশাল সম্ভার। আরও আছে কাঁচঘেরা ঘরে রং বেরঙের জীবন্ত প্রজাপতি। মনে হয় ওরা আমার কতদিনের চেনা।

কাছে আসে, আর গায়ে বসে যেন ঘুমিয়ে পড়তে চায়। ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসে জাপানে তুষারপাত হয়। একবার আমাদের বারান্দায় তুষার পরে স্তূপ হয়ে গেলে আমি একটা স্নো-ম্যান তৈরি করি। পাহাড়ে বরফ জমে গেলে জাপানিরা স্নো স্কি করতে খুব পছন্দ করে। ছোটোদের জন্যও স্কি করার ব্যবস্থা থাকে। বাচ্চাদের খেলার জন্য আমাদের বাসার আশেপাশে ছিল অনেক পার্ক। আমাদের পাশেই কানাজওয়া কেনরোকুইন গার্ডেন ছিল বিভিন্ন ফুলের সমারোহে জাপানের অন্যতম একটি ট্যুরিস্ট স্পট। এপ্রিল আর সেপ্টেম্বরে চেরিফুল এবং লাল ম্যাপল পাতার রং মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয়। আমি তখন খুব ছোটো বলে আমাকে একটি জাপানি নার্সারি স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। আমি বাদে সব বাচ্চারাই ছিল জাপানি। কিন্তু ওদের বন্ধু করে নিতে একটুও সমস্যা হয়নি। আকারি, সুমিচা, খোতোচা, নাসকিচা, খামামামিউচা... আমার প্রিয় বান্ধবী ছিল। মায়োকো, মিসাকি শেনশেই (শিক্ষক) ছিল আমাদের দেখাশোনার দায়িত্বে। যেদিন আমাকে ওরা বিদায় দেয় আমরা খুব কাঁদি। আজও ওদের কথা মনে হয়। ভালো থেকো বন্ধুরা। ভালো থেকো জাপান।

আমার প্রথম পদ্মা সেতু ভ্রমণ

তাসনীম তাবাচ্ছুম আদিবা
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : শঙ্খ

আজ লিখব আমার প্রথম পদ্মাসেতু ভ্রমণের কথা। সে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ করেই আমার খালামণির বিয়ের তারিখ পড়ে। তখন স্কুল বন্ধ ছিল না। তাই আমরা বৃহস্পতিবার স্কুল শেষে রাতের বাসে ঢাকা থেকে বরিশাল যাওয়ার প্ল্যান করি। পদ্মাসেতু হয়ে যেতে হবে এটা শুনেই আমার খুশির শেষ নাই। সায়দাবাদ থেকে আমাদের বাস ছাড়ে রাত ৯:৩০ মিনিটে। জ্যাম পেরিয়ে ঢাকা থেকে বাস বের হতে একটু বেশি সময় লাগে। ঢাকা থেকে বের হয়ে বাস ফুল স্পিডে চলতে লাগল। আমরা ইচ্ছে করেই নন এসি বাস নিয়েছিলাম। কারণ, এসি বাসে জানালা খোলা যায় না। যেটা আমার কাছে খুবই বিরক্তিকর। খোলা জানালা দিয়ে ঠান্ডা বাতাসের অনুভূতি। আমার খুবই ভালো লাগে। আমরা এই প্রথম রাতের বেলা বাসে জার্নি করি। মহাসড়কের আলোকসজ্জা যে এত সুন্দর হতে পারে, সেটা রাতের বেলা যারা ঢাকা টু বরিশাল গিয়েছে তারাই বলতে পারবে। রাত ১২টায় আমরা পদ্মাসেতুর সাইনবোর্ড দেখতে পাই। প্রথমবার পদ্মাসেতু দেখবো এবং ভ্রমণ করবো সেই আনন্দে আমি আত্মহারা। তারপরে বাস যখন পদ্মাসেতুর উপরে উঠলো তখন কী যে ভালো লাগলো তা লিখে প্রকাশ করতে পারবো না। পদ্মাসেতুর আলোকসজ্জা এত্ত সুন্দর! আমি যতই দেখছি, দেখা যেন শেষ হয় না, তখন আকাশে ভরা পূর্ণিমা ছিল। চাঁদের আলো পদ্মানদীর টলটলে পানির উপর পড়ে এক নৈসর্গিক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। পদ্মাসেতু পার হতে সব মিলিয়ে ১০-১১ মিনিটের মতো সময় লেগেছে। এই সময়টা আমার জীবনের একটি স্মরণীয় মুহূর্ত। পদ্মাসেতু হওয়ায় আগে আমাদের ঢাকা থেকে বরিশাল যেতে অনেক সময় লাগতো। আমরা সবাই লম্বা জার্নি করে অসুস্থ হয়ে যেতাম। এখন পদ্মাসেতু হওয়াতে আমাদের সময় লাগে মাত্র ৩-৪ ঘণ্টা। আর এই বিরক্তিকর বাস জার্নিটাও এখন আমার কাছে আনন্দের। ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। আমাদের এত সুন্দর একটা উপহার দেওয়ার জন্য। পদ্মাসেতু সত্যিই আমাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।

স্বপ্নের রাজ্য দক্ষিণ কোরিয়া ভ্রমণ

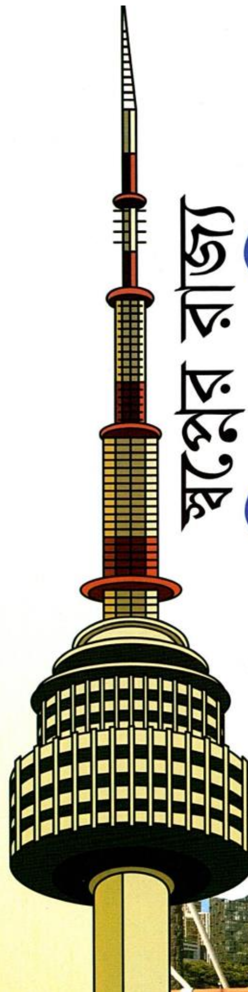

মিফতাহুল জান্নাত জাইমা
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : কামিনী

নতুন বছর ২০২২ সাল-এ আমার ৫ম শ্রেণির ক্লাস শুরু। নতুন বছরে নতুন স্বপ্ন আমরা বাবার কাছে দক্ষিণ কোরিয়ায় বেড়াতে যাব। আম্মু, আমি, আমার ছোটো বোন ভিসার জন্য আবেদন করলাম। দ্রুত আমাদের ভিসা হয়ে গেল। ১৮ এপ্রিল Jim Air-এ আমরা কোরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে ১৯ এপ্রিল সকালে Incheon International Airport-এ পৌঁছালাম। তখন আমরা দু'বোন কোরিয়ার মাটিতে পা রেখে ভীষণ খুশি হলাম। সেখান থেকে বাবা আমাদেরকে বাসায় নিয়ে গেলেন।

আমাদের বাসা ছিল Incheon City-এর Nam Sondong-এর Rose Garden-এ। প্রথম দিন বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন Yeonsu-gu-এর Home Plus-এর Children Park-এ গেলাম। ওখানে মজার মজার Computer games খেলি। রাইড-এ উঠি। shoping ও খাওয়া-দাওয়া করি। এর মধ্যে রোজা শেষ হয়ে ইদ চলে এলো, আমরা ভীষণ খুশি বিদেশের মাটিতে বাবার সাথে আমাদের প্রথম ইদ। ইদের দিন খুব ভোরে উঠে নতুন কাপড় পরে কোরিয়ার রাজধানী Seoul-এর Central Mosque-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। প্রথমবারের মতো বিদেশের মাটিতে বিশ্বের বিভিন্ন মানুষের সাথে জামাতে ইদের নামাজ আদায় ও শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম। সেখান থেকে আমরা কোরিয়ান National Musium-এ গেলাম। Musiumটি যেমন বড়ো তেমন সুন্দর সাজানো-গোছানো মনোরম পরিবেশ।

কয়েকদিন পরে আমরা Siheungsi শহরের Oido সাগর পাড়ে ঘুরতে যাই। ওখানে একটি পাহাড়ের চূড়ায় কোরিয়ান ঐতিহাসিক পার্ক আছে। সেখানে ঘুরে ফিরে কফি খেয়ে সাগর পাড়ে চলে আসি। সাগর পাড়ের মনোমুগ্ধকর পরিবেশে ঘুরাফিরা। পাখিকে খাবার দেয়া, সূর্যাস্ত দেখা, ছবি তোলা সবই ছিল মনে রাখার মতো।

এর কয়েকদিন পরে আমরা Inchcon Central Park-এ বেড়াতে যাই। ওখানকার পরিবেশ খুব সুন্দর করে সাজানো। আমরা অনেক Musical Instruments দেখি এবং বাজাই। অনেক সুন্দর সুন্দর স্থাপনা দেখি। সেখানে ছিল স্বচ্ছ লেক, জাহাজে চড়া– এক কথায় ছিল মনোমুগ্ধকর পরিবেশ।

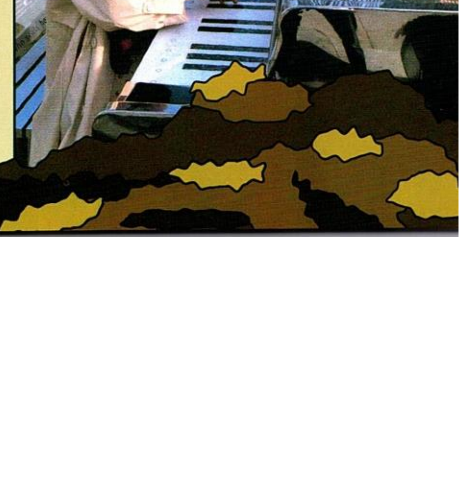

এরপর আমরা যাই Yongin শহরে অবস্থিত বিশ্বের অন্যতম Ammusment Park Everland-এ। এ পার্কটি এতটাই বড়ো যে, কোনোভাবেই একদিনে ঘুরে শেষ করা যাবে না। ঢুকেই মনে হচ্ছিল এ এক স্বপ্নের রাজ্যে চলে এলাম। এখানে অনেক দেশের ঐতিহাসিক জায়গার Demo দেওয়া আছে। ভিতরে সাফারি পার্কও আছে। নিজ হাতে পশুপাখিকে খাবার খাওয়ানো যায়। Everland-এ অসংখ্য রাইড-এর মধ্যে বেশ কিছু রাইড-এ রোলার কোস্টার, ওয়াটার রোলার কোস্টার, আরও অনেক। কোরিয়ার ঐতিহ্যবাহী খাবারের মধ্যে আমরা খাই তকপকি, রামিয়ন, খিমছি আরও নানা খাবার। এভাবে ঘুরাফিরা করতে আমাদের প্রায় দুমাস কেটে গেল এবার দেশে ফেরার পালা। মনটা খুব খারাপ। কোরিয়া ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করছিল না। তবুও কেনাকাটা, ঘোরাফেরা শেষ করে বাবাকে কোরিয়া রেখে আসি। আম্মু ও আমার ছোটো বোন দেশে ফিরে এলাম।

বাংলার হ্রদের শহর কাপ্তাই

শায়িরা সানজিদা
শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : কাপ্তাই

ডিসেম্বর মাস ২০২২ সাল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সবে আমি অষ্টম শ্রেণিতে উঠেছি। রেজাল্টের দিন আমি কোন্ সেকশনে আর কোন্ কোন্ বান্ধবীরা আমার সাথে পড়েছে তা জানার এক অদম্য আগ্রহ কাজ করছিল। আমি পড়েছি কাপ্তাই সেকশনে। প্রিয় বান্ধবীদের মধ্যে দুজন পড়েছিল আমার সাথে। আমি তো প্রচণ্ড উত্তেজিত আর খুশি ছিলাম। সব শেষে বাসায় ফিরে শুনি আরও বড়ো খুশির খবর! আমার আব্বু বললো আমরা নাকি এবার কাপ্তাই লেকে ঘুরতে যাবো। আমি তো মহা খুশি। আমার নতুন শাখার নাম কাপ্তাই, আর এবার আমরা কাপ্তাই-এ ঘুরতে যাবো। চমৎকার ব্যাপার! শেষমেষ আমাদের যাওয়ার দিন চলেই এলো। দিনটি ছিল ১৯ ডিসেম্বর। আমাদের যাত্রার ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের ট্রেন তূর্ণা এক্সপ্রেসটি ছিল রাত ১২টায়। আমরা ট্রেনে উঠে পড়ি। ট্রেনটি চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে পৌছায় পরদিন ভোর ৬টায়। সেখানে প্রথমে ঘাটে পৌছাই। তারপর আমরা ট্রলারে করে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরি। সেখানে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল বিলাইছড়ি, নিলাদ্রি। বিলাইছড়ি নাম শুনে আমার প্রথমে বিড়ালের কথাই মাথায় এসেছিল। সেখানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলায় আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। তারা পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও বিভিন্ন কাজে অংশ নিয়েছিল। এরপর সেখান থেকে এসে পড়ি লেক ভিউ আইল্যান্ডে। জায়গাটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছিল। আমরা ২ দিন থেকেছিলাম। সেই দিন তো চলে গেল। পরদিন আমরা যাই কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে। সেখানে আমরা দেখি পানির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্র টার্বাইন। সেখান থেকে আমরা চলে যাই ইকো পার্কে। সেখানে আমি পাখিদের খাবার খাইয়েছি। তারপর একটা হোটেলে খাবার খেয়ে রওনা হই নেভি ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে। আমাদের দুপুরের খাবার খেতে খেতে বিকাল হয়ে গিয়েছিল। নেভি ক্যাম্পে যাওয়ার পথে গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। অনেক্ষণ পর ঠিক হলে আবার যেতে শুরু করি। বাপ রে বাপ! কী যে উঁচুনিচু আঁকাবাঁকা রাস্তা! সাথে Elephant Crossing সাইনবোর্ড! আমি বেশ আতঙ্কে ছিলাম। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিলো। তাই আমরা বেশিক্ষণ সেখানে থাকতে পারিনি। সেখানকার বিখ্যাত আনারস খেয়ে রাতে অন্ধকারে আমরা আইল্যান্ডে ফিরি। পরদিন সকালে আমরা রাঙ্গামাটি শহরের উদ্দেশ্যে নদীপথে রওনা দেই। সেখান থেকে শুভলং, বৌদ্ধমন্দির, ঝুলন্ত ব্রিজ দেখে একেবারে "প্রিন্স" হোটেলে গিয়ে উঠি। পরের দিন সকালে আমরা চলে যাই পোলওয়েল পার্কে। পার্কটা খুব সুন্দর। এরপর আমরা বার্গি লেক, বৌদ্ধ রাজবিহার ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন করে খেয়ে রাতে ঢাকার উদ্দেশ্যে বাসে রওনা দেই। পরদিন ভোর ৫ টায় আমরা ঢাকায় চলে আসি। রাঙ্গামাটির সেই রোমাঞ্চকর দিনগুলো আমার খুব মনে পড়ে। মনে হয় যেন হারিয়ে যাই আবার সেই প্রকৃতির নৈসর্গিক মেলায়।

জাহাঙ্গীর নগরে একদিন

হোমায়রা আফরিন প্রভা
শ্রেণি : একাদশ
শাখা : মার্কারি

গত ১৮ জানুয়ারি গিয়েছিলাম স্বপ্নের জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। চাচাতো বোন জাবির (জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়) ছাত্রী হওয়ায় ওর সাথেই গিয়েছিলাম সেবার। আমরা সকাল সাতটার মধ্যে বাসা থেকে বের হই কারণ সাড়ে সাতটা নাগাদ জাবির বাস ধরতে হবে। নির্দিষ্ট সময় বাস স্টপে ছিলাম আমরা। বাস এলে জাবির শিক্ষার্থীদের সাথে আমিও উঠে যাই বাসে। যেতে সময় লেগেছিল প্রায় একঘণ্টার মতো। বাস থেকে নেমে জাবির সৌন্দর্য দেখে অনেক মুগ্ধ হয়েছিলাম আমি। তখনই আমরা নেমে যাই পাখি দেখার অভিযানে। আমরা সবাই জানি শীতকালে অতিথি পাখিরা আমাদের দেশে আসে। কিন্তু বিগত দুই-তিন বছর শব্দ-দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পাখি আসা অনেক কমে গিয়েছে। যেটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক। অতিথি পাখির সৌন্দর্য স্বচক্ষে না দেখলে এর সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না। তারপর আমরা চা খেয়ে হলে যাই। ওহ, বলাই হয়নি আমি উঠেছিলাম 'শেখ হাসিনা' হলে। আমরা ফ্রেশ হয়ে বের হই ঘুরে দেখার জন্য। প্রথমেই গিয়েছিলাম মুন্নি চত্বরে। এরপর বিভিন্ন অনুষদ ঘুরে দেখি। ব্যবসায় শিক্ষার ছাত্রী হওয়ায় আগে গিয়েছিলাম বিজনেস ফ্যাকাল্টিতে। নাট্যকলা অনুষদ ছিল সবচেয়ে সুন্দর। সেদিন সৌভাগ্যক্রমে নাট্যকলা অনুষদের নাটক প্রদর্শনী ছিল। তাই সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম মুক্তমঞ্চে। নাটকটি সুন্দর ও শিক্ষণীয় ছিল। রাতে গিয়েছিলাম বটতলায় জাবির বিখ্যাত ভর্তা-ভাত খেতে। তারপর রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য হেঁটে হেঁটে হলে ফিরলাম। আসার সময় আরও দেখলাম রং-বেরঙের শাড়ি ও চুড়ির দোকান। পরের দিন সকালে আমরা গিয়েছিলাম শান্তি নিকেতনে।

জায়গাটা এত রোমঞ্চকর বলে বোঝানো যাবে না। আমার প্রিয় জায়গাগুলোর মধ্যে অন্যতম। আমার মন খুশিতে নেচে উঠছিল আবার খারাপ লাগছিল এই ভেবে যে, আজই ফিরে যেতে হবে। ওখান থেকে এসে আমরা হলেই নাস্তা করে নিলাম। আপুর ক্লাস থাকায় আপু চলে গেল আর আমি একা একা হলটি ঘুরে দেখছিলাম। এরপর দুপুরবেলায় মধ্যাহ্নভোজ শেষ করে, মুরাদ চত্বরের প্রিয় এক কাপ চা খেয়ে বাসে করে চলে এলাম। আসার সময় ভাবছিলাম নিজেকে ঠিকমতো প্রস্তুত করে জাবিতেই আবার ফিরে আসতে হবে। আসতেই হবে।

সুমাইয়া জামান
শ্রেণি : একাদশ
শাখা : মার্কারি

সাজেকের প্রিয় লুসাই গ্রাম

সবে মাত্র এসএসসি পরীক্ষা শেষ হয়। পরিবারের সদস্যরা মিলে হঠাৎই পরিকল্পনা করলাম ঘুরতে যাবো। অনেক পরিকল্পনা করার পর আমরা ঠিক করলাম সাজেক ভ্যালি যাবো। ২ অক্টোবর, রবিবার ২০২২ ঠিক রাত ১:৩০ মিনিটে আমাদের বাস ছিল। সকাল ৭টার দিকে আমাদের বাসটি খাগড়াছড়ির শাপলা চত্বরের কাছে গিয়ে থামে। তখন আমরা নিজেদের ব্যাগপত্র গুছিয়ে নেমে পড়ি। আমার বাবা চান্দের গাড়ি ঠিক করতে যায় সাজেক যাওয়ার জন্য। আমরা নাস্তা সেরে ফেলি আর আমার বাবা চান্দের গাড়ি ঠিক করে আসে। ঘড়িতে তখন বাজে সকাল ১০টা। আমাদের চান্দের গাড়িটি ছুটে চললো সাজেকের উদ্দেশ্যে। সাজেক যাওয়ার পথেই দেখি রাস্তার এক পাশে পাহাড়ি মানুষরা বিভিন্ন পাহাড়ি ফল বিক্রি করছিল। আমরা সেখান থেকে মিষ্টি লেবু, ডাব ও পেঁপে কিনে খাই। দুপুর ১:৩০ মিনিট সাজেক পৌঁছে যাই এবং সেখানে মাচাং ঘর নামে হোটেলে উঠি আমরা একরাত থাকার জন্য। যেহেতু টিকিট অনলাইনে কেটেছিলাম তাই হোটেল খোঁজার জন্য ঘুরোঘুরি করতে হয়নি। তারপর আমরা বিশ্রাম নিয়ে, গোসল করে দুপুরের খাবার খেয়ে বিকেলের দিকে যাই ঐতিহ্যবাহী লুসাই গ্রামে। সেখানে গিয়ে আমি আর আমার ফুফাতো বোন ঐ গ্রামের মানুষের পাহাড়ি জামা ভাড়া নিয়ে পরিধান করি। তখন যেন নিজেকে একজন পাহাড়ি মনে হচ্ছিল। গ্রামটির ভিতরের পরিবেশটি খুবই সুন্দর। দেখলেই মন ভরে যায়। আপনারাও চাইলে একবার হলেও এই লুসাই গ্রাম ভ্রমণ করবেন। সেদিন আর কোথাও যাইনি আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত থাকার কারণে। পরদিন সকালেই ফজর নামাজ সেরে চান্দের গাড়ি দিয়ে চলে যাই কংলাক পাহাড়ে। আব্বু-আম্মুকে পিছনে রেখেই আমরা চার ভাই-বোন লাঠি দিয়ে ভর করে উঠে যাই কংলাক পাহাড়ে। উঠতে একটু কষ্ট হলেও উঠে যেই প্রকৃতি দেখতে পাই সেই কষ্ট যেন মুহূর্তে ভুলে যাই। পাহাড়ের উপরেও অনেক দোকান ছিল আমরা সেখান থেকে আইসক্রিম কিনে খাই। পাহাড়ে অনেক ঘুরাঘুরি করে সকাল ১১টায় নাস্তা সেরে আবার খাগড়াছড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। খাগড়াছড়ির বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করার জন্য। আবার পাহাড়ি রাস্তা ধরে আসতে আসতে আসি খাগড়াছড়ির একটি ঐতিহ্যবাহী হোটেলে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য। খেয়েই চলে যাই রিসাং ঝরনায়। ঝরনায় পৌঁছানোর জন্য অনেকক্ষণ হাঁটতে হয়, সেখানে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না। সেদিন খুবই বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তা পিচ্ছিল ছিল। আমরা খুবই আস্তে আস্তে ঝরনার দিকে যাচ্ছিলাম। ঝরনা দেখে এসে আবার চান্দের গাড়িতে উঠে যাই আলুটিলা যাওয়ার জন্য। আবার আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে যেতে যেতে আলুটিলা পৌঁছে গেলাম। সেখানের পরিবেশ একদমই আলাদা। সেখানে দোলনায়ও চড়লাম। পাহাড়ের উপর দোলনা চড়ার মজাই আলাদা। আবার চান্দের গাড়িতে উঠে পড়লাম ঝুলন্ত ব্রিজ দেখতে যাওয়ার জন্য। আমাদের ভাগ্য এতই খারাপ ছিল যে, সেদিন সারা দেশেই বিদ্যুৎ ছিল না। ফলে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার কারণে ঝুলন্ত ব্রিজ দেখতে পারিনি। তারপর খাগড়াছড়ি শহরের দিকে এসে পড়লাম এবং একটি হোটেল ভাড়া নিলাম। পরদিন ৫ অক্টোবর আমরা খাগড়াছড়ি থেকে কিছু মার্কেটিং করে সেদিনই দুপুরে খেয়ে একটি বাসে রওনা দেই ঢাকা আসার উদ্দেশ্যে। আমাদের সাজেক ভ্রমণটা খুবই আনন্দময় ছিল। আপনারা সময় করে একবার হলেও সাজেক ভ্যালি ভ্রমণ করে আসবেন। আশা করি ভালো লাগবে।

নীলগিরি অভিযান

জাহরা মুবতাসিম
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ইলেকট্রন

নীলগিরি বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। নীলগিরির সৌন্দর্যের কথা অনেকের কাছে শুনেছি। তাই নীলগিরির সৌন্দর্য উপভোগ করতে একদিন ভোরবেলা আমি ও আমার পরিবার গাড়িতে চড়ে রওনা হলাম নীলগিরির উদ্দেশ্যে। প্রথমে চট্টগ্রামে একদিন ফুপির বাসায় থেকে তারপর চলে গেলাম কক্সবাজার। কক্সবাজার ঘুরে আমরা চলে আসলাম বান্দরবান। বান্দরবান থেকে চান্দের গাড়িতে উঠে রওনা হলাম নীলগিরি। চান্দের গাড়িতে করে নীলগিরি যাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল খুব রোমাঞ্চকর। প্রথমে বান্দরবান শহরের দূষিত বাতাসের কারণে তেমন একটা ভালো লাগেনি। তবে শহর ছেড়ে বাহিরে আসতে শীতল ও পরিষ্কার বাতাসে শরীর ও মন যেন সজীব হয়ে উঠল। পাহাড়ি উঁচুনিচু ও আঁকাবাঁকা রাস্তা আর চারপাশের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমরা চিম্বুক পাহাড়ের কাছাকাছি যখন আসলাম তখন আমার ভাইয়ের জ্বর আসল। কিন্তু চারপাশে কোথাও ঔষধের দোকান নেই। জনবসতিও বেশ দূরে দূরে। ডাক্তার বসে বলে এক জায়গায় যাওয়া হলেও ডাক্তার সেখানে ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত এক চায়ের দোকানে ঔষধ পাওয়া গেল। চিম্বুক পাহাড় থেকে চলে যাওয়ার আগে আমি আর মা চারপাশে একটু ঘুরে দেখলাম এরপর আবার রওনা হলাম। কিছুক্ষণ পর আমাদের মাথার ওপর ঘন কালো মেঘ জমে গেল। মনে হচ্ছিল এখনি বৃষ্টি নামবে। আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম। পাহাড়ি রাস্তায় বৃষ্টিতে গাড়ি চালানো বিপজ্জনক হতে পারে। এদিকে আমাদের গাড়ির ওপর ছাউনি নেই। কিন্তু যা ভয় পাচ্ছিলাম তাই হলো। টুপ-টাপ বৃষ্টি শুরু হলো। আমরা তাড়াতাড়ি গাড়ি থামালাম এবং আমাদের গাড়ির চালক পলিথিনের ছাউনি লাগাল গাড়ির ওপর। ছাউনি লাগাতে লাগাতে তুমুল বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টিতে হালকা ভিজতে ভিজতে পাহাড়ি রাস্তায় চান্দের গাড়িতে যেতে অবশ্য বেশ ভালোই লেগেছে। তারপর ঝড়-বৃষ্টি পেরিয়ে আমরা পৌছে গেলাম নীলগিরি। নীলগিরির অপূর্ব সৌন্দর্যে আমরা সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম। উঁচু পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে যতদূর পর্যন্ত চোখ যায় শুধু সবুজ উঁচুনিচু পাহাড়। পাহাড়ের মাঝে মাঝে আঁকাবাঁকা নদী। কোথাও কোথাও জনবসতি চোখে পড়লেও তা অনেক দূরে দূরে। নীলগিরির পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক কল্পনার রাজ্যে এসে গেছি। রাতের বেলা ঘটল একটা মজার ঘটনা। আমাদের রুমের সামনে রেলিংয়ের সাথে প্যাঁচানো একটা লাল সাপ দেখা গেল। সাপটা দেখে আমরা ভয় পেয়েছি আবার মজাও লেগেছে। মনে হচ্ছিল জঙ্গলেই বেড়াতে এসেছি। পরে অবশ্য লোক এসে সাপটাকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে ফেলে। পরের দিন ভোরবেলা ফজরের নামাজ পড়েই বের হয়েছিলাম সূর্যোদয় দেখতে। আকাশে পূর্বদিকে সূর্যের আলোর লাল আভায় চারদিক আলোকিত হয়ে উঠছিল। দূরে তাকালে তখন চারপাশে শুধু মেঘ দেখা যাচ্ছিলো। ঘন মেঘ উপর থেকে দেখে সমুদ্রের স্থির পানির মতো লাগছিল। নীলগিরি থেকে ফেরত আসার পরও মন যেন বারবার সেখানের অপরূপ সৌন্দর্যের কাছেই চলে যেতে চায়। সব মিলিয়ে নীলগিরিতে বেড়ানো আমার কাছে অ্যাডভেঞ্চারের মতোই লেগেছে।

চিনি ও চড়ুই

মো: মোস্তাকিম হাওলাদার
সহকারী শিক্ষক

গ্রামে সকাল হয় একটু তাড়াতাড়ি। লোকে খেত থেকে তোলা সবজি-তরকারি নিয়ে বের হয় ফজরের নামাজ শেষেই। তারা বাজারে বেচাকেনা শেষে যখন ফিরে আসে, তখনো সকালে শান্ত পরিবেশে কোলাহল শুরু হয় না। ছেলেমেয়েরা হয়তো মসজিদের মক্তবে ছুটি পেয়েই খুনশুটি করতে করতে রাস্তা ধরে ফিরতে থাকে। হাঁস-মুরগিগুলো খাবারে মনোযোগ দেয়। বেকারির রুটিগুলো সকাল সকাল মুদি দোকানগুলোতে চলে আসে।

দক্ষিণ পাড়ার মসজিদটার পাশ ঘেঁষে ইটের রাস্তা ধরে এগিয়ে কিছু দূর গিয়ে ডানে মোড় নিয়ে আবার কিছু দূর হাঁটলেই বড়ো পুকুর। পুকুরের ঘাটের পাশেই বড়ো গাছটার নিচে খেলা করছে চড়ুই আর চিনি। শান্ত সকালে পুকুর পাড়ে আনন্দে উড়ে বেড়ানো আর খেলাধুলার মাঝেই তাদের দুরন্তপনা আর কথা চলছে। তারা ছোটো থেকেই অনেক কিছু শিখেছে। তারা এখন মানুষের বইগুলো পড়তে ও বুঝতে পারে। চিনি আবার আঁকিবুকি করে মানুষের মতোই যেখানে সেখানে লিখতেও পারে। মা চড়ুই আর বাবা চড়ুই তাদের দিকে আসে আর তাদের সাথে নিয়ে বসে একটি গাছের ডালে।

গত বছর প্রকাণ্ড ঝড়ে যখন তাদের বাসাটা ভেঙে গেল, অন্ধকারেই চড়ুই আর চিনিকে নিয়ে তারা মনসুর সাহেবের বাড়ির দোতলার বারান্দায় আশ্রয় নেয়। একটু একটু করে আবার গড়ে তোলে এই ছোট্ট খড়কুটোর নীড়। মনসুর সাহেব তাদের দেখে বলে, "এ যে আনন্দ আর সৌভাগ্যের চিহ্ন নিয়ে আমার বাড়িতে বাসা বেঁধেছে।" তখন থেকেই মনসুর সাহেব যত্ন করে বারান্দায় খাবার ও পানির সুন্দর ব্যবস্থা করে রাখে। পাখিগুলো মুক্ত অবস্থায়ও থাকতে পারে আবার খাদ্যের জন্য গরমে বা শীতে কষ্ট পায় না। মনসুর সাহেবের বাড়ির মেহমানরা পাখিদের আদর করে খাবার আর পানি দেয়। পাখিগুলো যখন খাবার খায়, বড়ো-ছোটো সকলেই মনে আনন্দ লাভ করে। চড়ুই, চিনি আর তাদের মা-বাবার মতো অনেকগুলো পাখি বাসা বেঁধেছে এই বাড়ি, বাগান আর পুকুর জুড়ে। চিনি-চড়ুই-এর

> কলেজের বিশাল প্রাঙ্গণ দেখে, চিনি এত এত শিক্ষার্থী দেখে অবাক হয়। গ্রামে এত ছেলেমেয়ে কোথায়! সকালে এত মেয়েদের একসাথে দাঁড়িয়ে "আমার সোনার বাংলা" গাইতে দেখে তার গর্ব হয়।

মতো অনেক ছোটো পাখিই এখন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকের পড়ানোর সময় কান পেতে মনোযোগ দিয়ে পড়াগুলো বুঝতে চেষ্টা করে। তারা কিছু বোঝে, আবার কিছু বোঝে না। শব্দ দূষণ, খাবারে বিষ, বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব এসব কঠিন বিষয়গুলো তারা কম বোঝে। কারণ তাদের বসবাসের পরিবেশে দূষণ, বিষ আর পানিতে কোনো দূষণ খুঁজে পায় না।

চড়ুই-এর মা তাদের দুই ভাই-বোনকে কথা দিয়েছিল, এবার তাদের মামার বাড়ি ঘুরাতে নিয়ে যাবে। এ নিয়ে চড়ুই আর চিনি বেজায় খুশি। কিন্তু চিনি মেয়েটা তার বাবাকে বলে, বেশিদিন বেড়ানোর জন্য তাদের পছন্দের পড়ার ক্লাসগুলো বাদ পড়তে পারে। মা চড়ুই আশ্বস্ত করে, শহরে তার মামার বাসা বিশাল এক স্কুলেই। এতে তারা আরও খুশি হয়ে ওঠে।

দু'ভাই-বোন আর তাদের মা-বাবা মিলে বাসস্ট্যান্ডে এসে একটি সুন্দর বাসের উপর বসে। তখন তাদের প্রিয় বাড়িটার কথা মনে পড়ে। কয়েক গাছা খড়খুটোয় তাদের প্রিয় বাড়িটা সকলকে দেখে রাখার কথা বলে মামার বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে।

বাসটা যখন মানুষের স্বপ্নের পদ্মাসেতু পার হয়ে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল, চারটি চড়ুই পাখি অবাক হয়েছে বিশাল জলরাশির মাঝে একটি রাস্তা দেখে। মানুষ কি না পারে! বাবা চড়ুই তাদের বলে, এ পথ পার হয়ে শহরে যেতে কত কষ্টই না ছিল আগে। আর এখন কত তাড়াতাড়ি পার হয়ে গেল! চিনি আর চড়ুই অবাক হয়ে এ সুন্দর মুহূর্ত উপভোগ করে। কিন্তু বাসের তীব্র গতিতে অল্প সময়েই এ মুগ্ধতা শেষ হয়ে যায়। মা চড়ুই বুকে আগলে রাখে, যেন বাতাসে বাচ্চা দুটো ছিটকে না যায়।

শহরে ঢুকেই এক নতুন অভিজ্ঞতা হয় চিনি আর চড়ুই এর। চারপাশে কালো ধোঁয়া, মানুষ আর মানুষ, তীব্র হর্নের শব্দ, যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলা, দুর্গন্ধ, কিছু ধূমপায়ী মানুষের পথ চলতে চলতে ধূমপান তাদেরকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। মানুষের লেখা বইয়ের শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ, কোলাহল-এর কথা মনে পড়ে তাদের। তারা ভেবে অবাক হয়, "যে মানুষ এত সুন্দর পথ বানায়, তারা নিজেরাই নিজেদের কীভাবে ক্ষতি করে!

মামার দেয়া ঠিকানা মতোই তারা বড়ো কামান রাখা রাস্তার সম্মুখে গেট দেখতে পায়। তাদের মামা বলেছিল, এ হলো জাহাঙ্গীর গেট। এ পথে সোজা আসলেই একটা ক্রসিং, ঠিক ক্রসিং-এর পর ডানে একটা প্রাচীর। উপরে উঁচু একটা তোরণে লেখা–"শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ।" গেট থেকে সোজা দোতলা বারান্দার উপরে তাকালেই একটা খড়কুটোর চড়ুই-এর বাসা। এটাই তাদের মামা বাড়ি।

চড়ুই আর চিনি লক্ষ করে, কামান রাখা রাস্তা দিয়ে ঢুকে চিত্রটা আলাদা। এখানে কোনো কোলাহল, অনিয়ম, দূষণ বা আবর্জনার গন্ধ নেই। কৌতূহল তাদের যায় না!

মামা বাড়ি এসে মামা, মামি, মামাতো ভাই-বোনদের অনেক দিন পর দেখে সবাই আনন্দে নেচে ওঠে। চড়ুই-এর মায়ের চোখ ছল ছল করে। চড়ুই-এর মামা সান্ত্বনা দেয়। চড়ুই তার মামাতো ভাইকে জিজ্ঞেস করে, ওদের বাসার সাথেই সাদা রঙের ওটা কি? ওর মামাতো ভাই বলে, শহরে চোর-ডাকাত-এর উৎপাত। তাই, তারা ওটা অনেক টাকা খরচ করে বসিয়েছে নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু চড়ুই-এর বিশ্বাস হয় না। খড়কুটোর বাড়ির পাশে অত দামি চোখটা কেনা এত সহজ না।

ভাই-বোন মিলে কলেজের বিশাল প্রাঙ্গণ দেখে। চিনি এত এত শিক্ষার্থী দেখে অবাক হয়। গ্রামে এত ছেলেমেয়ে কোথায়! সকালে এত মেয়েদের একসাথে দাঁড়িয়ে "আমার সোনার বাংলা" গাইতে দেখে তার গর্ব হয়। চিনি পড়েছে, এদেশের মানুষ কত কষ্ট করে ওই সামনের লাল-সবুজ পতাকা পেয়েছে। তার গ্রামের স্কুলের মাস্টার মশাই বলেছে, কত লক্ষ লক্ষ মানুষ মরেছিল এই পতাকা আর দেশের জন্য।

চিনি-চড়ুই আরও বেশি অবাক হয়, সকালবেলায় এত এত পুরস্কার আর করতালি দেখে। তাদেরও শখ জাগে, "যদি এমন অনেক পুরস্কার তারা পেত।"

এভাবেই তাদের শ্রেণিকক্ষে ঘুরে ঘুরে, এত এত ক্লাসরুম, ফুলের বাগান, পার্কের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা দেখে আনন্দে দিন কাটে। তারা আশেপাশে দল বেঁধে প্রতিবেশী চড়ুইদের সাথে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কলেজ থেকে একটু বেশি দূরে গেলেই অবাক আর অস্বস্তি হয় তাদের। দূষণমুক্ত, নিরিবিলি, নিরাপদ পানি, শৃঙ্খল পরিবেশের অভাবে দ্রুতই তাদের ফিরে আসতে হয়।

এখানে এসে চড়ুই-চিনি অল্প দিনে অনেক কিছু শিখেছে। শৃঙ্খলা মানুষকে সভ্য করে তোলে। কলেজের ভিতরে সে নির্মল পরিবেশ পায় বটে, কিন্তু পুকুর পাড়ের খেলার জায়গা সে অনুভব করে। এখানে পুকুর নেই। এটার অভাব তাকে বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়। চড়ুই-এর মা-বাবা রাতে তাদের বেড়ানো শেষ হওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। রাতে চিনি তার মামাতো ভাইকে বলে, ওই সাদা চোখ হলো ক্লোসড সার্কিট ক্যামেরা। এখানে আশেপাশে সব জায়গাতেই আছে। মামাতো ভাই লজ্জা পায়। সে আর মিথ্যে বলবে না, এই প্রতিজ্ঞা করে। চড়ুই বলে, শহরের মানুষের যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলা উচিত নয়। ময়লা ফেলার পাত্র থাকা সত্ত্বেও তারা ঠিক মতো ব্যবহার করে না। দুর্গন্ধ ছড়ায়।

ভোরে যখন তাদের মামা, মামি, মামাতো ভাই-বোন বিদায় দেয়, তখন কলেজের মাঠে তারা সমাবেশ অনুষ্ঠান দেখতে পায়। চড়ুই আর চিনি আবেগ ধরে রাখতে পারে না। তারা একটি গাছে গিয়ে বসে। সমাবেশ শেষে অধ্যক্ষ মহোদয় বলেন, "বাচ্চারা তোমাদের মানুষের মতো মানুষ হতে হবে।"

চড়ুই-চিনির মা-বাবা তাদের দ্রুত প্রস্তুত হতে বলে। ফিরে যাওয়ার পথে চিনি তার বাবাকে বলে, "বাবা, ওরা তো মানুষ-ই। ওরা আবার মানুষ হবে কীভাবে!" চড়ুই ওর মাকে প্রশ্ন করে, "মা, আমরা কি তবে মানুষ হব নাকি চড়ুই!" তাদের মা-বাবা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তি পায়। আনন্দের তৃপ্তি।

চন্দ্রিকা বিশ্বাস
প্রদর্শক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাদ্য ও শৃঙ্খলা

সাফল্য, খ্যাতি, প্রতিপত্তি যা-ই অর্জন করতে চাই না কেন আগে দরকার স্বাস্থ্য সুরক্ষা। শরীর সুস্থ না থাকলে ব্রেনও সঠিকভাবে কাজ করে না, তাই জ্ঞানার্জনের জন্যেও আগে শরীর সুস্থ থাকা জরুরি। অসুস্থ শরীরে খেলাধুলা করাও সম্ভব নয়। কোথাও বেড়ানো যায় না। তাই সবকিছুর মূলে রয়েছে স্বাস্থ্য। আমরা যখন অসুস্থ হই তখন সুস্থতার গুরুত্ব বুঝতে পারি। বাড়ি-গাড়ি বিশাল ধন-সম্পদ থাকার পরেও শরীর যদি অচল হয়ে পড়ে, পঙ্গু হয়ে যান তবে দেখবেন- সেই সম্পদ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। তখন জীবন থেকে সব আনন্দ

মুছে যায়, দামি দামি সুস্বাদু খাবারে টেবিল ভরে রাখলেও খেতে পারছেন না- তখন মনে হবে সবকিছু থেকেও তিনি নিঃস্ব। কিন্তু কিছু খাদ্য ও শৃঙ্খলা মেনে চললে নীরোগ থাকা যায়। পাওয়া যায় সুস্থ প্রাণবন্ত আনন্দময় জীবন।

আমাদের দেহ-মন-আত্মার মধ্যে রয়েছে গভীর যোগসূত্র। ইতিবাচক চিন্তা করলে মনোবল বেড়ে যায়। সততা, কৃতজ্ঞতা, সরলতা, প্রেম, ক্ষমা, ধৈর্য, সাহস ইত্যাদি পজিটিভ গুণ মনের শক্তি। আবার নেগেটিভ চিন্তা মনকে দুর্বল করে, মানসিক আঘাতে শরীর বিপর্যস্ত হয়। সফটওয়্যার ছাড়া যেমন হার্ডওয়ার অচল, তেমনি মনের সুস্থতা ছাড়া শরীরও সুস্থ থাকতে পারে না।

মানুষ এই বিশ্ব প্রকৃতির অংশ। তাই বলা হয়, "যা আছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে এই দেহভাণ্ডে"। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ৫টি মৌলিক উপাদান মাটি, পানি, আগুন, বাতাস, আকাশ এগুলো আমাদের দেহেরও মূল উপাদান। এ উপাদানগুলোর ভারসাম্য না থাকলে আমাদের দেহেরও ভারসাম্য থাকে না।

(১) মাটির পুষ্টিগুণ খাদ্যের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে।

(২) শরীরে পানির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন আড়াই থেকে তিন লিটার পানি পান করা প্রয়োজন।

(৩) আগুন বা তেজতত্ত্বের জন্য সূর্যোদয়ের কিরণ গায়ে লাগাতে হবে, যার মাধ্যমে শরীরে ভিটামিন-ডি তৈরি হবে।

(৪) বাতাসের উপাদান অক্সিজেনের মাত্রা ঠিক রাখতে হলে ভোরের খোলা বাতাস গায়ে লাগাতে হবে।

(৫) আর বাকি রইল আকাশের গুণ বা মহাশূন্যতা, যে যতটা চিন্তাশূন্য হতে পারবে এবং নেগেটিভ এনার্জিশূন্য হতে পারবে অর্থাৎ রাগ, লোভ, হিংসা, অহংকার ইত্যাদি দূর করতে পারবে তাঁর শরীর ও মন ততটা সুস্থ থাকবে।

ধান, গম, শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদি মাটি থেকে খাবার গ্রহণ করে পরিপুষ্ট হয়, আবার এগুলো খেয়ে আমরা পুষ্টিলাভ করি। এভাবে আমরা মাটির গুণাগুণ শরীরে ধারণ করি।

শরীর সুস্থ ও প্রাণবন্ত রাখার জন্য যে খাদ্য উপাদানগুলো আমাদের প্রয়োজন-

১৮টি মিনারেল, ১২টি ভিটামিন (মিনারেল আর ভিটামিন আমরা ভাত-রুটি, বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি, ফলমূল,

বিভিন্ন ধরনের বাদাম ইত্যাদি থেকে পাই।)

২২ প্রকার অ্যামাইনো এসিড (এগুলো মাছ-মাংস-ডিম-দুধ-বিভিন্ন প্রকার ডাল, সয়াবিন অর্থাৎ প্রোটিন জাতীয় খাবার থেকে পাই।)

ওমেগা-৩, ওমেগা-৬, ওমেগা-৯ (এগুলো স্নেহজাতীয় খাবার যেমন তেল-মাখন-ঘি থেকে পাই।)

- এনজাইম, হরমোন, বায়ো-ইলেক্ট্রিক্যাল এনার্জি, লাইফ-ফোর্স এনার্জি বা প্রাণশক্তি (এগুলো শুধু জীবন্ত উদ্ভিজ্জ খাবার থেকে পাওয়া যায়। যেমন- গ্রিনজুস বা টাটকা সবুজ পাতার রস, তাজা ফলমূল, অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ ইত্যাদি)

- পর্যাপ্ত অক্সিজেন ও পানি

এই খাদ্য উপাদানগুলোর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন লিমিট আছে। লিমিটের মধ্যে থাকলে আমরা সুস্থ থাকি এবং এর থেকে কম বা বেশি থাকলে অর্থাৎ লিমিটের বাইরে গেলে আমরা অসুস্থ হই।

স্রষ্টা প্রকৃতির মাধ্যমে আমাদের যেভাবে খাবার দেন আমরা যদি সেভাবে খাবারগুলো খাই তাহলে আমরা সুস্থ থাকব। প্রকৃতি প্রদত্ত খাবার পরিশোধন করতে যেয়ে আমরা তার আসল পুষ্টি উপাদান নষ্ট করে ফেলি এ-কারণে রিফাইন করা সাদা চাল, আটা, তেল, চিনি এগুলোতে কোনো পুষ্টি উপাদানই নেই। তাছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক সার, কিটনাশক, ফরমালিন এবং মাছ-হাঁস-মুরগি-গরু-ছাগল ইত্যাদিকে ফিড খাওয়ানোর ফলে খাদ্যে টক্সিন চলে আসে যার কারণে আমরা অসুস্থ হই।

- তাই প্রথমেই আমাদের অরগ্যানিক খাবার খেতে হবে।

- দ্বিতীয়ত প্রকৃতি যেভাবে দিচ্ছে সেভাবে খেলে বেশি পুষ্টি পাওয়া যাবে। যেমন- কাঁচা বা জ্যান্ত খাবার, এক কথায় রান্না ছাড়া খাবার যেমন- অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ, বাদাম, বিভিন্ন রকম তাজা ফল, টাটকা সবুজ পাতার রসে প্রচুর পরিমাণে জীবনীশক্তি থাকে।

সবজি কম তাপে ঢেকে রান্না করলে বেশি পুষ্টি পাওয়া যাবে।

আমিষ বা প্রোটিন শরীরের জন্য অপরিহার্য কিন্তু কতটুকু? শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ, এর বেশি হলে রক্তে ইউরিক এসিড ও খারাপ কোলোস্ট্রলের পরিমাণও বেড়ে যাবে। শরীরে টক্সিন জমতে থাকবে, যার ফলে উচ্চ-রক্তচাপ ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিতে থাকবে। তাই মাছ-মাংস-ডিম খেলেও তা অরগ্যানিক ও পরিমিত খেতে হবে।

কোনোভাবে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লে, প্রকৃতি আবার তা নিরাময়ও করতে পারে । প্রকৃতিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অনেক ঔষধি গাছ, যা অনেক জটিল রোগকেও সারিয়ে তুলতে পারে।

মাঝে মাঝে না খেয়ে থাকলে শরীর ভালো থাকে। আমাদের শরীরের কোষগুলো খুব ব্যস্ত থাকার কারণে সেখানে মাঝে মাঝে অনেক ময়লা জমে যায়। আমরা যদি সেই ময়লা মাঝে মাঝে পরিষ্কার না করি তাহলে কোষগুলো একসময় নিষ্ক্রিয় হয়ে শরীরে বিভিন্ন প্রকার রোগ উৎপন্ন করতে পারে। মাঝে মাঝে খালি পেটে থাকলে তারা নিজের কোষের আবর্জনা নিজেই খেয়ে ফেলে। মেডিক্যাল সাইন্সে এই পদ্ধতিকে বলা হয় অটোফেজি। ২০১৬ সালে জাপানের ডাক্তার 'ওশিনরি ওসুমি' অটোফেজি আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরষ্কার পান।

শরীর সুস্থ রাখার জন্য নিয়মিত করণীয় কিছু পরামর্শ

সকালে খালি পেটে ১ গ্লাস কুসুম গরম পানিতে ১ চামচ লেবুর রস মিশিয়ে খেলে শরীরের টক্সিন দূর হয় এবং লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকায় শরীরে এসিড ও ক্ষারের ভারসাম্য হয়।

ভাত খাওয়ার মধ্যে পানি না খেয়ে খাবারের কমপক্ষে আধঘণ্টা পরে ১ গ্লাস পানি খাওয়া।

প্রতিদিন আড়াই থেকে তিন লিটার পানি পান করা।

- স্রষ্টা মৌসুমি ফলের মধ্যে সেই মৌসুমের প্রতিষেধক পাঠিয়ে দেন, তাই প্রতিদিন কিছুটা হলেও মৌসুমি ফল খাওয়া উচিত

খাবারের কমপক্ষে ৩০% কাঁচা খাওয়া, যেমন তাজা ফল, অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ, বাদাম, সবুজ পাতার রস ইত্যাদি সকালে খেতে হবে রাজার মতো, দুপুরে প্রজার মতো আর রাতে ভিখারির মতো।

অর্থাৎ সকালে পুষ্টিকর ভালো ভালো খাবার পেট ভরে খেতে হবে, এটা শরীরে কাজ করার শক্তি হিসেবে ব্যয় হবে তাই ফ্যাট জমবে না, দুপুরের পর সকালের চেয়ে তুলনামূলক কম পরিশ্রম করা হয় আর রাতে ঘুমাতে হয় বলে রাতের খাবার বেশি খেলে ফ্যাট জমে। তাই সকালের চেয়ে দুপুরে তুলনামূলক কম খাওয়া এবং রাতে হাল্কা খাবার গ্রহণ করা উচিৎ।

রাত ১১.০০টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়া এবং ভোরে সূর্য উঠার আগে ঘুম থেকে উঠা।

সকালে খালি পেটে
১ গ্লাস কুসুম গরম পানিতে
১ চামচ লেবুর রস মিশিয়ে খেলে
শরীরের টক্সিন দূর হয়

শহিদ আনোয়ারের কথা

রাশিদা রহমান
(শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার হোসেনের খালাম্মা)

'৭১-এর ২৭ মার্চ যশোর বর্ডারে গ্রীষ্মকালীন মহড়ায় নিয়োজিত ক্যাপ্টেন হাফিজ এবং সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আনোয়ার হোসেনকে ক্যান্টনমেন্টে ডেকে আনা হয়। বাঙালি অফিসারদের জন্য রেডিও নিষিদ্ধ থাকায় ২৫ মার্চের তাণ্ডবের কিছুই জানা ছিল না এই দুই অফিসারের।

২৯ মার্চ নিরস্ত্র করার পর মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে আনোয়ার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে ব্যাজ খুলে ফেলেন। এবং ক্যাপ্টেন হাফিজ তার সঙ্গে যুক্ত হন। (ক্যাপ্টেন হাফিজের জবানবন্দিতে এ কথা জানা যায়।) এরপর ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে অস্ত্রাগার ভেঙে প্রায় ৩০০ জওয়ান নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে তারা বেরিয়ে পড়েন যশোর বর্ডারের উদ্দেশ্যে। দুপুর গড়িয়ে যাবার পর ক্যান্টনমেন্ট থেকে তিন-চার মাইল পার হয়ে কাজী নজরুল ইসলাম কলেজের কাছাকাছি নিরাপদ স্থানে পৌঁছার পূর্বমুহূর্তে শত্রু পক্ষের ছোড়া মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় তাঁর বুক, পেট। বাংলাদেশের স্বাধীনতার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ প্রথম অফিসার এক দুঃসাহসিক সমরে অকাতরে জীবনদান করে সূচনা করেন যশোর এলাকার মহান মুক্তিযুদ্ধ তথা বাংলাদেশের সশস্ত্র সংগ্রাম।

(অবজারভার পত্রিকা, ১২ মার্চ '৭২)

আনোয়ার হোসেনের গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর জেলার শাহারাস্তির সোনাইমুড়ি গ্রামে, পাটোয়ারী বাড়ি। পুলিশ অফিসার বাবা আব্দুল হক এবং নূরজাহান বেগমের দ্বিতীয় সন্তান। পুলিশের চাকরির সুবাদে তাঁর বাবা তখন চাঁদপুরে, নানা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি প্রাইমারি ট্রেনিং স্কুলের হেডমাস্টার, সমাজসেবক, থাকেন হাজীগঞ্জে, এখানেই জন্ম আনোয়ার হোসেনের, ১৯৪৭ সালের ৫ মে। দাদা-নানা দুদিক থেকে বাড়িতে প্রথম নাতি। কাজেই আদরের দুলাল। দাদা, রেহানুদ্দিন নাম দিলেন বেলাল (আহ্বানকারী)। সেদিন কি কেউ জানত ওর দাদার দেয়া নামকে সার্থক করে সেই প্রথম ডেকে নিয়ে যাবে বীর সহযোদ্ধাদের বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে আর জীবনদানের কাতারে সেই হবে প্রথম শহিদ সামরিক অফিসার।

আনোয়ার হোসেনের জীবনের একেবারে শুরুটা কক্সবাজারের ঝাউবনের একটানা সুর আর সমুদ্রের গভীর গর্জনে ঝিনুক খোঁজার মাঝে। হয়তো বা কিছুটা ভাবুক এবং গভীর জীবনবোধের এটা একটা কারণ।

পুলিশ অফিসার বাবার চাকরির সুবাদে কক্সবাজার, সিলেট, কুমিল্লা হয়ে চট্টগ্রামে আসে ওরা ১৯৫৮ সালে। অলিখাঁ মসজিদের কাছে পাহাড়ের নিচে ওদের বাসা। ওপরে প্রবর্তক সংঘের আদর্শ বিদ্যাপীঠ। এখানেই শুরু হয় আনোয়ার হোসেনের প্রকৃত শিক্ষাজীবন। প্রবর্তক সংঘের শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তা-চেতনা, আচার-অনুষ্ঠান, ওকে উন্নত মানুষ হওয়ার মন্ত্রে দিক্ষিত করে তুলেছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইতোমধ্যে সংসারে নেমেছে দুর্যোগ। নিষ্ঠাবতী মা, নূরজাহান বেগম তাঁর দেড় বৎসরের এক কন্যা সন্তানকে দুর্ঘটনায় হারিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। বিশৃঙ্খল বেহাল এক সংসারে, প্রাক কৈশোরে, আজন্মের সৈনিক আনোয়ার হোসেন নিজেকে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে নিজেই ক্যাডেট কলেজের ফরম এনে বাবার স্নেহানুভূতিতে ফরম পূরণ করে সহজেই ভর্তি হয়ে যায় ক্যাডেট কলেজে। ব্রাউন সাইন ক্যাডেট কলেজে। পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র ক্যাডেট কলেজ চট্টগ্রাম।

এ পৃথিবীতে বিশেষ কাজের জন্যই যে তাঁর জন্ম হয়েছিল তারই

প্রশিক্ষণ হলো ক্যাডেট কলেজে। খেলাধুলার প্রতি ছিল যেমন আকর্ষণ তেমন অ্যাথলেটিকসেও ছিল পারদর্শী।

দুর্বার ক্রসকান্ট্রি রেখে প্রথম হয়েছিল। একই সঙ্গে বইপড়া, গান শোনা, কৌতুক সবকিছুতেই ছিল অপার কৌতূহল আর পারদর্শিতা। আচার-আচরণ আর বিদ্যা-বুদ্ধিতে স্মিতহাসির অনন্য চরিত্রের এ ছেলেটি পরিবারে আশা জাগানিয়া দূত হয়ে এসেছিল।

এসএসসি এবং এইচএসসিতে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে ক্যাডেট কলেজ থেকে বেরিয়ে এল সাহিত্যমনস্ক, প্রাণবন্ত পূর্ণবিকশিত এক তরুণ। ছিল না উন্নাসিকতা, ছিল সুচারু পরিমিতিবোধ। উন্নত মানুষ হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে সমষ্টিকে তুলে ধরার একটা প্রেরণা ছিল অন্তরে। লালিত ছিল কৈশোর থেকেই– তাঁর ডায়েরি থেকে সে কথা জানা যায়। বাবা-মা, ভাই-বোনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্নের আনোয়ার!

ক্যাডেট কলেজ থেকে বেরিয়ে প্রথমে আর্মি ইঞ্জিনিয়ারিং কোরে ভর্তি হন আনোয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। প্রথম সেমিস্টারে আশানুরূপ ফল না হওয়াতে সরাসরি ২২তম পিএমএ কোর্সে আসেন। প্রথম দিকে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করলেও পরে স্বচ্ছন্দ হয়েছেন। পরিবার-পরিজনহীন আনোয়ার অনড় শৃঙ্খলে বাঁধা সৈনিক জীবনে ডিউটির ফাঁকে ফাঁকে একাকী পাহাড়ে ঘুরে হয়তো-বা সাহিত্যপাঠ, কিংবা মাউথ অর্গান বাজিয়ে একান্ত নিজস্ব ভুবনে দিন কাটিয়েছেন।

আনোয়ার মেধাবী ছিলেন। ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে কাকুল একাডেমিতে প্রাথমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করার গৌরব অর্জন করেছিলেন। এটা বাঙালিদের পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। ইংরেজি বক্তৃতায় আনোয়ারের বাগ্মিতার কথা সবার মুখে মুখে ছিল। উপস্থিত ইংরেজি বক্তৃতায় সে সময় কাকুল একাডেমিতে আর কেউ ছিল না। ম্যাপ কিডিং এও তাঁর সুনাম ছিল। এ ছাড়া একজন ভালো সাঁতারু ও ড্রিলার, অ্যাথলেট হিসাবে আনোয়ার পরিচিত ছিল।

ট্রেনিং চলাকালে যোগ্যতার ভিত্তিতে "কোং কোয়ার্টার মাস্টার সার্জেন্ট" করা হয়েছিল তাঁকে। এটা ছিল বাঙালিদের জন্য একটা বিশেষ গৌরব ও সম্মানের বিষয়।

কমিশন হবার পর আগে ক্যাডেটদের পাঠানো হয় বিভাগের অফিসার করে। অবশ্য বাঙালিদের পক্ষে রেজিমেন্টের অফিসার হয়ে আসা ছিল এক মস্তবড়ো অন্তরায়। কেউ ইচ্ছে বা তদ্‌বির করলেও কোনো ফল লাভ হতো না। কিন্তু আনোয়ার দেশে ফিরবে, পরিবারের পাশে দাঁড়াবে, দেশের সেবা করবে। সরাসরি তিনি মেজর পারভেজকে জানালেন তাকে বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার করতে হবে। মেজর পারভেজের প্রিয় ছাত্র আনোয়ার। তিনি তাঁকে পাঞ্জাব রেজিমেন্টে রাখতে চাইলেন তাঁর নিজের রেজিমেন্টে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আনোয়ারের অটল, অনড় জাতিত্বের কাছে হার মানলেন; অবশ্য এর বিনিময়ে আনোয়ারকে দিতে হয়েছিল অনেক খেসারত। সার্বিক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত মর্যাদা তাঁকে দেয়া হয়নি। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসাবেই বেঙ্গল রেজিমেন্টে আনোয়ারকে জয়েন করতে হয়েছিল।

আনোয়ার হোসেন আপন বিপর্যস্ত পরিবার দেখবে, দেশকে দেখবে- মানুষের জন্য কিছু করবে। তাইতো ছুটে এসেছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে। পোস্টিং যশোর ক্যান্টনমেন্ট! কিছুদিনের মধ্যে সিনিয়রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উন্নত ট্রেনিং-এর জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আসেন জানুয়ারির প্রথম দিকে। ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে ট্রেনিং শেষে যশোর ফিরে যান। উত্তাল তখন পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের চেতনায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এদেশবাসী। তখন পূর্ব-পাকিস্তান নয়, পূর্ব-বাংলাও নয়, শুধুই বাংলাদেশ।

দশ দফা নয়, ছয় দফা নয়, এক দফা, এক দেশ, এক ধ্বনি–স্বাধীনতা!

তারপর? দেশ স্বাধীন হয়েছে। শত শত মুক্তিযোদ্ধা বিজয়-ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে স্বদেশে ফিরেছে। ফিরেনি শুধু আব্দুল হক সাহেবের ছেলে!

সত্যিই কি আনোয়ার ফিরেনি, সত্যিই কি আনোয়ার নেই? কোরান শরীফে তো লেখা আছে– "তোমরা শহিদকে মৃত বলিও না।"

সাদিয়া আরেফিন
সিনিয়র শিক্ষক, আই. আর.

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ও তার প্রভাব

২০২২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, সেগুনবাগিচায় ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের প্রধানদের উপস্থিতিতে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি (এমপি)। এছাড়া মাননীয় শিক্ষাসচিবসহ মন্ত্রণালয় ও মাউশির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় প্রাক-প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত পরিবর্তিত শিক্ষানীতি। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল World এর transforming edcucation-এর জায়গায় আমাদের অবস্থান করে নেওয়া। শিক্ষা বিস্তৃত হবে সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্প সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে। শিক্ষক সম্পূর্ণ নতুন নিয়মে প্রশিক্ষিত হয়ে অগ্রসর হবে। বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিখবে হাতে-কলমে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে আশেপাশের উপাদান থেকে সংগ্রহ করে দেখাতে হবে। কনটেন্ট বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে অনেক হতে পারে। কনটেন্টগুলো বিচক্ষণতার সাথে তৈরি করতে হবে। শিক্ষা হতে হবে দক্ষতাভিত্তিক অর্থাৎ শিক্ষককেও এখানে শিক্ষার্থী হতে হবে। একমুখী শিক্ষায় জোর দিতে হবে। অর্থাৎ Blended Education হবে। বিভিন্ন টেকনোলজি ব্যবহার করে শিক্ষাকে উন্নত করতে হবে।

প্রথাগত শিক্ষা থেকে বেরিয়ে এসে দক্ষতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম পরিচালিত করতে হবে।

শিক্ষার্থীকে একজন যোগ্য চাকরিজীবী এবং মানবিক গুণাবলির অধিকারী অর্থাৎ সুন্দর মানুষ হিসেবে তৈরি করতে হবে।

অভিভাবকদের মানসিকতাও পরিবর্তন করতে হবে। আমার সন্তান A+ পাক বা সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট করুক, এ মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক কতটুকু উজ্জীবিত হলো সেটাও বিদ্যালয়ে সেমিনারের আয়োজন করে লক্ষ রাখতে হবে।

২০২৩ সালে নতুন শিক্ষাক্রম ১ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে পরিচালিত হবে। উক্ত শ্রেণিগুলো থেকে যে ফিডব্যাক পাওয়া যাবে তার ভিত্তিতে ২০২৪ সালে অষ্টম ও নবম শ্রেণি ডিজাইন/সাজানো হবে, পরিবর্তন করা হবে। সরকারের মূল্যবান মন্তব্য ও পরামর্শ গ্রহণ করার মানসিকতা থাকতে হবে প্রতিটি বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের।

নতুন এই শিক্ষানীতিতে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে অর্থাৎ গতানুগতিক শুধু লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে না শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন হবে তার দক্ষতা, যোগ্যতা, মানবিক বিকাশ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে।

অর্থাৎ মাধ্যমিক ও পরবর্তীতে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থী একজন মানবীয় গুণসম্পন্ন, স্বাধীনতার মূলনীতিতে উজ্জীবিত নাগরিক হতে পারলো কিনা, পরিবর্তিত বিশ্বের জীবন, জীবিকা, শিক্ষাপদ্ধতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে কিনা সেগুলোই হবে শিক্ষকদের লক্ষ রাখার বিষয়। কাজেই আমাদের শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা পরিবর্তন করতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের দিকে। বেরিয়ে আসতে হবে প্রচলিত কোচিং পদ্ধতি থেকে। শ্রেণিকক্ষে সমান গুরুত্ব পাবে সবল দুর্বল, পিছিয়ে পড়া, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ইত্যাদি সকল শিক্ষার্থী।

বর্তমান কারিকুলাম যোগ্যতাভিত্তিক, সে সকল বিষয়ে তার যোগ্যতা প্রমাণ করবে। যেমন শিক্ষার্থীকে শিক্ষক ১টা টপিক দিবে, শিক্ষার্থী বিভিন্ন মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করে পরের দিন শিক্ষকের সামনে উপস্থাপন করবে, এই উপস্থাপন যে যত সুন্দর করে করবে সেটাই তার যোগ্যতা। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থী দলগত কাজ করা, পারস্পরিক মতবিনিময়, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ইত্যাদি মনোভাব তৈরি করার ব্যাপারে শিক্ষক সহায়তা করবেন। এতে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক মনোভাবে পার্থক্য করতে পারবে। পরিবর্তিত শিক্ষায় পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে, যে-কোনো বিষয় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারবে। সকলের সাথে মিলে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে Share করতে শিখবে, শিখবে অপরকে সহযোগিতা করতে। দেশাত্মবোধ থাকবে। পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে।

নতুন শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থী একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠা, সবার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া, দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখা।

জানা-অজানা রহস্য শেষে
কৌতুক পড়ে খুন হই শেষে

জানা অজানা কৌতুক

আয়শা সিদ্দীকা বিনতে খৈয়াম
শ্রেণি : দশম, শাখা : অ্যাস্টার

মহাকাশ সম্পর্কে তথ্য

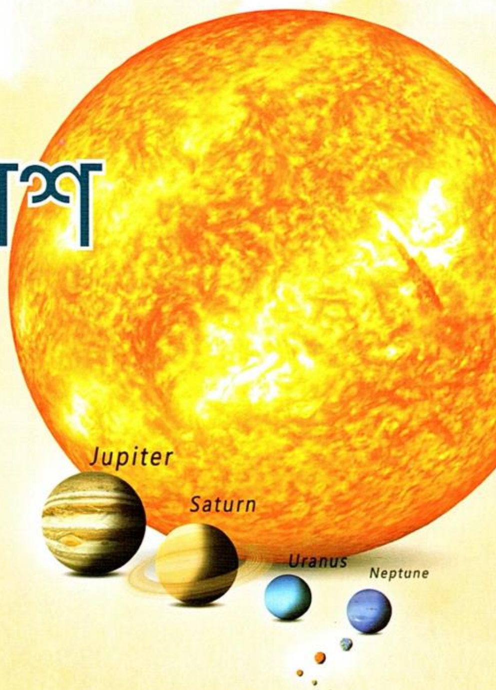

নাফিসা সাদাফ
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : তিস্তা

১. বুধ এবং শুক্র মাত্র দুইটি গ্রহ যার কোনো চাঁদ নেই।

২. যদি একটি তারা একটি ব্ল্যাক হোলের খুব কাছাকাছি যায় তবে এটি ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

৩. শুক্র হলো সৌরজগতের সবচেয়ে উষ্ণ গ্রহ।

৪. সৌরজগতের বয়স ৪.৫৭ বিলিয়ন বছর।

৫. সূর্যের ওজন পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ৩,৩০,০০০ গুণ বেশি।

৬. বাতাস না থাকায় চাঁদে মানুষের পায়ের ছাপ মিলে যায় না।

৭. বৃহস্পতি গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে ৭৯টি পরিচিত চাঁদ রয়েছে।

৮. সূর্য প্রতি ২৫-৩৫ দিনে একবার পূর্ণ ঘূর্ণন করে।

৯. প্লুটো গ্রহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ছোটো।

১০. পৃথিবীতে যত বালির দানা আছে তার চেয়ে বেশি মহাকাশে তারা আছে।

১১. প্লুটো গ্রহে ১৫৩.৬ ঘন্টায় ১ দিন হয়।

১২. পৃথিবী থেকে মহাকাশের মাত্র ৫% দৃশ্যমান।

১৩. আলো সূর্য থেকে পৃথিবীতে ১০ মিনিটেরও কম সময়ে ভ্রমণ করে।

১৪. মহাকাশ সম্পূর্ণ নীরব।

১৫. মঙ্গল গ্রহের সূর্যাস্ত নীল হয়।

তাহফিম তাহিয়া
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : ঝুমকা

ইতিহাসে ম্যাগাজিন

আচ্ছা, তোমরা যারা এই লেখাটি পড়ছো তোমরা কী জানো 'সপ্তসুর' কী? আমরা সকলেই জানি এটি একটি ম্যাগাজিন। তবে আমরা কী কখনো ভেবে দেখেছি ম্যাগাজিন কী, কবে থেকে ম্যাগাজিন শুরু হলো, এর ইতিহাসই বা কী?

ম্যাগাজিন হলো এক ধরনের সাময়িক প্রকাশনা যা সাধারণত নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রকাশিত হয়। 'ম্যাগাজিন' শব্দটির অর্থ সংগ্রহ বা সংগ্রহস্থল নির্দেশ করে।

ম্যাগাজিনের ইতিহাস : ধারণা করা হয় সর্বপ্রথম ইউরোপে ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছিল। এখন পর্যন্ত পাওয়া প্রাচীনতম ম্যাগাজিনের নাম 'এরবলিশে মোনাথস আন্টারডিউন।' এটি ১৬৬৩ সালে জার্মানিতে প্রকাশিত হয়েছিলো। সবচেয়ে পুরানো ম্যাগাজিন যা এখনোও বাজারজাত করা হয়, তা হলো 'দ্য স্কটস ম্যাগাজিন' যা ১৭৩৯ সাল থেকে এখনও প্রকাশিত হয়ে আসছে।

১৮০০ সাল থেকে মাসিক ম্যাগাজিনের কদর বাড়তে শুরু করে। ১৯০০ সালের পর ম্যাগাজিন প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে।

এভাবেই ম্যাগাজিন আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। বর্তমানে বিভিন্ন সাপ্তাহিক, মাসিক ও বার্ষিক ম্যাগাজিন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে।

তাসমিয়াহ জাহান (মায়িশা)
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : মনু

আশ্চর্য ও কাণ্ড

১. ঘড়িতে ব্যবহার করা প্রথম বল স্প্রিংটি ছিলো একটি শূকরের চুল।

২. মাকড়সার রক্তের রং গ্লিসারিনের মতো স্বচ্ছ।

৩. একটা পুরুষ মশার আয়ু ৭-১০ দিন।

৪. প্রাণীদের ভেতর সবচেয়ে কম ঘুমায় হাতি এবং ডলফিন। এরা গড়ে ঘুমায় দুই ঘণ্টার মতো।

৫. 'Walking leaf' নামে একটি পোকা আছে যা দেখতে হুবহু গাছের পাতার মতো।

৬. মৌ-মাছিই একমাত্র কীট যার খাদ্য (মধু) মানুষ খায়।

ফারিয়া জেরিন অবন্তি
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : মহানন্দা

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

ইতালির রেনেসাঁর কালজয়ী একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন-লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। অবশ্য বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির অন্যান্য পরিচয় সুবিদিত।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ১৪৫২ সালে ইতালীয় তুসকানের পাহাড়ির এলাকা ভিঞ্চিতে (বর্তমানে ফ্লোরেন্সের প্রদেশ) জন্মগ্রহণ করেন। লিওনার্দোর জীবনের প্রথম অংশের বিষয়ে খুবই অল্প জানা গিয়েছে। ভিঞ্চি কোনোরকম আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া করেননি। ১৪৬৯ সালে লিওনার্দোকে ডেল ভেরোচ্চির কাছে শিক্ষানবিশ হিসেবে পাঠানো হয়। এরপর দ্রুতই তাঁর প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। এই শিক্ষাগুরুর অধীনেই তিনি ১৪৭৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষায়িত চিত্রাঙ্কনে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। ১৪৭২ সালে তিনি চিত্রশিল্পীদের গিল্ডে ভর্তি হন এবং এই সময় থেকেই তাঁর চিত্রকর জীবনের সূচনা হয়। ১৪৭৮ থেকে ১৫১৯ সাল অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রসারিত ও বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত এক দীর্ঘ ও অক্লান্ত কর্মসাধনের তাঁর জীবন। গির্জা ও রাজপ্রাসাদের দেয়ালে চিত্রাঙ্কন এবং রাজকীয় ব্যক্তিবর্গের ভাস্কর্য নির্মাণের পাশাপাশি সামরিক ও বেসামরিক প্রকৌশলী হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের প্রয়োগ, অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, জীববিদ্যা, গণিত ও পদার্থবিদ্যার মতো বিচিত্র সব বিষয়ের ক্ষেত্রে ভিঞ্চি গভীর অনুসন্ধিৎসা প্রদর্শন করেন এবং মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন। পরবর্তীকালে উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে তাঁর হাতেকলমে অর্জিত জ্ঞান ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথ সুগম হয়। তাঁর বিখ্যাত শিল্পকর্মগুলোর মধ্যে মোনালিসা, দ্য লাস্ট সাপার অন্যতম।

এই মহান চিত্রশিল্পী ১৫১৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

জানা অজানা

আসমা ইসলাম
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : ধলেশ্বরী

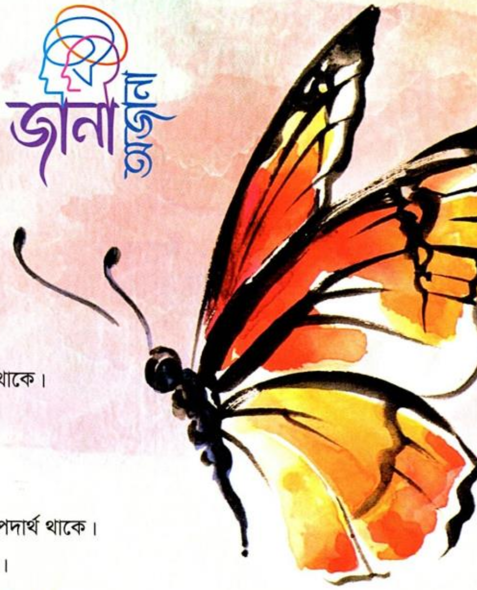

১. মোবাইল ফোনে টয়লেটের থেকেও বেশি জীবাণু থাকে।

২. সমুদ্র সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা মাত্র ৫% জানে।

৩. একটি রাবারের অণুতে ৬৫০০০ পরমাণু থাকে।

৪. প্রজাপতি পায়ের পাতা দিয়ে স্বাদ নেয়।

৫. এক কাপ কফিতে ১০০০-এরও বেশি রাসায়নিক পদার্থ থাকে।

৬. চুইংগাম আপনার স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

৭. ১৯৯১ সালে এক সুইডিশ দম্পতি তাদের পুত্র সন্তানের নাম রাখেন 'XXCCXXMNPCCCCLLLMMDPRXVCLMNCKSSQLLB1116'। এই দম্পতির দাবি– এটির উচ্চারণ "আলবিন"।

৮. পুরো পৃথিবীতে মাত্র ১২জন মানুষ আছে, যাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মনে থাকে।

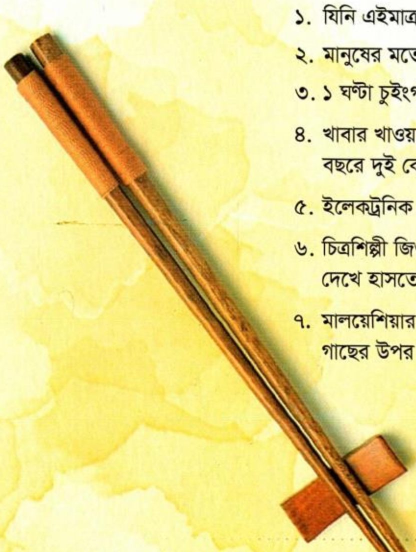

১. যিনি এইমাত্র কলা খেলেন তার প্রতি মশার আকর্ষণ বেশি।

২. মানুষের মতোই শিম্পাঞ্জিরাও হ্যান্ডশেক করে ভাববিনিময় করে।

৩. ১ ঘণ্টা চুইংগাম চাবালে শরীরে ৩০ ক্যালরি তাপ ক্ষয়।

৪. খাবার খাওয়ার কাঠি বা চপস্টিক বানানোর জন্য চীনে বছরে দুই কোটি গাছ নিধন করা হয়।

৫. ইলেকট্রনিক চেয়ারের আবিষ্কারক ছিলেন দন্ত চিকিৎসক।

৬. চিত্রশিল্পী জিওক্সি নিজের আঁকা এক কুৎসিত ডাইনি বুড়ির ছবি দেখে হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করেন।

৭. মালয়েশিয়ার আম্বার দ্বীপের উপজাতীয় লোকেরা মারা গেলে গাছের উপর কবর দেয়।

মাহজাবিন তাসনিম
শ্রেণি : নবম
শাখা : হাসনাহেনা

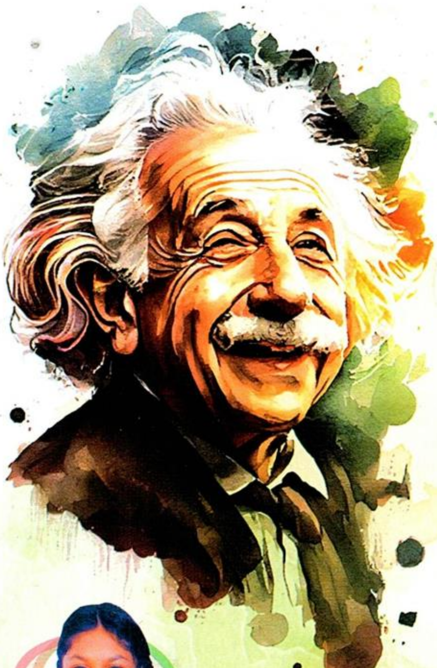

১. গরম জল ঠান্ডা জলের চেয়ে দ্রুত জমাট বাঁধতে পারে।
২. 'I am' ইংরেজি ভাষার সবচেয়ে ছোটো সম্পূর্ণ বাক্য।
৩. চকলেট কুকুরের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এতে উপস্থিত থিওব্রোমিন তাদের হৃৎপিণ্ড এবং স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে।
৪. নিজেই নিজের শ্বাস রোধ করে কখনো আত্মহত্যা করা যায় না।
৫. ইংরেজি শব্দ Type Writer হলো সবচেয়ে বড়ো শব্দ যা আপনার কী বোর্ডের একটি সারিতেই উপস্থিত।
৬. ইলেকট্রিক চেয়ার আবিষ্কারক একজন ডেন্টিস্ট।
৭. পৃথিবীতে হীরার থেকে কুড়ি গুণ বেশি দুর্লভ রত্ন হলো পান্না।
৮. আপেলের ৮৪ ভাগই জল।
৯. বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের চক্ষুদ্বয় খুব যত্ন সহকারে নিউইয়র্ক শহরে সংরক্ষিত করা আছে।
১০. পৃথিবীর দীর্ঘতম জাজ্বল্যমান আলোর বাল্বটি ১৯০১ সালে লাগানো হয়েছিল এবং তখন থেকেই এটা জ্বলে আসছে।
১১. একটি গবেষণায় জানা গেছে চকলেট মিল্ক যে-কোনো শক্তিবর্ধক পানীয় অপেক্ষা মানব শরীরের পক্ষে বেশি লাভদায়ক।
১২. পৃথিবীর সর্বাধিক পুরানো পরিধান মিশর দেশে পাওয়া গেছে এবং তা পাঁচ হাজার বছরের অধিক পুরানো।
১৩. প্রশান্ত মহাসাগরে এমন একটি আবর্জনার স্তূপ ঘূর্ণায়মান আছে যার আকার টেক্সাসের সমান।
১৪. প্রতি ৭ বছরে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশ একবার করে প্রতিস্থাপিত হয়। অর্থাৎ ৭ বছরের আগে যা ছিলেন, ৭ বছর পর আপনি আর সেরকম নেই।
১৫. গবেষণায় দেখা গেছে যে, খাদ্য গ্রহণ করার পরে চুইংগাম খেলে তা গলাবুক জ্বালা রোধ করতে সক্ষম।

আফরিন মিম তাসিন
শ্রেণি : নবম, শাখা : সুরমা

রক্তঝরনা Blood Falls

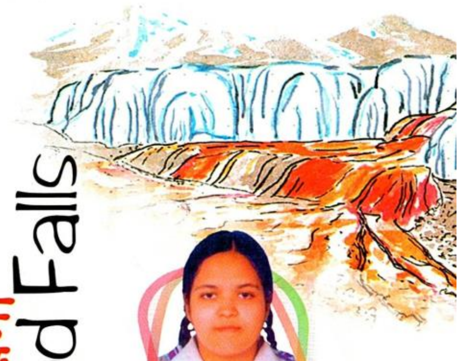

চারদিক বরফে ঢাকা হিমশীতল আবহাওয়া। এরই মাঝে চোখে পরে একটি ঝরনা। যার কাছে গিয়ে দেখলে দেখা যায়, পানির বদলে ঝড়ছে রক্ত। এটি ভৌতিক কোনো রূপকথার গল্প নয় পৃথিবীতেই রয়েছে এমন এক ঝরনা। পৃথিবীর শীতলতম মহাদেশ অ্যান্ট-আর্কটিকার ম্যাকমুরডো ড্রাইভ্যালিতে। ১৯১১ সালে ভূ-বিজ্ঞানী গ্রিফিথ টেলর সর্বপ্রথম এই ঝরনা পর্যবেক্ষণ করেন এবং তার নাম অনুসারেই এই হিমবাহের নাম রাখা হয়েছিল টেলর হিমবাহ। এই ঝরনায় কোনো রক্ত প্রবাহিত হয় না, সাধারণত পানিই প্রবাহিত হয়। এই পানি আসে টেলর হিমবাহের নিচে লুকিয়ে থাকা এক হ্রদ থেকে। আর পানির রং লাল হওয়ার কারণ পানিতে ফেরাস অক্সাইডের অত্যধিক উপস্থিতি। হ্রদের নিচে থেকে এত পরিমাণ লৌহ জোগান হয়েছে যে, উচ্চচাপে থাকা পানি হিমবাহের ফাটলের মধ্য দিয়ে বাইরে আসে। পানি যখন বাইরে আসে তখন অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে জারিত হয় এবং লাল রঙের সৃষ্টি হয়। ঠিক যেভাবে লোহায় মরিচা ধরে ঠিক সেভাবে। এই পানিতে লৌহের সাথে লবণাক্ততাও প্রচুর। অবাক হবার মতো ব্যাপার এই যে, এত ঠান্ডাতেও হিমবাহের নিচে হ্রদের পানি জমে যায় না।

নওশিন আরা পূর্ণিমা
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : অরবিট

জানা অজানা

বর্ণালী রানী মণ্ডল
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : মার্স

১. জন্মের পর আমাদের চোখ বড়ো হয় না। কিন্তু হাত-পা ঠিকই বড়ো হয়।
২. উটপাখির চোখ মস্তিষ্ক থেকে বড়ো হয়।
৩. চোখ খুলে নাক ডাকা সম্ভব নয়।
৪. বেলজিয়ামে কাচের সড়ক আছে।
৫. কাফতার নামে প্রাণীরা এক বছর পরপর পুরুষ ও স্ত্রী রূপ ধারণ করে।
৬. বেশির ভাগ লিপস্টিক কই মাছের আঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়।
৭. মশার ৪৭টি দাঁত আছে।
৮. জলহস্তীর ঘাম লাল রঙের।
৯. মাত্র এক ঘণ্টা কানে হেডফোন দিয়ে গান শুনতে থাকলে বা শুনলে কানের ব্যাকটেরিয়া ৭০০ গুণ বেড়ে যায়।
১০. সি-হর্স সবচেয়ে ধীরগতিসম্পন্ন মাছ। এর গতি ঘণ্টায় ৩.০১ মাইল।
১১. ঘুম না আসার জন্য চা বা কফি না খেয়ে আপেল খেলে তা বেশি কার্যকর হয়।
১২. বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা লোক হচ্ছেন তুরস্কের সুলতান কোসেন ৮ ফুট ৩ ইঞ্চি।
১৩. বিজ্ঞানীরা প্রায় ৬০০০ প্রজাতির উভচর প্রাণী পেয়েছেন। এ পর্যন্ত ৫৩৬২ প্রজাতির ব্যাঙ আবিষ্কৃত হয়েছে।
১৪. মাছিদের জীবনকাল ১৪ দিন।
১৫. বিড়ালের প্রতিটি কানে ৩২টি মাংসপেশী আছে।
১৬. মানুষ প্রায় ১০,০০০ গন্ধ আলাদাভাবে শনাক্ত করতে পারে।
১৭. পেঙ্গুইন ডুব দিয়ে ৮০০ ফুট নিচে যেতে পারে।
১৮. বানরের মস্তিষ্ক ২টি। একটি দেহ নিয়ন্ত্রণ করে ও অন্যটি লেজ নিয়ন্ত্রণ করে।
১৯. মঙ্গল গ্রহে আকাশের রং গোলাপি ও উপরিভাগের রং লাল।
২০. বিচ্ছুর ২০০টি পা আছে।
২১. মরুভূমির ধুলো থেকে বাঁচবার জন্য উটের চোখে তিনটি পাতা আছে।
২২. আইসল্যান্ডে গরমের দিনে কখনই সূর্য ডোবে না।

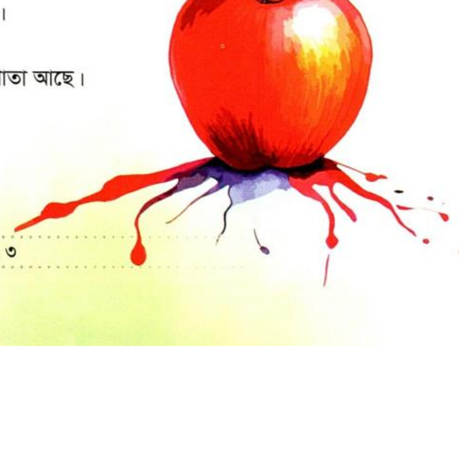

আজমাতুন আরোয়া
শ্রেণি : কেজি, শাখা : পায়রা

১. কোন্ জল খাওয়া যায় না?
উত্তর : কাজল।

২. কোন্ বিলে জল নেই?
উত্তর : টেবিল।

৩. একটি পাখির তিনটি ডানা,
শীতকালে তার উড়তে মানা?
উত্তর : ফ্যান।

মার্জিয়া ইসরাত
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : সন্ধ্যা

১. ছোটো প্রাণী হেঁটে যায় আস্ত পা গিলে খায়?
উত্তর : জুতা।

২. জলে থাকে তবু মাছ নয় কিন্তু বাজারে মাছ বলে বিক্রি হয়?
উত্তর : চিংড়ি মাছ।

৩. তিন অক্ষরে নাম তার জন্মে মাটির নিচে;
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে ফল হয়ে গাছে ঝুলে থাকে
উত্তর : কয়লা–কলা।

৪. কোন্ খানা শুধু দেখা যায় কিন্তু খাওয়া যায় না?
উত্তর : চিড়িয়াখানা/কারখানা।

৫. পাতা আছে গাছ নেই শব্দ আছে কথা নাই, বলনুতো জিনিসটা কী?
উত্তর : খবরের কাগজ।

৬. কোন্ জিনিস বেশি হলে আর কমে না?
উত্তর : বয়স।

৭. দিনের বেলা ঘুমিয়ে থাকে রাত্রের বেলায় জাগে
ঘর নেই বাড়ি নেই আকাশেতে থাকে
উত্তর : চাঁদ।

৮. বাগানে আমি সবুজ, বাজারে আমি কালো, ঘরে আমি লাল–
উত্তর : চা পাতা।

১. বলতে পারবেন এমন কী জিনিস আছে, যা জন্ম থেকেই বুড়ো?
উত্তর : আমাদের হাতের বুড়ো আঙুল।

২. রাতে আসে রাতে যায়, চোর নয় বাঘ নয়, মানুষ খায় গরুও খায়?
উত্তর : মশা।

৩. কার অনেক দাঁত আছে কিন্তু সে কোনো খাবার খেতে পারে না?
উত্তর : চিরুনি।

৪. কী এমন জিনিস আছে যা ডানা ছাড়াই উড়তে পারে আবার চোখ ছাড়াই কাঁদতে পারে?
উত্তর : আকাশের মেঘ।

নাফিসা তোহামা নুহা
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : নবগঙ্গা

ফারহানা নাজনীন ইফা
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : মালতি

১. মধুর ভাই, জাদু ভাই
শ্যাম ভাই রাজা
পিছন থেকে নাতি বলে
দুই হাতে বাজা
উত্তর : করতালি।

২. মেঘের ডাকে পানি ছেড়ে ডাঙায় উঠে পড়ে
মানুষ তারে মাঠে পেলে নিয়ে যাবে ঘরে
উত্তর : কৈ মাছ।

৩. মুখখানি কালো করে শুয়েছিল ঘরে
ঘর খুলে তবু তারে টেনে আনি ধরে।
গুঁতো খেয়ে ফোঁস করে তেজি হয়ে মুখে
আপন ঘরের পাশে মরে মাথা ঠুকে।
উত্তর : ম্যাচ।

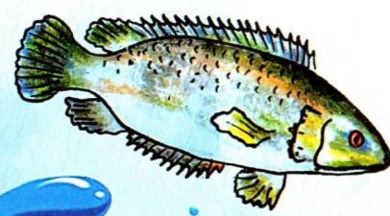

কৌতুক

হৃদিতা রুহানী
শ্রেণি : নবম, শাখা : রজনিগন্ধা

এক ভদ্রলোক একদিন এক হোটেলে খেতে গেলেন। খাওয়া শেষে তিনি কাউন্টারে বিল পে করতে গেলেন।

ভদ্রলোক ও ক্যাশিয়ারের মধ্যে কথোপকথন :

লোক : আচ্ছা, আমার কত টাকা এসেছে?

ক্যাশিয়ার : ক্ষমা করবেন স্যার, কিন্তু আপনার তো কোনো টাকা আসেনি। আপনার বিল হয়েছে ৩৪০ টাকা, যেটা আপনি পে করবেন।

লোক : ওই হলো। কিন্তু একটা স্যান্ডউইচ আর পানির দাম এতো টাকা কেনো?

ক্যাশিয়ার : এখানে জিনিসের দাম বেশিই।

কথাটা শুনে ভদ্রলোকের মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেল।

লোক : আচ্ছা! কিন্তু হোটেলের অবস্থাটা কি দেখেছেন? চেয়ারে পায়া ভাঙা, টেবিলক্লথ নোংরা, প্লেটটা নষ্ট, লাইটেও আলো নাই! শুধু সার্ভ করার পর 'জিনিসের দাম বেশি'!

ক্যাশিয়ার : তাহলে বাহিরের সাইনবোর্ড খেয়াল করেননি। বেশির ভাগই করে না। এত্তো সুন্দর সাইনবোর্ডটা একবার পড়ে ঢুকবেন না? সেখানে তো লেখাই ছিল 'হোটেলের নাম The Broken House'। অভিযোগের প্রতি শব্দের জন্য ১০ টাকা জরিমানা। তাই আপনার বিল এখন ৩৪০+৩৪০=৬৮০ টাকা। দয়া করে এবার বিলটা পে করে দিন।

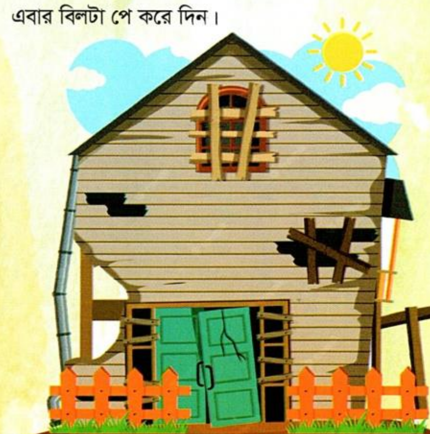

তাহসিন মাহজাবিন
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ভেনাস

এক ছাত্রকে লক্ষ করে শিক্ষক বললেন–

শিক্ষক : বলতো বিবিসি মানে কী

ছাত্র (একটু হেসে) : 'বেলা বিস্কুট কোম্পানি' স্যার।

শিক্ষক (উত্তেজিত হয়ে) : ভারী বেয়াদপ ছেলে তো!

ছাত্র (কোমল সুরে) : আপনারটাও ঠিক স্যার!

ক্লাসের সবচেয়ে বোকা ছাত্র আবুলকে শিক্ষক একদিন প্রশ্ন করলেন–

শিক্ষক : বলতো আবুল, Piller লিখতে 'll' হয় কেন?

আবুল (চিন্তিত হয়ে) : স্যার 'পিলার' শক্ত হওয়ার জন্য।

শিক্ষক : আমরা ভাত খাই চাল আসে উদ্ভিদ থেকে : রুটি খাই গম আসে উদ্ভিদ থেকে, শাকসবজি খাই তাও আসে উদ্ভিদ থেকে।

ছাত্র : স্যার, মাইর খাই বেতও আসে উদ্ভিদ থেকে!

ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে যাওয়া হলো এক কুখ্যাত খুনিকে। গুলি করে মারার আগে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তার কোনো শেষ ইচ্ছা আছে কিনা? জবাবে–

খুনি : আছে স্যার।

অফিসার : কী ইচ্ছা তোমার?

খুনি : আমি একটা বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পড়তে চাই স্যার!

"You should write because you love the shape of stories and sentences and the creation of different words on a page. Writing comes from reading, and reading is the finest teacher of how to write."

English SECTION

আয়শা সিদ্দীকা বিনতে খৈয়াম
শ্রেণি : দশম, শাখা : অ্যাস্টার

Samara Afsheen
Class : Two
Section : Lotus

6 Six SEASONS of BANGLADESH

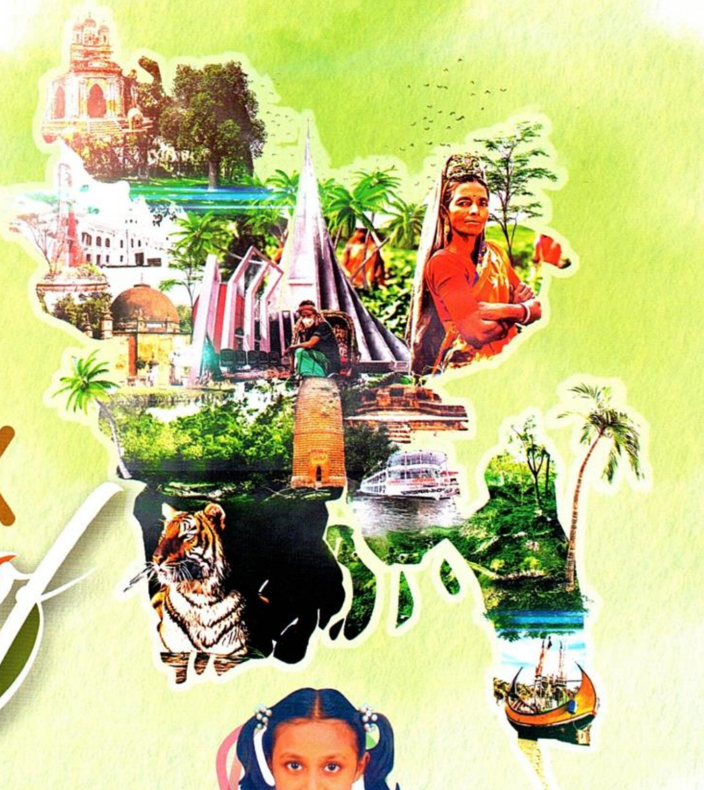

Six seasons make a year,
All seasons have different colors.

Summer is a season of fruits,
Like mango, litchi, watermelon and jackfruit,
But the weather is too hot,
And we should drink juice a lot.

In rainy season-rain, rain and rain
Our nature becomes very clean,
But flood is a big pain.
Catkin is flying everywhere,
Now autumn is here.

Late autumn season for farmer,
Farmers are busy to cut paddy;
Sell them into market and earn money,
Farmer's family become happy.

Feeling cold-
Now winter is knocking door,
School is closed, and time to go to grandpa's house,
And enjoyed lots of patties.

Flowers are blooming everywhere,
Birds are singing,
Now it is season of spring.

All seasons give us new dream
with new hope.

Ukti Adhikari
Class : Two, Section : Laurel

Our Country

This is our sweet country,
We love her very deeply.
Our country is so lovely,
We live here very happily.
We follow here all the laws,
We don't have any woes.

Wherever we go far and near,
Wish to come back here.
Our country is the best,
So, we love her the most.

THE FATHER of OUR NATION

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman
Was the Father of our Nation.
He had awakened the citizens
Before the war of liberation.
He was good with music and sports,
Also was an amazing Politician.
He never cared for his own life,
Ready to sacrifice it for the Nation.
He was born in Tungipara Village,
Creating an eye of Idolization.
He was a responsible first child,
With wonderful super visions.
The freedom of Bangladesh
Was in his contribution.
Which efforts can never be forgotten?
By the Bengali Nation.

Shamaila Seerat Suhera
Class : Six
Section : Glaxonia

CHANGE

Maisara Raisa
Class : Seven
Section : Korobi

Years ago,
From the balcony
I looked at the sky
in the night-
It was so bright
full of stars
and there was a moon
in center;
It made my night
so wonderful.

Years have passed
again from the balcony
I look at the sky
it the night
Where are the brightness?
Where are the stars?
Where is the moon?
I just see tall buildings
all around;
And at the day
Where is the sun?
Did it forget my home's path?
And where is the rainbow
Calling me with its magical
hand?
Where are the clouds
Changing their looks?
Where are the trees
With their green leaves?
I just see tall buildings
All around
Hocking the sky.

So I can't see it
People changed,
So did the world,
So did the nature,
So did the weather,
Now it's different
Now it's worse.
So change it now
Make it beautiful
Before it gets worse
or later
You will regret
For the disasters.

Sadia Afroj Nisa
Class : Ten, Section : Brahmaputra

TIME

Time runs away
Not wait for us.
We need to use the time
Just like a chance.
Don't think about the past
It is only a waste
Don't think of anything you lost
Don't think how much it cost.
Think for the future
Work for it,
You will succeed
To achieve the end
I'm sure indeed.

Fafima Rahman Araiya
Class : Ten
Section : Sunflower

Our Hero

He works through day and night,
To keep us happy and upright;
He always keeps our words,
And never breaks our hearts.

He never lets us frown,
But always hands us the crown;
Tough times do try him,
He'd never come home being grim.

He has honesty worth gold,
He has a story worth being told;
Not a day goes by-
When one doesn't see him try.

He always puts us first,
In him we put our trust;
If we fall, he'll pick us up
And he'd never let us fall again.

He is a selfless pain bearer,
He is a mighty warrior,
Sometimes he may lose his battles,
But he won't ever give up,
He is none other than my dearest Father.

Lamentation of a tree

Tahsin Mahjabin
Class : Eleven, Section : Venus

I was your true friend,
But now our friendship ends.
I gave you shade
And you use me for your trade.
I gave you oxygen and fruits,
And you just pulled out my roots.
You cut me to make furniture,
You don't care for the future.
In your life, I played a vital role,
But did it affect your soul?
I've been working day and night,
To make your life bright.
But still you cut me with all your might.
Isn't it a dreadful sight?
This story is not fake,
One day you will realize
Your mistake,
And then it would be
Too late!

Mumtahina Nazmul
Class : Eleven, Section : Mercury

Live A little More!

Just try to live a bit more!
Live to listen the tweeting birds,
Or to watch the twinkling stars.
Live to see the sunset again,
To see the art of mother nature
Or you can wait till twilight,
To hear the voice of some unknown creature.
Maybe to hear the raindrops pouring from the sky
While you're reading `The Catcher in the Rye'.
Try to live, just to live a little bit more;
Maybe then you'll find what are you living for!

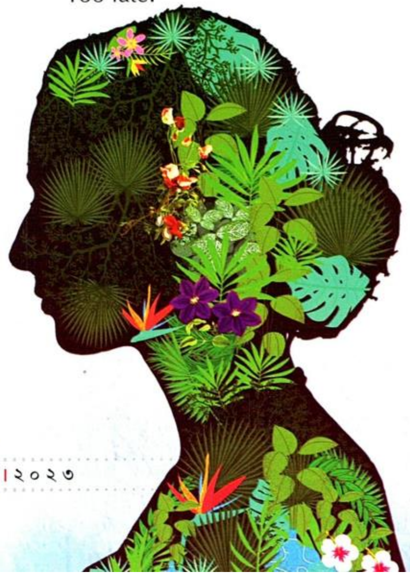

Life is an empty CANVAS

Nafisa Ali
Class : Eleven, Section : Electron

Imagine souls to be colourful and bright
Pleasant to the eyes
A sweet mellow light
What are we but painting
Of every soul we have crossed paths with
A little bit of everything.
How does one build themselves?
Mould all of it together
Create a brand new self
Piece by Piece
Little puzzle pieces
Left by familiar strangers.
Pick it up and make it your own
Like a child picking up leaves
Left by the autumn season.
After all, we are nothing but empty canvases
We learn as we grow
Brand new colours and shades of life
The bittersweet memories
And those little habits
Of someone we once loved
Someone we once met,
During the journey of life
By the strings of fate.
Those who are still here
Those who were a little too late
And those who are gone
Even if, they only stayed till dawn
Do they ever get forgotten?
Does their existence ever fully get crossed?
Simply because we parted ways
Or, because we don't pass by on ordinary days;
Their presence stays fresh in our souls
Buried within hundreds and thousands of layers.
Because that's how we are made
That's how we become human
Sharing feelings and colours.
How we grow with a little bit of everyone
Under the same sky and the same son
We treasure it right from the start
In our frail little heart.

Holding On

Amiya Monzur
Class : Eleven, Section : Electron

Holding on to what remains,
Even though it makes us stay up all night,
The void that'll never fill again,
Or the darkness that won't ever see the light.
Yearning for something dead and gone,
Believing that's all we need,
Tied to the mange of everything,
That needs to be set free.
And, the purest memories remain
For we choose to cherish them however,
Treasured deep within our hearts,
Holding on to it forever.

Ainan Azam
Class : Ten
Section : Surjomukhi

DO YOU KNOW?

1) Longest word in English language- pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (45 letters)
2) You can't snore and dream at the same time.
3) Smoking one cigarette takes about 11 minutes off from your life span.
4) The first toothbrush was invented in 1498
5) It was 36 trillion dollars to create oxygen for 6 months for all human beings on earth. Trees do it for free.
6) If you lived in complete darkness your body would eventually adjust to a 48 hour day where you stay awake for 36 hours and sleep for 12 hours.
7) An elephant can die from a broken heart.
8) A dragon fly has a lifespan for 24 hours.
9) Chewing gum while peeling onion will keep you from crying.
10) There are at least 6 people in the world who look exactly like me.

Raita Tasfia Khan Lyric
Class : Seven, Section : Magnolia

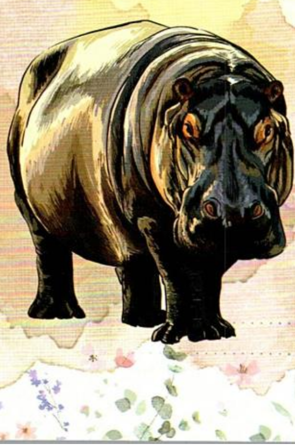

RANDOM FUN FACTS

1. Banging your head against the wall burns 150 calories per hour.
2. When hippos are upset, their sweat turns red.
3. A flock of crows are known as ``Murder".
4. The twitter bird actually has a name Larry.
5. Octopuses have 4 points of arms
6. The French language has seventeen different words for the `surrender'.

Maskura Jannat
Class : Four
Section : Chitra

THE GREAT WALL OF China

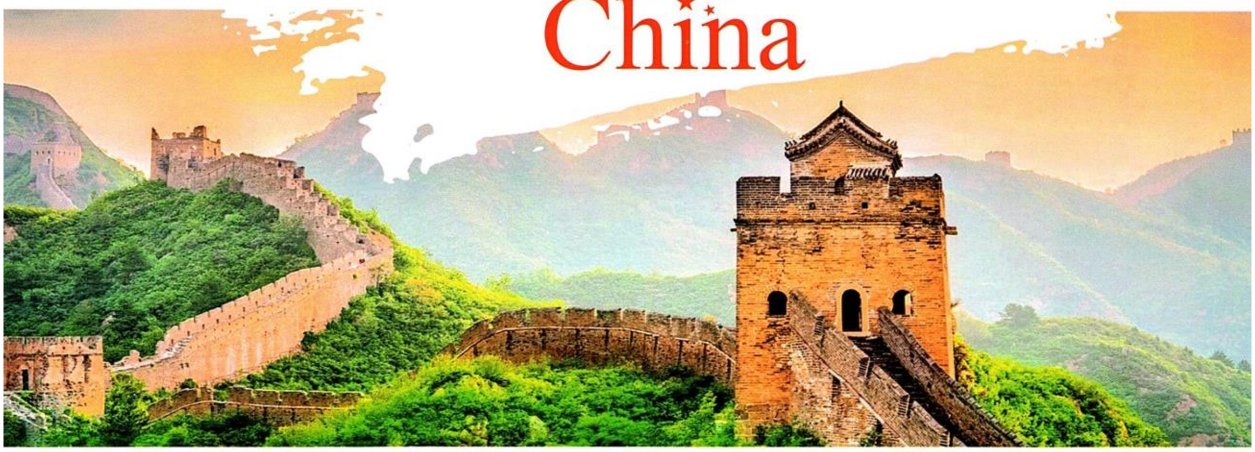

The Great Wall of China is a series of fortifications made of stone, brick, tamped earth, wood and other materials, generally built along the east to west line across the historical northern borders of China to protect the Chinese states and empires against the raides and invasions of the various nomadic groups of the Eurasian. Several walls were being built as early as the 7th century BC. These, later joined together and made bigger and stronger are collectively referred to as the Great Wall. Especially the famous wall was built in 220-206 BC by Qin Shi Huang, the first Emperor of China. Little of that remains now. The great wall was rebuilt, maintained and enhanced over various dynasties; The majority of the existing wall is from the Ming Dynasty (1368-1644).

Apart from defense, other purposes of the Great Wall have included border controls, allowing the imposition of duties on goods transported along the silk road, regulation or encouragement of trade and the control of immigration and emigration. Furthermore, the defensive characteristics of the Great Wall were enhanced by the constructions of watch towers, troop barracks, garrison station, signaling capabilities through the means of smoke or fire and the fact that the path of the Great Wall is also served as a transportation corridor.

The frontier walls built by different dynasties have multiple courses collectively, they stretch from Liaodong in the east to Lop Lake in the west, from present day Sino Russian border in the north to Tao River in the south.

A comprehensive archaeological survey, using advanced technological method has concluded that the wall built by the Ming dynasty measures 8,850 km (5500mi) long. This is made up of 6259 km (3,889 mi) section of actual wall, 359 km (223 mi) of trenches and 2232 km (1,387 mi) of natural defensive barriers such as hills and rivers. Another archaeological survey found that the entire wall with all of its branches measures out to be 21,196 km (13171 mi).

Today the Great Wall is generally recognized as one of the most impressive architectural feats in history.

be Happy

Moontaha Tabassom Faiza
Class : Seven
Section : Kirton Khola

Happy, it is a very common word to express our mood. According to our very famous GOOGLE, the word "Happy" means, feeling or showing pleasure or contentment. We all want to be happy and why we shouldn't? It refreshes our mind, keeps us healthy, motivates us and so on.

But, being happy nowa days is a very hard thing to do because of our society and sometimes because of our mentality. At first, let's see how our mentality makes us unhappy. Suppose, you own a nice house which has a nice garden and a backyard. Your neighbor has a very nice pool and shed to take rest. Now if you think that your neighbor has everything better than you, you'll never be happy. But, if you think that you have many things other people don't have, then you'll be happy about it.

Now let's talk about our society. Suppose, you went to a party wearing a saree. When you reached the party, you saw that everyone there is wearing western dresses. Now, is everybody telling you, why wore a saree? If you don't answer and think you shouldn't be in the party, then you'll be unhappy. But if you think that you're different because that's the unique thing about you, then you'll be happy. Now, let's jump into a different reason to stay unhappy. DEPRESSION. It is one of the most common types of mental health conditions and often develops. Depression can happen as a reaction to something like abuse, violence, the death of someone close or family problems. Someone might get depressed after being stressed for a long time. It can also run in the family.

But, you can't be sad all the time. It'll make you sick and less confident about You. So what should you do?

You just need to throw those bad memories into the trashcan of your brain. I know it's a hard task to do but, YOU HAVE TO! As example : You didn't do your assignment correctly! Throw that and make a new one. Your teacher scolded you? Find the reason why he/she scolded you and try to avoid that thing in the future. This can make your life easier. But you feel sad even after throwing out those memories, right?

So try these :

- Eat some comfort food
- Spend time with nature
- Try helping others
- Be happy over small things
- Take a step back from social media
- Make sometime for yourself

Try these little things for a few days and you'll be very happy in a couple of days.

So promise me, will you be happy?

Life in a Refugee Camp through the eyes of a ROHINGYA

Manha Tazmeen Chowdhury
Class : Seven (EV), Section : Lewisia

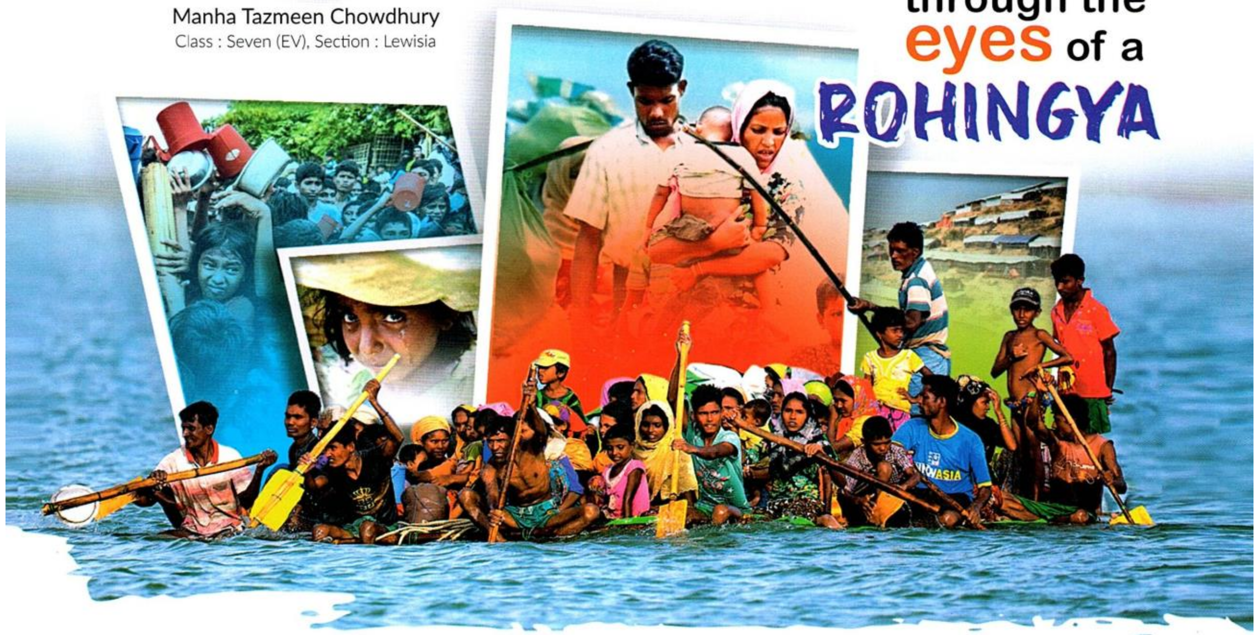

"They have no idea what it is like to have
To lose home at the risk of
Never finding a home again
Have your entire life
Split between two lands and becoming
the bridge between two countries"
'Refugee'- Rupi Kaur

Since August 2017, more than 745,000 Rohingya Muslims have fled from Myanmar to refugee camps in Bangladesh. Rajiya's 20 year old mother Jannat Khattun was one of them. Rajiya was born in Cox'Bazar refugee camp in March 2019. Rajiya was born stateless. Even wondered about the life of a refugee? Living in a whole different country in a 5 feet by 5 feet hovel is an unpredictable life with no future ahead feeling uprooted ? Rajiya is now a victim of this situation. She is detached from her own motherland, culture, even from her close relatives. Of course she is getting the full support of being educated of having foods and shelter but does she know what will happen when she grows up? Does she know weather she is allowed to dream or not? No one knows.

Paying 100 taka to watch a single world cup football match sounds weird, right? But this was what happened last December with Kashem, a 25 year old Rohingya, who only managed the fees for two matches. Nonetheless, these tiny bits of joy and happiness is keeping these Rohingya to go forward with their lives. They still hope and dream to go back to Myanmar and their normal life.

(Information and data are collected through various NGOs working for the Rohingyas in Bangladesh and a field visit to Rohingya camps).

Hridita Ruhani
Class : Nine
Section : Rajanigandha

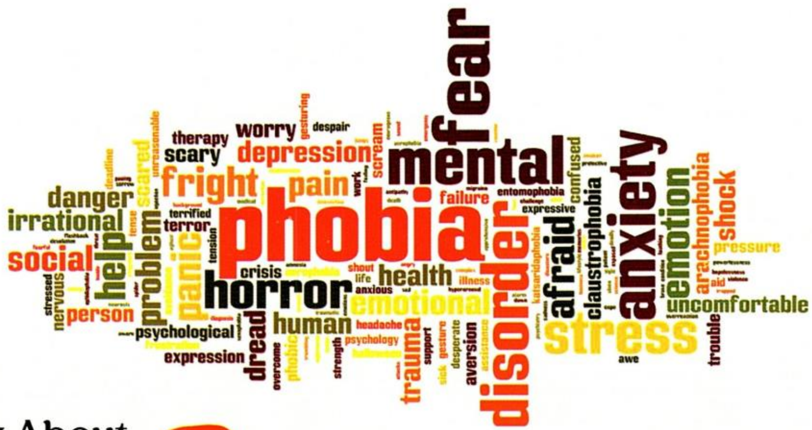

Do You Know About PHOBIA ?

It's been a long time since I've written for the magazine and actually I wanted to write about something unusual. So, I decided to write about phobia. A lot of you already know about it right?

Then why am I writing this? Well, the reason is a lot of us don't have a clear concept of "Phobia" What are the symptoms ? Is it curable ? If you want to know; then don't stop reading!

What is 'Phobia'?
Phobia is a diagnosable mental disorder. It is an uncontrollable, irrational and lasting fear of an object, situation or activity. This fear can be so overwhelming that a person may go to great lengths to avoid the source of fear. One response can be a panic attack. This is a sudden, intense fear that lasts for several minutes.

What causes us Phobia?
Specific phobias usually develop before the age of ten. They can be the result of a frightening early experience with a specific object of situation. (e.g. If a young child is bitten by a dog, he might develop gynophobia).

Phobias can also start during childhood from witnessing the phobia of someone close to them. For example, a child whose parent has a phobia of spiders is more likely to develop the same phobia.

Then is it something that develops genetically? No, it's not. As I've stated before, if a child finds his friends or relatives fear of a specific object or situation, then he also gets afraid of the same object or situation and thus, develops a phobia.

The causes of complex phobia are harder to determine than usual normal phobias. It's thought that these phobias result from a combination of life experiences, personality traits, genetics and family history.

Some Rare Phobias :
While we know about usual phobias like zoophobia (fear of animals), arachnophobia (fear of spiders), acrophobia (fear of height) etc., we don't know about unusual phobias and thus can't avoid the situation, which causes a lot of trouble.

Today, I'm writing about some pretty rare phobias that we might not know about :

Nomophobia represents the irrational fear of being without a mobile phone. A lot of us are affected by it and aren't even aware of our fear. The term was coined in 2009 in the UK and comes from the Anglicism "nomophobia" (no-mobile phone-phobia). Researchers suggest that 89% of university students now have either moderate or severe nomophobia.

Autophobia : People who have autophobia have an irrational, extreme fear of being alone. A person may experience this fear when they're alone. Some people may have autophobia even when they're with other people. In this ease, the fear centers on worries about isolation. So if possible try not to leave your friends alone.

Glossophobia or a fear of public speaking is a very common yet unknown phobia and one that is believed to affect upto 75% of the slight nervousness at the very thought of public speaking , while others experience full on panic and fear.

Agoraphobia involves fearing and avoiding places or situations that might cause panic and feelings of being trapped helpless or embarrassed. One may fear an actual or upcoming situation. For example, one may fear using public transportation, being in open enclosed spaces, standing in time or being in a crowd.

If you think this one is pretty funny, then I'll advise you to stop reading right now. Because the thing you find laughable may cause someone else mental pain or distress.

Atelophobia is an obsessive fear of imperfection. Someone with this condition is terrified of making mistake. They tend to avoid any situation where they feel they won't succeed. Atelophobia can lead to anxiety, depression and low self-esteem.

Menophobia : I am writing this one because a lot of us know about menstrual cycle but are afraid of it. Those who don't know about it. I'm telling you that it is a very normal thing for us, girls and starts from teenage (It may start sooner or later).

The menstrual cycle is a series of natural changes in hormone production and the structures of the uterus and ovaries of the female reproductive system that makes pregnancy possible. Now, back to the topic again. Menophobia is the irrational fear of menstruation. People with menophobia see menstrual cycle as dirty or monstrous while in the real sense it is normal and natural occurrence for women. It may cause someone to have anxiety at the thought of a woman being on her period or being around the woman is question. One may even feel embarrassed at the thought of it. Just to be noted both men and women are liable to experiencing menophobia as it has nothing to do with biology, but psychology.

Symptoms of phobia : People with phobias can have panic attacks. These can be very frightening and distressing. The symptoms often occur suddenly and without warning. Unreasonable exaggerated fear, but being unable to control the feelings of distress is the most common symptom of phobia. Feelings of anxiety and distress can be produced by thinking about the situation or object. Physical symptoms can include sweating, chest pain or tightness, abnormal breathing pains and needless dry mouth, confusion or disorientation, nausea or dizziness or headache.

People with complex phobias (social phobia and agoraphobia) are more likely to see an impact on their wellbeing since the triggers for these phobias are more common and harder to avoid. For example , someone might be unable to go to school on work or may avoid seeing friends and family.

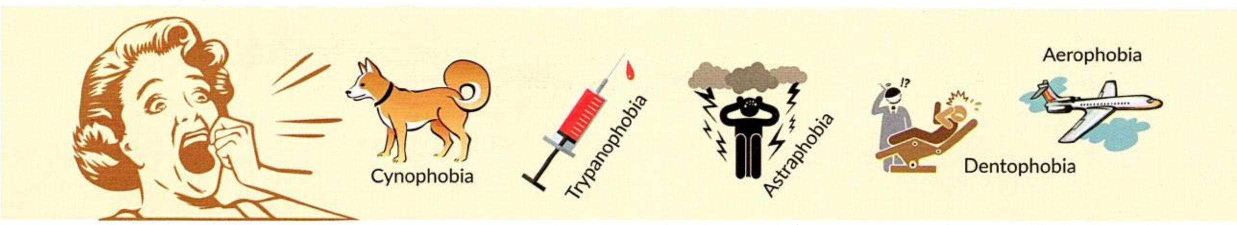

How to cure it ?

If you find that you have an excessive fear of a situation or object, then don't ponic. Don't hesitate to meet a physician. Your doctor will help you to recover from your phobia. It is very unreasonable of us to assume that phobias are treatable, but no single treatment is guaranteed to work for all phobias. In some cases, a combination of different treatments may be recommended.

The main treatment types are :

I) Self-help techniques
II) Talking treatments
III) Medication
IV) Cognitive Behavioural Therapy (CBT)
V) Meditation

These treatments may take upto 6 months to years. Even if the process is too long or boring, don't lose hope. Just believe that you can do it and your phobia will disappear in no time.

Mohaimina Rahman
Class : Nine
Section : Shndhamaloti

TIME IN A BOTTLE
THE MYSTERY OF Déjà vu

Wait, have I been here before ? Have you said these same words to me as we stood in this exact spot at the same point in the past? Haven't I read this story already? Sometimes as we experience a new event or place, we get that creepy feeling that it's not the first time. We call that sensation de'ja' vu, a French phrase that means "already seen" Many of us have no idea about this term. But experts estimate that two out of three people have experienced it at least once.

Now the question is, what is deja vu, and why it happens? Let's figure it out.

When you probably know the feeling that you're in the middle of a conversation or an activity when all of a sudden, you're overwhelmed by the sensation that you've done this exact the same thing before-but you know that's not possible. That feeling is de'ja' vu. "de'ja' vu is a false sense of familiarity." Dr. Khoury says," Your brain creates a sensation as if you have lived a certain situation before, but you're unable to retrieve it from your memory and can't identify the actual situation."

In 1983, Dr. Vernon Neppe defined de'ja' vu as a "Subjectively inappropriate impression of familiarity of a present experience with an undefined past." In simple

terms, de'ja' vu means that when you have dnja vu, you feel like your'e experiencing something that you almost certainly couldn't have.

You may not be a magician, but when you experience de'ja' vu, your brain is creating an illusion. This is thought to happen when there's a bit of a miscommunication between two parts of our brain.

It is believed that de'ja' vu could occur when these universe's vibration frequencies happen to overlap. When this happens, they leave imprints on the other universe and the people within them. This may come as the form of feeling as if you just did or saw something and that feeling is related to de'ja' vu. So, some experts say that there is a strong relation between human psychology, De'ja' vu and multiverse (Parallel Universe).

There are some types of de'ja' vu, such as :

Normal : These can be of short, medium or long duration (eleven continuous). The main features are that they mainly consist of an inexplicable sense of familiarity but involve no paranormal and pathological condition.

Paranormal : These exhibit precognitive knowledge that means the things you knew even before the thing happened. These are not usually associated with a pathological condition.

Pathological : A condition is said to be pathological when it causes sufferings. Sometimes de'ja' vu causes sufferings such as-nausea, headache, amnesia, fainting etc. But this situation is very rare.

It's not uncommon or inherently unhealthy to experience de'ja' vu every now and then. It's most likely to happen to the people who are aged between 12 to 25 years old. Basically, it's normal to have de'ja' vu. There are so many reasons behind it . Few of them are mentioned below :

I) Having a strong memory system.
II) Able to remember almost every dream
III) Travel a lot
IV) Trusting many religional beliefs
V) Having anxiety
VI) Being distressed
VII) Too much hard work
VIII) Pressures in work
IX) Amnesia record
X) Frequent headache etc

"We associate the feeling of de'ja' vu with mystery because it is a feeling and usually unexpected."

That occasional "I've been here before." I mean de'ja' vu experience probably isn't anything to worry about. But if you start experiencing it more often than that, It's time to see a doctor.

Don't let the persistent or worrisome de'ja' vu linger. If you have any doubt about the cause of your de'ja' vu, it's important to consult with your doctor or go straight to a neurologist.

Alina Binte Ashraf
Class : Ten, Section : Aster

Woman in STEM

SCIENCE • TECHNOLOGY • ENGINEERING • MATHEMATICS

From our textbooks and mainstream media we often only hear about successful and great male scientists and inventors. Often female scientists are under-represented and robbed off their credits for their achievements and contribution to science. Young girls should know about how ordinary young girls just like them made themselves extra-ordinary and secured their position in the pages of history and revolutionized the world we live in.

Marie Curie : Born in 1867, Marie the Curie would become the woman to win a Nobel Prize, first person to win the Nobel Prize twice, The first person to win it in two different categories (Physics and Chemistry). Though her road to success was nowhere near easy, She was taught physics and maths by her teacher father and headmaster mother. Marie excelled in school and would graduate as the top of her class. She dreamed of obtaining higher education but wasn't allowed so since academic achievements wasn't seen highly for a woman of that time. So she and her sister enrolled in a secretive school despite it being banned by authorities. Her dream of joining her sister in Paris when she moved there so to study medicine, she worked as a governess, tutor and studied in her free time at the age of 17. At the age of 24 she finally had the means to go to Paris, where she would enroll in the University of Paris and obtain her degree in Physics and Mathematics. It was said that she would work so hard sometimes that she would forget to eat and would pass out. She would stay in the library until closing. But after her hard earned degrees when she went back to her motherland she was refused a job as a professor or career as a scientist all

Marie Curie

Ada Lovelace

because she was a woman. That'd only make her return to Paris to furthermore continue her studies to earn a PhD. Through her research she'd discover two elements that we see today in our Periodic Table; Polonium and Radium (both highly reactive). The unglamorous work of extracting and isolation the elements took place in a leaky and dratted and highly under-Funder shack since she didn't have a dedicated lab. Her work regarding x-rays are said to have saved a million lives during the First World War but would eventually cost her, her own life as she passed away due to cancer likely caused by the high radius exposure during her lifetime. The great woman of high knowledge was put to rest in peace forever in 1934. Her work would go on to change science forever.

Ada Lovelace: The first computer programmer in history born in 1815, Ada Lovelace described maths to be poetic. Regardless of the stigma around women studying maths and getting educated rather than being an housewife she practied maths and was particularly interested in Babbage's work on the analytical engine. She translated a Italian article of an engineer based on Baddage's Calculating Machine and supplemented it with her own elaborate notes. Many consider those to be the first computer programme, that is an algorithm designed to be carried out by a machine. However, her work was left forever undone as she'd died of cancer in 1852. Her belief of Maths as a poetic science, tireless work, work ethic and strong determination is what led to the birth of modern computer as she was the first one to see a computer's true potential beyond just calculation.

Rosalind Franklin: Rosalind Elsie Franklin, born in 1920 in London dreamed of being scientist ever since she was a teenager. It was a career that was seen as uncanny for a woman to deserve. Despite the hardships and setbacks she faced for the crime of simply being a woman, none of it could dim her ambition. In 1951, after achieving her PhD, she joined king's college to work on the structure of DNA, one of the hottest topics of the time. However, the academic culture of the time was not very welcoming towards women as she would even go as to assume her for being a assistant and would threat her poorly. But Franklin pushed through it all and after all the struggles she'd make a breakthrough. In 1952, she obtained 'PHOTO 51' the first image of DNA. But soon after, without Franklin's knowledge, Wilkins stole her photo and showed it to Watson and Crick, the now ever famous 'discoverers' of the Double Helix. They did a quick analysis of Franklin's work, made some potential structure and eventually came to the right one. Meanwhile, Franklin also did her own calculation and eventually arrives at the same conclusion. But when they both published their model Watson and Crick's manuscript was put first and Franklin's at last which made it look like her model was only a prove to their model rather than a inspiration which was earned through a stolen jewl. But Franklin would soon stop working on DNA she would pass away due to cancer probably caused by radiation, a price she payed to obtain PHOTO 51.

Watson and Crick and Wilkins won a Noble Prize for their work on DNA leaving Franklin. Her work on structure of virus would yet again lead to a college to win a Nobel Prize in 1982. Though she was never properly credited for her discoveries in her lifetime, she will now be remembered forever as the unsung mother of the Double Helix which Revolutionized Biology, Medicine and Agriculture.

It is time we honour the brave and courageous women in STEM who fought sexism and did what many think as impossible for a women to do.

Rosalind Franklin

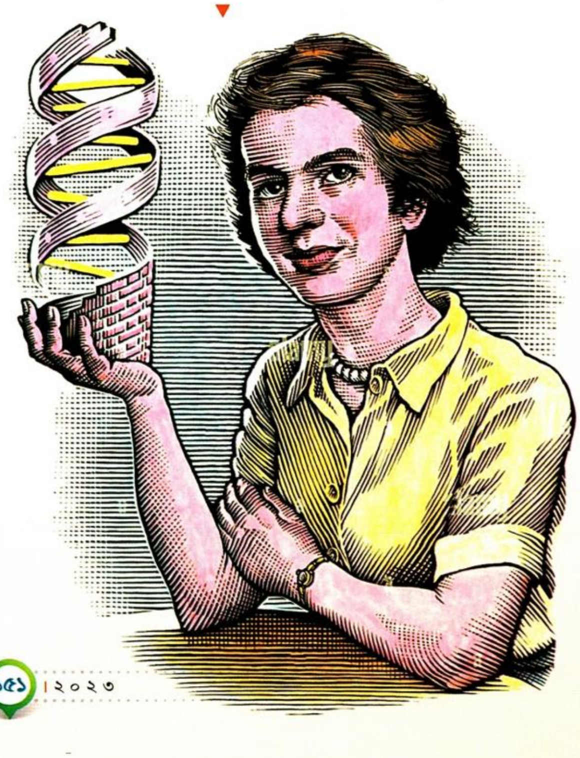

Jarin Anan
Class : Ten, Section : Aster

WATCHING You

Taking the last bite of sandwich. I looked at the clock. It's 8:45 pm. I live at the colony. Normally, it's loud outside even upto 12 am. But today is different. It is strangely quite even at this time. I was sitting at the study table. It's beside my bed. It got a big wide window.

I can hear my mom calling.
"Your call", mom said.
"Who's it?" I asked. She shrugged her shoulders.
I took the phone to my ear.
"Hello, Who's this?"
"Maam, are you Zarin?"
"Yes".
"We've got a parcel for you. Please receive it."
"Okay. Wait at the gate. I am coming in 5 min."
I cut the call.
"What did you order again?"
"Nothing."
"Then?" mom asked. I gave a confused look.
I got down of the tower. It's very quite outside. May be because it's exam season. I reached the gate. A man was standing. I called the number to check again.
"Miss Zarin?"
"Yes."
"Here's your parcel."
"It is quite big. Who's the sender?"

"I am sorry, we can't find any info. It should be in the box." He went away. I was looking at the box. It was very big and heavy. I could not find any info of sender. I started walking towards the tower.
"Need any help?" I looked over my shoulder to see the unknown voice. It was a boy. Older than me and tall.
"No, thank you."
"Come on. You obviously need help. Give it."
That person carried the box for me.
"Thank you."
"How much did you order for this to be this big?"
"I didn't order anything."
"Then got prize?''
"No."

"Oh. Your boyfriend."
"No. I don't have any."
"Well... then... secret admirer?"
I scoffed. "Why would anyone admire someone like me?"
We both laughed.
``Where do you live?"
``Tower 5E."
``Got it."
The lift stopped at 5. He handed me the box and said goodbye. I again thanked him and got off the lift. As the doors of lift were closing, I could see him giving a warm smile. I got shy. I entered home and started unpacking the box. What's this? Some albums of my favorite bands, dresses and many other things I wanted. There was a bouquet of flowers. Roses white rose but like the ends were dipped in red color. There was a note. I took it.
"All the things you wanted. I can get anything for you.
Also, I want you to wear that red dress again. You looked pretty yesterday. I will be watching you.
Yours secret admirer."
A shiver ran through my spine. I didn't even get out yesterday wearing that dress yesterday. I quickly folded the paper into my pocket as I saw my dad approaching.
"Who sent it?"
"One of my friends"
"Who?"
"um....Rid!. She went to Canada."
"Oh. Oh."
I put the box like that. I finished my dinner and went to my room. I turned off the lights. The door of my room were closed. It was full of darkness. I took the laptop and started watching a movie. But the creepiness reminded me of today's incident. I closed it. I was about to lie down. But!
I saw a figure standing in the rooftop of the building beside my tower. We were at same level. To see clearly, I wore my glasses. It's a male figure looking at me. Wearing a hoodie and a mask. He tilted his head. I was so scared. I realized, it was the person who sent me the box. I quickly closed the curtains and went to sleep. But fear trapped me.
Next day at school. I told my friend everything.
"Girl, you are in big trouble."
"I know, Eya. Oh right. You know a man helped me carry the box. I was so impressed."
"Oh wow. What did he wore?" She asked excitedly.
"A hoodie and a opened mask" Realization hit me. I could feel my world crashing.
"What happened." "It was him. The standing figure, the unknown sender, the man who helped me. All of them are a single person. It was him at the rooftop. The same hoodie, same mask, same body, same head tilt while smiling." I couldn't control myself. What should I do now.
I reached home. I opened the door using key, knowing there's no one at home. My parents went out for work. I passed my day doing all the assignments. I looked at the time, it was 11 o'clock at dead night. My parents aren't home yet. The phone rang scaring me. It was my dad.
"We're going to be late today. Lock the doors well. Don't open door for anyone. We might reach home after 1 am. We will call you when we reach. Take some rest till then."
It's not the first time. It happened before.
Suddenly the light went out. I looked though the window. The whole colony is in dark. I noticed something. No! The same figure down the tower. I quickly took the phone. When I was about to call, it went off. No battery. I have now no light. I need light. I went to the dining room and started to look for candle. I could not find it. Someone handed me the candle. I was about to go to my room. I realized. I was alone at home.
Well, not anymore! There is someone else. I looked behind. There was no one. I was about to turn and suddenly a hand grabbed by mouth close. He held my hand so tightly that it hurts. I was so scared to even move. He was about to say something, but we heard the sirens of police. We could hear a man yelling.
"5th floor. Go now. He's there!"
The man holding me as a hostage at last spoke, 'You didn't make a good decision. I will be back again. I will be "WATCHING YOU." He took off his hands and ran off my home. Before he went, he looked at me for the last time. He opened his mask and smiled while tilting his head and an away. I tried to catch my breath. I quickly closed the door and locked it. I ran to my room to the window and started screaming.
"He just ran off. He's wearing a black hoodie!" I looked at the phone. I had another phone. From the start to end, the only right thing I did was to call the security team of colony beforehand; they were fast more than expected.

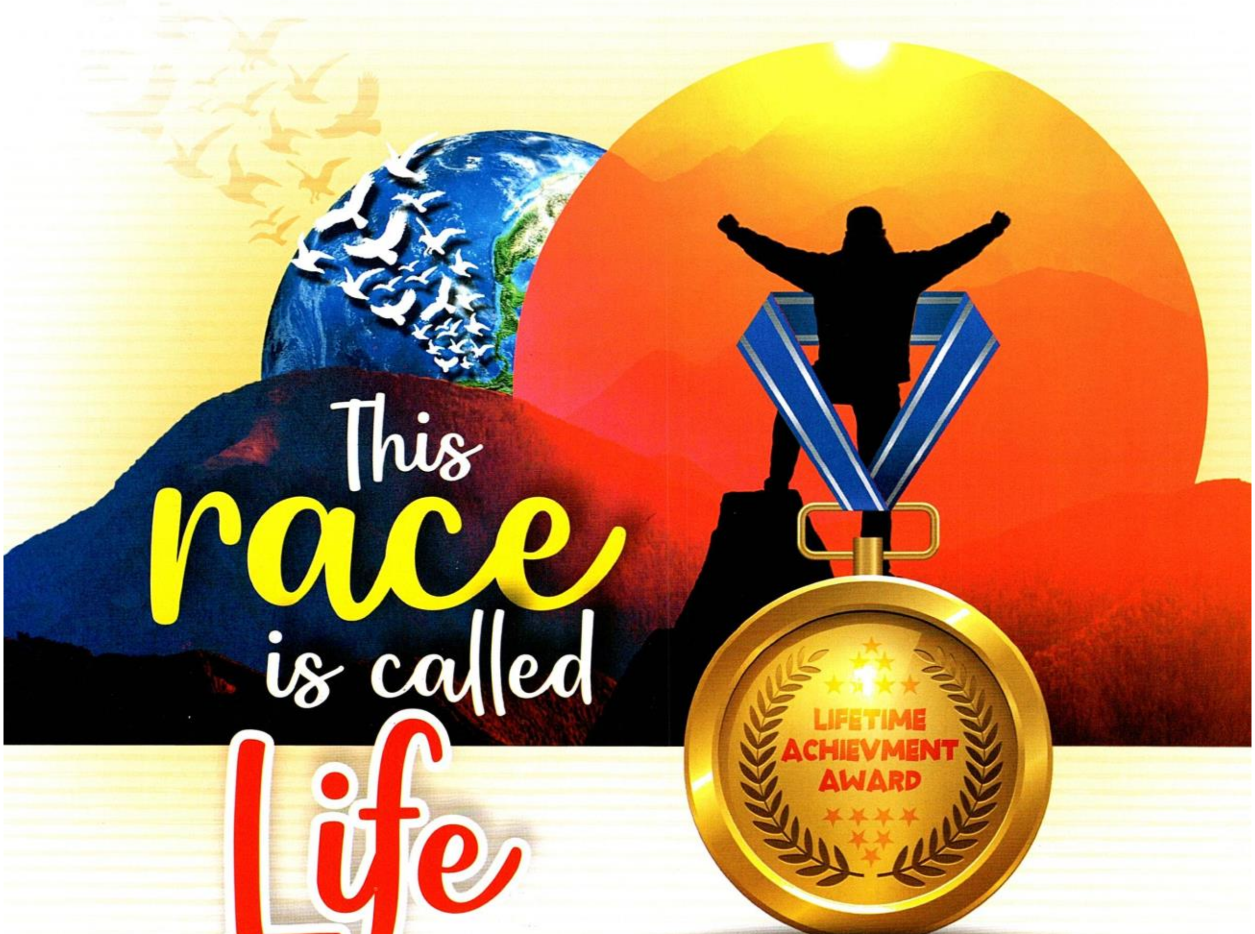

This race is called Life

Samanta Jannat Pushpita
Class : Ten
Section : Kopotakkho

Usually, we consider our school tests as our exam. We take it as a race. But there is another exam, though we don't give any special importance to it, it is very important, and that is life. Life is, actually, a regular race. Life's exams are also competitive. There are wins-defeats in this competition too. Basically, we know that the exam is good only if the preparation is good. Our victory or defeat completely depends on our preparation. But the question is, if you study well in the school exam, you can do well, but in the exam of life? What to do? Everyone's life is more or less suffering. Maybe something happened in your life that I couldn't think of. Again, there may be some secret stories in my life that you may not have any idea about. But in such a situation, when we feel low, whatever we do but we shouldn't give up because it's not the right solution. Because giving up means losing yourself. It is often seen around us those girls, even boys, often take a lot of wrong decisions, do wrong things. As an example, hurting themselves, hurting others, even SUICIDE. Actually, suicide is like failing without giving an exam. When a problem comes to

our life, there are two sides as rivals. On one side we, on the other side our problems. When we give up, we loose ourselves, but when we face the problem and lose, maybe somewhere we lose but win. We've all had a bad time in life, we've suffered. Now some around us may say, "Have you suffered so much at this age? Your life is just the beginning. How does this life fail, how does it give up again?" But I think this is not completely right. Because when we face a problem, at that time, that problem seems very big to us but later when we think of that problem, it seems much easier to us. Like when our parents didn't give us what we wanted when we were young, or when we got a small pain, we all cried more or less. If we got 99 out of 100 in exam, it seemed like our life and future were over. Compare them, I'm sure everyone will laugh at their own stupidity. How painful these stupidities must have seemed to us at that time. But now? Now it seems odd, very much odd to us. Because now you understand the reasons for that. No, bear the hardest pain of life alone without even sharing it with anyone. Look, it is little difficult to understand the problems and feeling of someone's life. But I think I can share some of my feelings. First of all, you can't give up under any circumstances; there are 2 types of emotions in every person's life. One happiness, another suffering.

> "Happiness will rarely come in our life, suffering will come more. Yes, this is reality. And the more you can accept this reality, the less your life will suffer.

Happiness will rarely come in our life, suffering will come more. Yes, this is reality. And the more you can accept this reality, the less your life will suffer. Secondly, confuse the problems of your life. And the trick to confuse the problems is laughter. You don't have to pay someone to smile, to be happy. Suppose, you're upset, at that time you are not talking to anyone and quietly sitting upset, trust me on this, your mind will never be better. The true fact is, no one will buy happiness and peace for you, you have to find your own happiness. When you are upset, if you keep yourself apart and don't talk, you will feel worse. So at this time, we should talk to those around us and keeping ourself busy with them. It is okay, if you are uncomfortable to share your problems. In fact, we alone are enough to solve the causing problem. Happiness shows your hard problems silly and sadness shows your silly problems hardest. So, your mind should be kept fresh. And an easy way is to do things you like. Just like-painting, listening to music, reading books etc. Thirdly, when you are going through a bad time you must wait for the good one and have to believe that the bad time will surely go when it comes. "The Creator is always wrong with me." Never say that. I repeat, NEVER. Because you never know what is going on in others' life. Even if a person in front of you is very happy, maybe he is facing many big problems in life, which we cannot get. That is, we have a happy person in front of us, it cannot be thought that there is no problem in his life. Science says, everything we do is on the order of our brain. And psychology says, our brain will do what our mind tells. Mind is the only thing that is got according to us. What we explain to our mind, our mind will go according to that. And keeping our mind good or bad depends on us. Now it's our choice, which one we will choose.

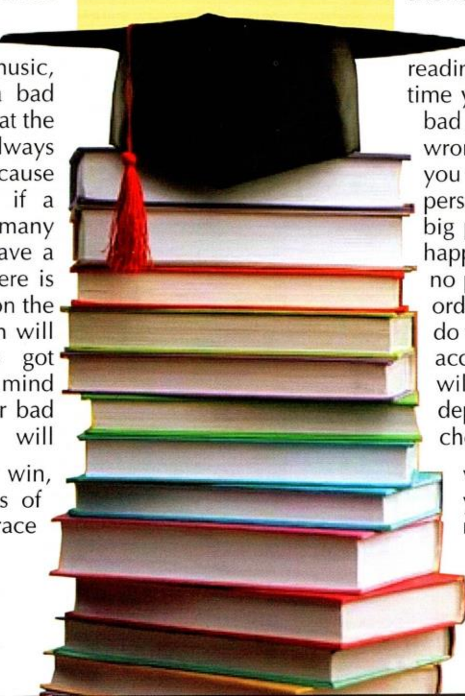

So, just as we accept our win, we should also accept our loss. "Face all the phases of your life, because giving up is not a choice and this race named life is never ending."

Little EXPERIMENT

Eirtija Ferdaus Dihan
Class : Eleven
Section : Mars

I was fascinated by the game of experimentation with life from a very young age. Well, many people say that I am a very strange person. But these strange experiments really did give a new definition to my life. Let's explore the world of this experiment game. The first experiment was an hour-long conversation with myself. Thought it might be a little crazy to talk to myself like that. But as the conversation grew between me and myself, a bold journey of faith began within me. We talked about the odds of this life and promised never to give up. This time the second experiment was to survive five days without food. I'm not going to lie, but I couldn't do this. It felt like I was on my death bed for three days. Even if I failed in this journey, there was no complaint because through it I found the goal of my life. I don't want to be a businessman, teacher, lawyer anymore. I just want to be by the side of these starving people till the last moment of my life and provide what they deserve. The third experiment was to talk to some random people and find out what life is like for them. It's best for you to believe all the types of people I've talked to have very much regrets in life. At that time, I tried to listen to people's pain, to know the words that they did not let anyone know. After adding and subtracting our own sufferings, we came to the conclusion that everyone has some puzzles in life. So, you should never fear anything. Everything has a solution if there is no solution, why are you not finding out the answer? Anyway back to the topic. Let me tell you about a wonderful experiment I did. Always felt like I was losing my memory because of this camera thing. So one day I suddenly stopped taking all kinds of photos. Events become more fun and memorable for me surprisingly. Using these devices can distract ourselves from the experience and because of that distraction we sometimes don't remember the thing we're supposed to be paying attention to. You can just enjoy the freshness of those moments without getting tangled up in social media.

Another experiment that surprises me a lot is "slow living." In today's world we are constantly chasing works and stuffs all the time. We're often living at high speed like living hastily, chaotically, superficially and with a lack of appreciation. Slow living or slowing down means break from the frustration and living a more balanced, meaningful life. It starts with minimising your things, meditation, monotask instead of multitasking etc. Life is not all about running and competing living show and generation more pauses and spaces in between develops the mind for thinking and observation.

I'm not chasing anything anymore. I'm living a very simple life where my happiness is never less than my sorrows. Live your life while enjoying it because life is too short for you. Take responsibilities, gain strength and grow capability. We're not designed to last forever but, still can have a great impact on earth. So, are you willing to do little experiments today?

Rusafa Nabiha Tahseen
Class : Twelve
Section : Sigma

THE 20TH SAGC BNCC PLATOON

SAGC BNCC Platoon is an esteemed and long standing unit that comprises some of the best female cadets. Before delving into its details, it is important to understand first what BNCC is. The Bangladesh National Cadet Corps is a Tri-voluntary reserve force under the defense wing that offers basic military training to young people before they even join the military. Its aim is to develop a supporting military force and provide a second line of defense. Regardless of whether one intends to join the defense or not, being a prat of BNCC platoon teaches a range of valuable life skills, such as unity, cooperation, discipline, manners, volunteering and respect for seniority. To continue as a cadet, one needs to be physically and mentally fit. Coping with studies alongside the rigorous training is indeed a challenging task. However, those who successfully complete the training find the memories and hardships worth the effort, as they truly grow as individuals.

The SAGC BNCC Platoon is one of the oldest and most successful female platoons of RAMNA REGIMENT BATTALION 3. The platoons pioneer and current head BTFO Lieutenant Shamsunnahar Yesmeen Ma'am, is an exceptional example of how women can excel in leadership roles. Ma'am started the platoon in 2022, under her guidance, the SAGC BNCC Platoon out-performed 19 other prestigious female platoon, at the BATTALION 3 CAMP including Adamjee Cantonment College, Dhaka Cant. Girls' College, Mirpur Cantonment College, Milestone College, BUP, NSU and AIUB as one of our cadets, Cadet LCPL is at Jahan Tulona, was recognized as the Best Firer and Best Cadet.

As I reflect on my time as the Wing Commander of our BNCC Platoon. I can attest that the post of the Wing

Commander itself might sound posh, but without the platoon members, it is incomplete. My platoon members are the one who made the post respectable. I have spent a decade in this college, stating as an english verson student, then becoming the house captain of Begum Rokeya House in school and finally the BNCC Commander. SAGC has given me a lot of precious memories, but my moments with my fellow platoon members will always be the most cherishing memories of my life. Although this is my last year, my last note in the college magazine and I would have completed my HSC exam by the time people read this, may be my Junior Wing Commander would be selected by the time this is published who knows. Still when I first join BNCC, I had my doubts about whether it would be worth the struggle. I literally knew no one from my platoon. However, over time we became a big family, supporting and staying with each other through thick and think. My platoon members were always ready to help me with everything. We might have been strangers at first but now we have been bonded overtime, maybe while helping each other to get ready for a programme or maybe with the smallest actions like polishing each other's boots or tying their hair. The platoon was built on the basis of fellowship and support. While it was my responsibility as a commander to look after each cadet, hear their opinions and solve their problems, it was the platoon members' duty to let me know about any dilemmas they were going through. I don't know how much I was able to help out and fulfil my duties I did try to stand with them even if it was just by giving them a bit of motivation. Perhaps that's how they accepted me as their Commander and I found them as my Best Cadets.

Our Platoon is well known for its discipline, teamwork and cantonment. The cadets undergo rigorous training, which includes physical training, drill practice, arms training, and other military tactics. All these hard work and dedication result in the perfect synchronization of movements during the drill, which is an absolute delight to watch. The platoon consists of highly motivation and enthusiastic cadets who are always willing to learn and improve. They believe in continuous improvement and are always using themselves to new heights. The platoon has also been involved in many social and community service activities. These activities not only help them in developing a strong sense of responsibility towards society but also serve as a medium to give back to the community and sacrifice helped us become a successful platoon and our performance was the proof at the INTER-HOUSE ANNUAL SPORTS COMPETITION -2023 that each and every member of the platoon is hardworking and determined to give an outstanding performance.

I do remember my platoon flagman LCPL SABABA MOBASHERA KHAN, suffered from a dislocation in her joint just a day before the program are dedication and responsibility towards her platoon her showed as she outshined during the program and upheld the esteem of her cadetship. The platoon's performance alongside the performance of the pilots, was highly appreciated by their Chief Guests, making it another successful year for our platoon.

The experience I gained here is irreplaceable compared to any other student life experience. As I look back on my college life, most of my cherished memories are from the BNCC. As my last note, I'm grateful to my fellow cadets who stayed unitedly together with me and our seniors who guided us here, especially my ex-commander CADET LCPL RASIA TASRINRIDI. She taught me to be patient and calm while handing any situation.

Finally, they stay behind every success, there is always a contribution of a woman and Yesmeen Ma'am truly lives you to the quote. I would like to thank her for being a motherly figure for all of us. As I, CADET CPL RUSAFA NABIHA TAHSEEN sign off as the Wing Commander of the SAGC BNCC Platoon. I would like to express my gratitude to my school teachers with whom I spent almost nine years and to my college teachers who take care of us during a crucial part of my student life.

Finally, I hope that the future cadets will uphold the reputation of this platoon that has lived up to and I wish a successful future for both our college and this prestigious long-running platoon.

ABUSES of Supreme POWER AROUND THE WORLD CHALLENGE BEFORE SDGs 2030

Md. Ridwan Ullah
Assistant Teacher

Human being is the most beautiful among all creations in the whole Universe. So, keeping surroundings sustainable is the obligatory duty of every single person in each corner of the world. Among all, leaders are the most responsible in this regard, as they are the savior hero for their subordinates that is a proven true for all times.

Successful State is a place where one takes fresh & free breath without any kind of fears. True leadership, the key ingredient to make anything successful, is the must need to establish a sustainable state & world. On the contrary, hypocrite leadership can demolish dream of peace within a moment. SDGs 2030, declared by UN, is being recognized as a hope of light in the heart of every peace lover and seeker around the world. Apart from this golden dream and hope, we are observing with extreme concern that some supreme powerful world leaders are pushing the world to the darkness of instability that causes inhumanity, militancy, economic fragility, environmental imbalances all over the world.

We can state some examples like (1) illegal interfere of UN Security Council member countries in the name of establishing peace in different countries like Syria, Afghanistan, Palestine that has pushed these countries to mysterious uncertainty, (2) France prisident macron's deviant mentality to create communal riots by practicing humiliating comments toward the great Prophet Muhammad SM that may cause the militancy among the people, (3) Aung San Suu kyi's devil work, displacing most persecuted Rohingyas from their mother land, drew the most horrible black chapter against humanity in the world history that not only pushed Rohingya people to bloodcurdling ambiguity but also jabbed Bangladesh into such insurmountable odds that Bangladesh doesn't know its end, (4) Devastating Iraq & Libya by world super power for lame causes, (5) Religious riots created in different countries around the world for the sake of political gains. Abuse of Supreme Power is affecting sustainable development goals from its beginning stage, not only in the victim ground but also around the world heavily like: demolishing peace & harmony, education system, human health, infrastructural projects, beauty of nature, environment and economical growth etc.

As an ardent student of world history, I recommend, in case of abusing supreme power, some strategies to implement SDGs 2030: (1) Ensuring bona fides of supreme powerful countries (2) Ascertaining Justice & equality from the richest countries to the poorer (3) Molting discriminating mentality from the strategy of the powerful countries (4) Pulling back of powerful countries from colonial conspiracy against natural resources possessing countries (5) Initiating the theory of 'friendship to all, malice towards none' (6) Polluting the sea water with the industrial garbage by industrially developed countries should be brought to zero level. (7) Practicing all types of destructive weapons for world civilization should be banned. It's very bad luck of peace lovers around the world that, in spite of signing 50 countries in nuclear weapon ban treaty, UN security council permanent member countries have not signed yet, according to BBC news on 25 October, 2020, (8) Before all, stake holders, in every countries all over the world, should take first proper initiative to implement SDGs.

So, I think, SDGs 2030 can be implemented through proper utilization of supreme power what can reach world community to the dream of establishing peace & love around the world.

French Language

Tasnim Imam Naba
Class : Nine, Section : Avena

Bangabandhu

Il est cйlиbre, c'est un grand homme.
C'est un grand homme!
Quand il prenait la possibilitй,
il pensait pour les gens.
Il ne connait aucun diffйrence et
il йtait toujours prкt de protйger sa nation.
Il йtait une lйgende parmi nous,
comme la pluie au commencement de l'hiver.
Nous l'aime beaucoup.
Nous le prions pour sa вme disparue.
Nous prions pour cet,
homme qui a fait beaucoup de chose pour nous.

TRANSLATION

Bangabandhu

He is an extraordinary man.
A great man is he!
In every way he thinks
Whatever it can be.
He does not know discrimination,
And always ready to save his nation.
He was a legend among us here,
Just as the rainfall during Winter.
We love him much.
Having the presence of such.
We pray for his departed soul,
For everything he did for us in a whole.

Tajrin Ali Semeen

Class : Nine, Section : Aupora

Poéme Français

NE JAMAIS ABANDONNER

N'abandonne pas, tu es assez fart,
Tu ne peux pas casser sй focilement
Tu peux te blesser,
Les larmes peuvent tomber bruine
la vie n'est pa facile
avec des cloches qui sonnet toujours
quelque chase puet кtpe rйalisй du jour ow lendemain
certains puevert кtre atteints aw fil des ans
quand les chases vant mal
Essayez de ne pa regarder en arriкre
Tu es comme un oiseau
Gardez toujars la tкte haute
rappelez-vaus votre objectif
y parvenir en donnant tous vas efforts

TRANSLATION

NEVER GIVE UP

Don't give up, you are strong enough
You can't break so easily
You may get hurt,
Tears may fall drizzling
Life is not smooth-sailing
With bells still ringing.
Something can be achieved overnight,
Some can be achieved over the years
When things go wrong
Try not to look back,
You are like a bird
Always keep your head up.
Remember your goal
Achieve it by giving all your efforts.

আমাদের ক্লাবসমূহ

- Science Club
- Art and Craft Club
- Photography Club
- Taekwondo Club
- General Knowledge Club
- Debate Club
- Cultural Club
- Math Club
- Sports Club
- Quran Recitation Club
- Environment and Community Club
- Language Club
- Business Club
- BNCC
- Yellow Birds Girl Guides and Rangers
- MUN Club

বিভিন্ন ক্লাবের প্যানেল মেম্বার

কলেজ শাখা

স্কুল শাখা

শ্রেণিশিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের

শাখা ভিত্তিক ছবি

শ্রেণি । নার্সারি
শাখা । দোপাটি
শ্রেণিশিক্ষক : সালমা কাওসার

শ্রেণি । নার্সারি
শাখা । গোলাপ
শ্রেণিশিক্ষক : ছাবিহা খানম

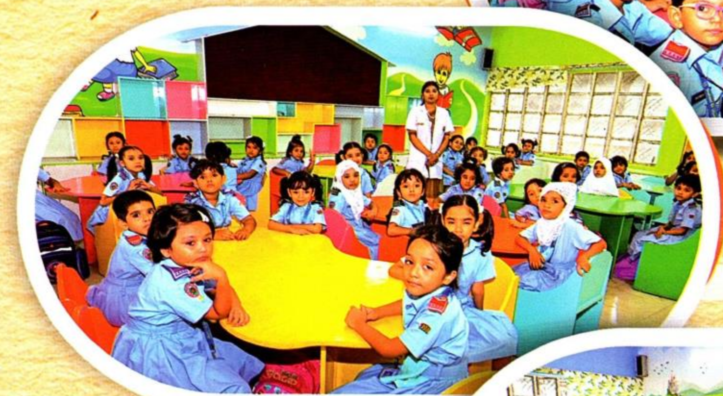

শ্রেণি । নার্সারি
শাখা । শিউলি
শ্রেণিশিক্ষক : মৌসুমী আক্তার

শ্রেণি । নার্সারি
শাখা । টগর
শ্রেণিশিক্ষক : সিরাজুম মনিরা

শ্রেণি । কেজি
শাখা । বেলী
শ্রেণিশিক্ষক : শিরিন আক্তার

শ্রেণি । কেজি
শাখা । চাঁপা
শ্রেণিশিক্ষক : সায়লা নিগার সিদ্দিক

শ্রেণি । কেজি
শাখা । জবা
শ্রেণিশিক্ষক : সাদিয়া বেগম

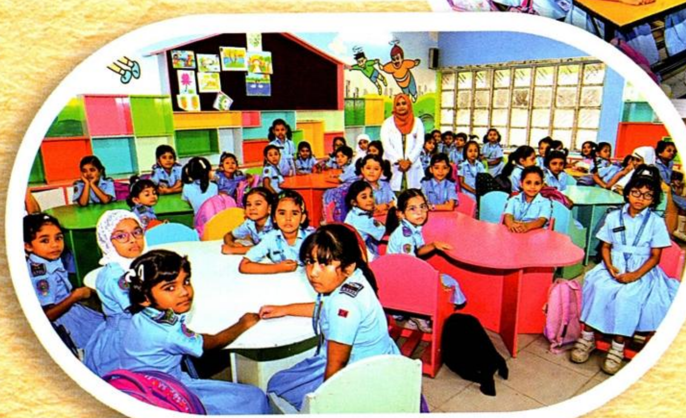

শ্রেণি । কেজি
শাখা । জুঁই
শ্রেণিশিক্ষক : রোখশানা শিরিন

স্কুল (প্রভাতি-বাংলা ভার্শন) | প্রথম

। শ্রেণি
প্রথম
। শাখা
কদম
শ্রেণিশিক্ষক
ইসরাত জাহান

শ্রেণি।
প্রথম
শাখা।
কুসুম
শ্রেণিশিক্ষক
ফারজানা তাহ্সীন

। শ্রেণি
প্রথম
। শাখা
কলমি
শ্রেণিশিক্ষক
বাঁধন আরা মিষ্কী

শ্রেণি।
প্রথম
শাখা।
কমল
শ্রেণিশিক্ষক
ফাহমিরা আক্তার ডলি

শ্রেণি। দ্বিতীয়
শাখা। পারুল
শ্রেণিশিক্ষক
সেহেলী আক্তার খান

।শ্রেণি দ্বিতীয়
।শাখা শিমুল
শ্রেণিশিক্ষক
নাজমুন নাহার

শ্রেণি। দ্বিতীয়
শাখা। বকুল
শ্রেণিশিক্ষক
শেখ ফারহানা পারভীন টুম্পা

।শ্রেণি দ্বিতীয়
।শাখা জারুল
শ্রেণিশিক্ষক
সুলতানা রাজিয়া

শ্রেণি
তৃতীয়
শাখা
কনকচাঁপা
শ্রেণিশিক্ষক
ফরিদা ইয়াসমিন

শ্রেণি
তৃতীয়
শাখা
দোলনচাঁপা
শ্রেণিশিক্ষক
সিলভিয়া আহমেদ

শ্রেণি
তৃতীয়
শাখা
কাঠমল্লিকা
শ্রেণিশিক্ষক
দিলরুবা রোশনী

শ্রেণি
তৃতীয়
শাখা
কাঁঠালচাঁপা
শ্রেণিশিক্ষক
পারুল আক্তার

শ্রেণি। চতুর্থ
শাখা। ঝুমকা
শ্রেণিশিক্ষক
মাফরুহা রহমান রত্না

শ্রেণি। চতুর্থ
শাখা। পলাশ
শ্রেণিশিক্ষক
ডালিয়া আক্তার

শ্রেণি। চতুর্থ
শাখা। মহুয়া
শ্রেণিশিক্ষক
তানজিলা সিদ্দিকা

শ্রেণি। চতুর্থ
শাখা। মল্লিকা
শ্রেণিশিক্ষক
সৈয়দা শারমিন সুলতানা

শ্রেণি
চতুর্থ
শাখা
শেফালী
শ্রেণিশিক্ষক
বীথি হালদার

শ্রেণি
পঞ্চম
শাখা
ড্যাফোডিল
শ্রেণিশিক্ষক
মাহমুদা খাতুন

শ্রেণি
পঞ্চম
শাখা
জেসমিন
শ্রেণিশিক্ষক
সাহিদা আকতারী

শ্রেণি
পঞ্চম
শাখা
টিউলিপ
শ্রেণিশিক্ষক
নুশরত মারিয়াম

শ্রেণি। পঞ্চম

শাখা। ডালিয়া

শ্রেণিশিক্ষক
সাবিনা আহমেদ

।শ্রেণি পঞ্চম

।শাখা ডেইজি

শ্রেণিশিক্ষক
নেওয়াজ তনিমা মুন

শ্রেণি। ষষ্ঠ

শাখা। জিনিয়া

শ্রেণিশিক্ষক
নিলুফার ইয়াসমিন

।শ্রেণি ষষ্ঠ

।শাখা সিনারিয়া

শ্রেণিশিক্ষক
আফরোজা ফেরদৌস

।শ্রেণি
ষষ্ঠ
।শাখা
ক্যামেলিয়া
শ্রেণিশিক্ষক
কেশোয়ারা সুলতানা

শ্রেণি।
ষষ্ঠ
শাখা।
ক্যাটালিয়া
শ্রেণিশিক্ষক
কাজী ইফফাত আরা

।শ্রেণি
ষষ্ঠ
।শাখা
কামিনী
শ্রেণিশিক্ষক
তাছনিম তামান্না

শ্রেণি।
সপ্তম
শাখা।
অতসী
শ্রেণিশিক্ষক
রোম্মান আক্তার

শ্রেণি। সপ্তম
শাখা। করবী
শ্রেণিশিক্ষক
ইয়াসমিন আখ্‌তার

।শ্রেণি সপ্তম
।শাখা মাধবী
শ্রেণিশিক্ষক
সোনিয়া ওহাব

শ্রেণি। সপ্তম
শাখা। মালতি
শ্রেণিশিক্ষক
আফরোজা খাতুন শিউলী

।শ্রেণি অষ্টম
।শাখা গন্ধরাজ
শ্রেণিশিক্ষক
সীমা রহমান

।শ্রেণি
অষ্টম
।শাখা
রঙ্গন
শ্রেণিশিক্ষক
কেয়া হায়দার

শ্রেণি।
অষ্টম
শাখা।
কিংশুক
শ্রেণিশিক্ষক
প্রীতি সিংহ রায়

।শ্রেণি
অষ্টম
।শাখা
পারিজাত
শ্রেণিশিক্ষক
রেহানা ফেরদৌস

শ্রেণি।
নবম
শাখা।
হাস্নাহেনা
(বিজ্ঞান)
শ্রেণিশিক্ষক
মোনালিসা সেবী

শ্রেণি। **নবম**
শাখা। **সন্ধ্যামালতি** (বিজ্ঞান)
শ্রেণিশিক্ষক
নাজনীন আরা বেগম

শ্রেণি **নবম**
শাখা **রজনিগন্ধা** (বিজ্ঞান)
শ্রেণিশিক্ষক
দিলশাদ জাহান

শ্রেণি। **নবম**
শাখা। **কসমস** (বিজ্ঞান)
শ্রেণিশিক্ষক
উম্মে মোছাম্মা

শ্রেণি **নবম**
শাখা **নয়নতারা** (ব্যবসায় শিক্ষা)
শ্রেণিশিক্ষক
নার্গিস সুলতানা

শ্রেণিশিক্ষক
তাসলিমা খানম মিতু
জুলাই ২০২৩ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত

। শ্রেণি
দশম
। শাখা
সূর্যমুখী
(বিজ্ঞান)

শ্রেণিশিক্ষক
ফরিদা খাতুন

শ্রেণি।
দশম
শাখা।
চন্দ্রমল্লিকা
(বিজ্ঞান)

শ্রেণিশিক্ষক
শামীমা নার্গিস খান

। শ্রেণি
দশম
। শাখা
অপরাজিতা
(বিজ্ঞান)

শ্রেণিশিক্ষক
ফাতেমা বেগম সিদ্দিকী

শ্রেণি।
দশম
শাখা।
রাধাচূড়া
(বিজ্ঞান)

শ্রেণিশিক্ষক
লুৎফুন নাহার

শ্রেণি। **দশম**
শাখা। **কৃষ্ণচূড়া**
(ব্যবসায় শিক্ষা)

শ্রেণিশিক্ষক
কাজী সুমনা আফরিন

প্রভাতি (ইংলিশ ভার্শন ও মাধ্যম) | নার্সারি / কেজি

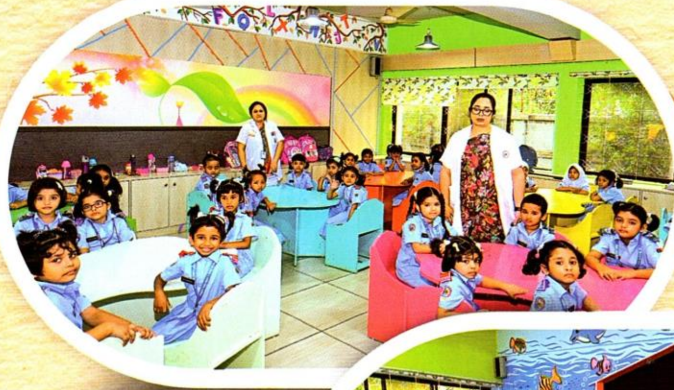

Class | Nursery
Sec | Ivy
Class Teacher
Nasima Akhter & Chand Sultana

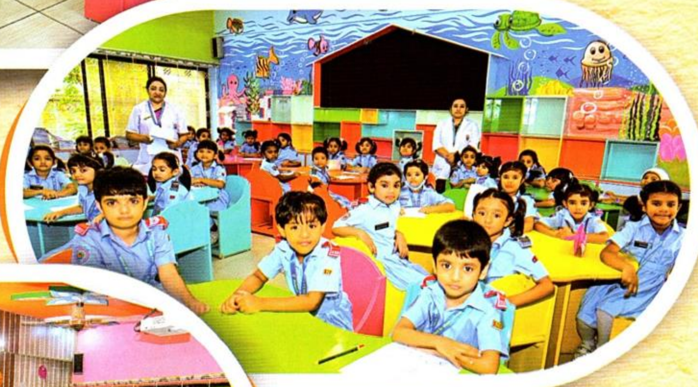

Class | Nursery
Sec | Primrose
Class Teacher
Nazma Haque & Lubna Jahan

Class | KG
Sec | Iris
Class Teacher
Sin Sumbil & Tahmina Ahsan

Class | KG
Sec | Peony
Class Teacher
Munira Siddiqua & Gulshan Jahan

Class ONE
Sec Bluelace
Class Teacher
Salekatun Nessa

Class ONE
Sec Ladylace
Class Teacher
Fahmida Kaniz

Class TWO
Sec Laurel
Class Teacher
Farzana Chowdhury

Class TWO
Sec Lotus
Class Teacher
Afjuner Nur

Class
THREE
Sec
Snowdrop

Class Teacher
Jannatul Mawya Mahfuz

Class
THREE
Sec
Raindrop

Class Teacher
Rabeya Sultana Chowdhury

Class
FOUR
Sec
Lilium

Class Teacher
Nasira Siddiqua

Class
FOUR
Sec
Gladiolaus

Class Teacher
Asma Humayra

Class | **FOUR**
Sec | Gardenia
Class Teacher
Moshaheda Al noor

| Class **FIVE**
| Sec Rosabell
Class Teacher
Tania Sultana Tonu

Class | **FIVE**
Sec | Bluebell
Class Teacher
Rahima Akter Mili

| Class **FIVE**
| Sec Redbell
Class Teacher
Rokeya Sultana

Class SIX
Sec Glaxonia
Class Teacher
Syma Jahan

Class SIX
Sec Azalia
Class Teacher
Benojir Bhuyan

Class SIX
Sec Calendula
Class Teacher
Begum Rokeya Sultana

Class SEVEN
Sec Anjelina
Class Teacher
Armina Rahman

Class | **SEVEN**
Sec | Magnolina
Class Teacher
Syeda Taslima Tuhin

| Class **SEVEN**
| Sec Mandevlla
Class Teacher
Hasina Akter Lucky

Class | **EIGHT**
Sec | Anjelica
Class Teacher
Nahid Akter

| Class **EIGHT**
| Sec Veronika
Class Teacher
Aklima Sultana

Class
EIGHT
Sec
Lewisia

Class Teacher
Kazi Tanzila Ferdaus

Class
NINE
Sec
Aurora
(Science)

Class Teacher
Shubasish Bhadra

Class
NINE
Sec
Avena
(Science)

Class Teacher
Mahfuza Akhter

Class
NINE
Sec
Adenium
(Business Studies)

Class Teacher
Masuma Alam

শ্রেণি।
দশম
শাখা।
কৃষ্ণচূড়া
(ব্যবসায় শিক্ষা)

শ্রেণিশিক্ষক
কাজী সুমনা আফরিন

প্রভাতি (ইংলিশ ভার্শন ও মাধ্যম) | নার্সারি / কেজি

Class | Nursery
Sec | Ivy
Class Teacher
Nasima Akhter & Chand Sultana

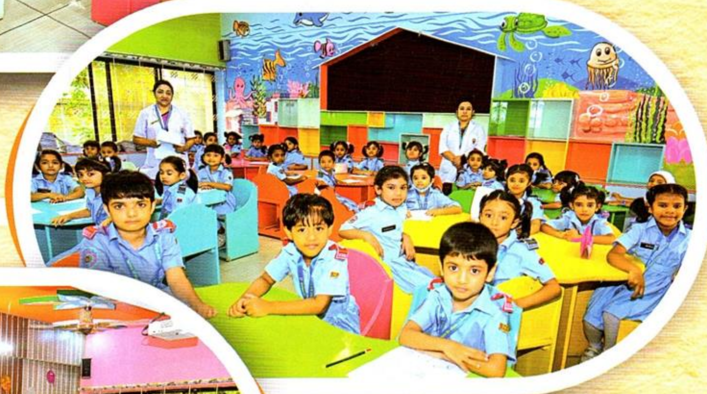

Class | Nursery
Sec | Primrose
Class Teacher
Nazma Haque & Lubna Jahan

Class | KG
Sec | Iris
Class Teacher
Sin Sumbil & Tahmina Ahsan

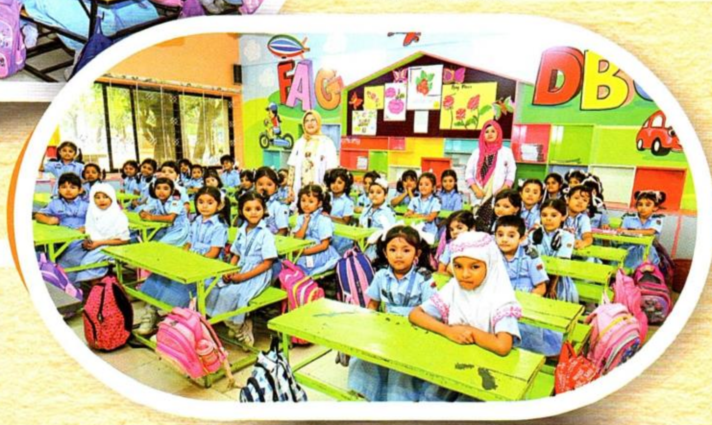

Class | KG
Sec | Peony
Class Teacher
Munira Siddiqua & Gulshan Jahan

Class ONE
Sec Bluelace
Class Teacher
Salekatun Nessa

Class ONE
Sec Ladylace
Class Teacher
Fahmida Kaniz

Class TWO
Sec Laurel
Class Teacher
Farzana Chowdhury

Class TWO
Sec Lotus
Class Teacher
Afjuner Nur

Class THREE
Sec Snowdrop
Class Teacher
Jannatul Mawya Mahfuz

Class THREE
Sec Raindrop
Class Teacher
Rabeya Sultana Chowdhury

Class FOUR
Sec Lilium
Class Teacher
Nasira Siddiqua

Class FOUR
Sec Gladiolaus
Class Teacher
Asma Humayra

Class | FOUR
Sec | Gardenia
Class Teacher
Moshaheda Al noor

Class | FIVE
Sec | Rosabell
Class Teacher
Tania Sultana Tonu

Class | FIVE
Sec | Bluebell
Class Teacher
Rahima Akter Mili

Class | FIVE
Sec | Redbell
Class Teacher
Rokeya Sultana

Class **SIX**
Sec **Glaxonia**
Class Teacher
Syma Jahan

Class **SIX**
Sec **Azalia**
Class Teacher
Benojir Bhuyan

Class **SIX**
Sec **Calendula**
Class Teacher
Begum Rokeya Sultana

Class **SEVEN**
Sec **Anjelina**
Class Teacher
Armina Rahman

Class | **SEVEN**
Sec | Magnolina
Class Teacher
Syeda Taslima Tuhin

| Class **SEVEN**
| Sec Mandevlla
Class Teacher
Hasina Akter Lucky

Class | **EIGHT**
Sec | Anjelica
Class Teacher
Nahid Akter

| Class **EIGHT**
| Sec Veronika
Class Teacher
Aklima Sultana

Class **EIGHT**
Sec **Lewisia**

Class Teacher
Kazi Tanzila Ferdaus

Class **NINE**
Sec **Aurora**
(Science)

Class Teacher
Shubasish Bhadra

Class **NINE**
Sec **Avena**
(Science)

Class Teacher
Mahfuza Akhter

Class **NINE**
Sec **Adenium**
(Business Studies)

Class Teacher
Masuma Alam

শ্রেণি। তৃতীয়
শাখা। বরাল
শ্রেণিশিক্ষক
উম্মে লাভলী দিপু

।শ্রেণি তৃতীয়
।শাখা তিতাস
শ্রেণিশিক্ষক
ঝর্না আক্তার

শ্রেণি। চতুর্থ
শাখা। পঞ্চবেণী
শ্রেণিশিক্ষক
রোকেয়া সুলতানা

।শ্রেণি চতুর্থ
।শাখা তিস্তা
শ্রেণিশিক্ষক
কানিচ ফাতেমা

শ্রেণি
চতুর্থ
শাখা
চিত্রা
শ্রেণিশিক্ষক
জেসমিন আক্তার

শ্রেণি
চতুর্থ
শাখা
সুভদ্রা
শ্রেণিশিক্ষক
রহিমা আক্তার

শ্রেণি
চতুর্থ
শাখা
শঙ্খ
শ্রেণিশিক্ষক
তারিন ইসলাম

শ্রেণি
চতুর্থ
শাখা
মনু
শ্রেণিশিক্ষক
শামসুন্নাহার বিলকিস

শ্রেণি। পঞ্চম
শাখা। ভৈরব
শ্রেণিশিক্ষক
লিপি আক্তার

।শ্রেণি পঞ্চম
।শাখা সোমেশ্বরী
শ্রেণিশিক্ষক
কারিমুন নাহার

শ্রেণি। পঞ্চম
শাখা। মধুমতি
শ্রেণিশিক্ষক
রাশেদা পারভিন রুপা

।শ্রেণি পঞ্চম
।শাখা ইছামতি
শ্রেণিশিক্ষক
নার্গিস ফাতেমা

শ্রেণি
পঞ্চম
শাখা
জলঢাকা
শ্রেণিশিক্ষক
রোকেয়া মান্নান

শ্রেণি
পঞ্চম
শাখা
নবগঙ্গা
শ্রেণিশিক্ষক
নীলা ইয়াছমিন

শ্রেণি
ষষ্ঠ
শাখা
গড়াই
শ্রেণিশিক্ষক
শাম্মী আক্তার (২)

শ্রেণি
ষষ্ঠ
শাখা
বুড়িশ্বর
শ্রেণিশিক্ষক
শাহানা সুলতানা

।শ্রেণি। ষষ্ঠ
শাখা। আত্রাই
শ্রেণিশিক্ষক
আফিয়া সুলতানা

।শ্রেণি ষষ্ঠ
।শাখা মহানন্দা
শ্রেণিশিক্ষক
রাজিয়া সুলতানা

শ্রেণি। ষষ্ঠ
শাখা। পূর্ণভবা
শ্রেণিশিক্ষক
মাহবুবা শাম্মী

।শ্রেণি ষষ্ঠ
।শাখা শীতলক্ষ্মা
শ্রেণিশিক্ষক
মমতাজ বেগম

শ্রেণি
সপ্তম
শাখা
ধানসিঁড়ি
শ্রেণিশিক্ষক
মোসাঃ শামীমা আক্তার জাহান

শ্রেণি
সপ্তম
শাখা
হরিণঘাটা
শ্রেণিশিক্ষক
আফরোজা ইয়াসমিন লাবনী

শ্রেণি
সপ্তম
শাখা
কীর্তনখোলা
শ্রেণিশিক্ষক
সিরাজুম মুনীরা

শ্রেণি
সপ্তম
শাখা
ধলেশ্বরী
শ্রেণিশিক্ষক
আকলিমা বেগম

শ্রেণি। **সপ্তম**
শাখা। **মাতামুহুরী**
শ্রেণিশিক্ষক
ফারিয়া রহমান

।শ্রেণি **সপ্তম**
।শাখা **কাঞ্চন**
শ্রেণিশিক্ষক
আনোয়ারা বেগম

শ্রেণি। **অষ্টম**
শাখা। **সুধারাম**
শ্রেণিশিক্ষক
জান্নাতুল ফেরদৌস

।শ্রেণি **অষ্টম**
।শাখা **কুশিয়ারা**
শ্রেণিশিক্ষক
ইসরাত জাহান সোমা

শ্রেণি
অষ্টম
শাখা
তুরাগ
শ্রেণিশিক্ষক
রওশন আরা মাসুমা

শ্রেণি
অষ্টম
শাখা
করতোয়া
শ্রেণিশিক্ষক
মোছাঃ সালমা সুলতানা

শ্রেণি
অষ্টম
শাখা
কাপ্তাই
শ্রেণিশিক্ষক
মৌসুমী হাসনাত

শ্রেণি
অষ্টম
শাখা
ইরাবতী
শ্রেণিশিক্ষক
মারুফা আক্তার

।শ্রেণি
নবম
(বিজ্ঞান)
।শাখা
আড়িয়াল খাঁ
শ্রেণিশিক্ষক
কাকলী আক্তার

।শ্রেণি
নবম
।শাখা
খোয়াই
শ্রেণিশিক্ষক
হাজেরা বেগম নার্গিস

।শ্রেণি
নবম
(বিজ্ঞান)
।শাখা
সাঙ্গু
শ্রেণিশিক্ষক
নাসপি জাহান

।শ্রেণি
নবম
।শাখা
বুড়িগঙ্গা
শ্রেণিশিক্ষক
নুরুন নাহার

SAGC

স্কুল (দিবা শাখা) | নবম / দশম

। শ্রেণি
নবম
(বিজ্ঞান)
। শাখা
কাসালং
শ্রেণিশিক্ষক
আফসানা মুন

শ্রেণি।
নবম
(ব্যবসায় শিক্ষা)
শাখা।
সুরমা
শ্রেণিশিক্ষক
সালমা আক্তার

। শ্রেণি
দশম
(বিজ্ঞান)
। শাখা
পদ্মা
শ্রেণিশিক্ষক
শাম্মী আক্তার (১)

শ্রেণি।
দশম
(বিজ্ঞান)
শাখা।
মেঘনা
শ্রেণিশিক্ষক
রুমানা আফরোজ রুমি

শ্রেণি। **দশম** (বিজ্ঞান)

শাখা। **যমুনা**

শ্রেণিশিক্ষক
মেহেরুন নেছা

।শ্রেণি **দশম** (বিজ্ঞান)

।শাখা **ব্রহ্মপুত্র**

শ্রেণিশিক্ষক
তানিয়া জাফরিন

শ্রেণি। **দশম** (বিজ্ঞান)

শাখা। **কপোতাক্ষ**

শ্রেণিশিক্ষক
কাজী মুহাম্মদ শাহজাহান

।শ্রেণি **দশম** (ব্যবসায় শিক্ষা)

।শাখা **কর্ণফুলী**

শ্রেণিশিক্ষক
রাশিদা পারভীন পুষ্প

SAGC

কলেজ শাখা : একাদশ

(বিজ্ঞান বিভাগ-বাংলা ভার্শন)

শ্রেণি **একাদশ** (বিজ্ঞান)
শাখা **প্রোটন**
শ্রেণিশিক্ষক
কাজী রবিউল ইসলাম

শ্রেণি **একাদশ** (বিজ্ঞান)
শাখা **নিউট্রন**
শ্রেণিশিক্ষক
রতন কুমার রায়

শ্রেণি **একাদশ** (বিজ্ঞান)
শাখা **মেসন**
শ্রেণিশিক্ষক
আবু জুবায়েদ আল আজাদ

শ্রেণি **একাদশ** (বিজ্ঞান)
শাখা **পজিট্রন**
শ্রেণিশিক্ষক
শাহানা সাজেদা

কলেজ শাখা : একাদশ
(বিজ্ঞান বিভাগ-বাংলা ও ইংলিশ ভার্শন)

শ্রেণি। **একাদশ** (বিজ্ঞান)
শাখা। **কপোট্রন**
শ্রেণিশিক্ষক
সোনিয়া স্মৃতি

।শ্রেণি **একাদশ** (বিজ্ঞান)
।শাখা **স্পেকট্রাম**
শ্রেণিশিক্ষক
আফরোজা বুলবুল

শ্রেণি। **একাদশ** (বিজ্ঞান)
শাখা। **কোয়ান্টাম**
শ্রেণিশিক্ষক
সামছুন নাহার ইয়াছমিন

।Class **ELEVENTH**
Science-English Version
।Section **Electron**
Class Teacher
Bani Benazir

কলেজ শাখা : একাদশ

মানবিক এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ (বাংলা ভার্শন)

শ্রেণি
একাদশ
(মানবিক)
শাখা
ভেনাস
শ্রেণিশিক্ষক
শামিম আরা হাফিজ

শ্রেণি
একাদশ
(মানবিক)
শাখা
নিহারীকা
শ্রেণিশিক্ষক
মোর্শেদা আক্তার

শ্রেণি
একাদশ
(ব্যবসায় শিক্ষা)
শাখা
জুপিটার
শ্রেণিশিক্ষক
মাহমুদা আক্তার

শ্রেণি
একাদশ
(ব্যবসায় শিক্ষা)
শাখা
অরবিট
শ্রেণিশিক্ষক
মোঃ সেলিম হোসেন

একাদশ ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ এবং দ্বাদশ-বিজ্ঞান (বাংলা ভার্শন)

শ্রেণি। একাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)
শাখা। মার্স
শ্রেণিশিক্ষক
ইশরাত ফাতেমা

।শ্রেণি একাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)
।শাখা মার্কারী
শ্রেণিশিক্ষক
মাসুদা আক্তার

শ্রেণি। দ্বাদশ (বিজ্ঞান)
শাখা। আলফা
শ্রেণিশিক্ষক
সাইফা সুমাইয়া পিয়া

।শ্রেণি দ্বাদশ (বিজ্ঞান)
।শাখা বিটা
শ্রেণিশিক্ষক
জেবুন্নেছা

কলেজ শাখা : দ্বাদশ

দ্বাদশ-বিজ্ঞান বিভাগ (বাংলা ভার্শন)

শ্রেণি
দ্বাদশ
(বিজ্ঞান)
শাখা
ডেল্টা
শ্রেণিশিক্ষক
মোঃ শামসুল হক

শ্রেণি
দ্বাদশ
(বিজ্ঞান)
শাখা
ওমেগা
শ্রেণিশিক্ষক
মোঃ ইকবাল হোসেন

শ্রেণি
দ্বাদশ
(বিজ্ঞান)
শাখা
থিটা
শ্রেণিশিক্ষক
হানিয়া বিনতে জাহাংগীর

শ্রেণি
দ্বাদশ
(বিজ্ঞান)
শাখা
পাই
শ্রেণিশিক্ষক
জিন্নাত রেহানা

কলেজ শাখা : দ্বাদশ

(বিজ্ঞান-বাংলা ও ইংলিশ ভার্শন) এবং মানবিক বিভাগ

শ্রেণি। **দ্বাদশ** (বিজ্ঞান)

শাখা। **ফাই**

শ্রেণিশিক্ষক

আলোক কুমার চক্রবর্তী

Class **TWELFTH** Science-English Version

Section **Sigma**

Class Teacher

Mizanur Rahman

শ্রেণি। **দ্বাদশ** (মানবিক)

শাখা। **গ্যালাক্সী**

শ্রেণিশিক্ষক

আঞ্জুমান আরা বেগম

শ্রেণি **দ্বাদশ** (মানবিক)

শাখা **শুকতারা**

শ্রেণিশিক্ষক

রোজিনা খানম

কলেজ শাখা : দ্বাদশ

ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ

শ্রেণি
দ্বাদশ
(ব্যবসায় শিক্ষা)
শাখা
নেপচুন
শ্রেণিশিক্ষক
নিগার সুলতানা মাহমুদ

শ্রেণি
দ্বাদশ
(ব্যবসায় শিক্ষা)
শাখা
প্লুটো
শ্রেণিশিক্ষক
আরজুমান্দ বানু

শ্রেণি
দ্বাদশ
(ব্যবসায় শিক্ষা)
শাখা
টাইটান
শ্রেণিশিক্ষক
খোদেজা আক্তার

শ্রেণি
দ্বাদশ
(ব্যবসায় শিক্ষা)
শাখা
নোভা
শ্রেণিশিক্ষক
সূবর্ণা দাশ

প্রাতিষ্ঠানিক ফলাফলের ধারাবাহিক সাফল্য

পিইসিই ২০১০-২০১৯

পরীক্ষার সাল	পরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	পাশের হার
২০১০	২০৯	২০৯	১০০%
২০১১	২৬৩	২৬৩	১০০%
২০১২	২৯৭	২৯৭	১০০%
২০১৩	৩৮৫	৩৮৫	১০০%
২০১৪	৪৬৭	৪৬৭	১০০%
২০১৫	৫৪৫	৫৪৫	১০০%
২০১৬	৫৮২	৫৮২	১০০%
২০১৭	৬২৯	৬২৯	১০০%
২০১৮	৫৮৯	৫৮৯	১০০%
২০১৯	৫৯৫	৫৯৫	১০০%

জেএসসি ২০১০-২০১৯

পরীক্ষার সাল	পরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	পাশের হার
২০১০	২১১	২১১	১০০%
২০১১	২২৪	২২৪	১০০%
২০১২	৩২৩	৩২৩	১০০%
২০১৩	৩৬৩	৩৬৩	১০০%
২০১৪	৪৪০	৪৪০	১০০%
২০১৫	৪২৭	৪২৭	১০০%
২০১৬	৪৫১	৪৫১	১০০%
২০১৭	৫১২	৫১২	১০০%
২০১৮	৫৭৩	৫৭৩	১০০%
২০১৯	৫৮৯	৫৮৯	১০০%

এসএসসি ১৯৬৪-২০২২

পরীক্ষার সাল	পরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	পাশের হার
১৯৬৪	১০	০৮	৮০%
১৬৬৫	০৮	০৬	৭৫%
১৯৬৬	১২	০৮	৬৭%
১৯৬৭	১৪	১২	৮৬%
১৯৬৮	২২	১৬	৭২%
১৯৬৯	১৭	১২	৭১%
১৯৭০	২৪	২১	৮৮%
১৯৭১	১০	১০	১০০%
১৯৭২	০৮	০৮	১০০%
১৯৭৩	১৩	১০	৮৫%
১৯৭৪	১৯	১৮	৯৫%
১৯৭৫	১৭	১৩	৭৬%
১৭৭৬	৪৪	৩৯	৮৯%
১৯৭৭	৫৭	৫৩	৯৩%
১৯৭৮	৩৯	৩৯	১০০%
১৯৭৯	৫৬	৫৫	৯৮%
১৯৮০	৪২	৩৯	৯৩%
১৯৮১	৪০	৩৬	৯০%
১৯৮২	৫৫	৪৭	৮৫%
১৯৮৩	৭১	৭১	১০০%
১৯৮৪	৬৭	৬৭	১০০%
১৯৮৫	৫১	৫০	৯৮%
১৯৮৬	৫৫	৫৫	১০০%
১৯৮৭	৭৯	৭৯	১০০%
১৯৮৮	৮৫	৮৫	১০০%
১৯৮৯	৮৯	৮৯	১০০%
১৯৯০	১০৮	১০৮	১০০%
১৯৯১	১২৯	১২৯	১০০%
১৯৯৩	১৩২	১৩০	৯৮%
১৯৯৪	১৩৫	১৩৪	৯৯.৩%
১৯৯৫	১৪৬	১৪৫	৯৯.৩%
১৯৯৬	১৩৩	১২৬	৯৫%
১৯৯৭	১৫৯	১৫৪	৯৭%
১৯৯৮	১২৮	১২৫	৯৮%
১৯৯৯	১৪৩	১৪১	৯৯%
২০০০	১৪৩	১৩৭	৯৬%
২০০১	১৪৮	১৪৭	৯৯%
২০০২	১৪৪	১৪০	৯৭%
২০০৩	১৬৩	১৬৩	১০০%
২০০৪	১৭৬	১৭২	৯৮%
২০০৫	২৪৪	২৪২	৯৯%
২০০৬	২৬২	২৬২	১০০%
২০০৭	২৮৭	২৮৭	১০০%
২০০৮	২০০	২০০	১০০%
২০০৯	১৭৬	১৭৬	১০০%
২০১০	১৭৯	১৭৯	১০০%
২০১১	২৩৯	২৩৯	১০০%
২০১২	২১০	২১০	১০০%
২০১৩	২১৩	২১৩	১০০%
২০১৪	২৭৪	২৭৪	১০০%
২০১৫	৩৮৭	৩৮৭	১০০%
২০১৬	৩৫৭	৩৫৭	১০০%
২০১৭	৪৫৪	৪৫৪	১০০%
২০১৮	৪৩৫	৪৩৫	১০০%
২০১৯	৪৫৪	৪৫৪	১০০%
২০২০	৪৭৮	৪৭৮	১০০%
২০২১	৫৭৬	৫৭৬	১০০%
২০২২	৬৩৮	৬৩৮	১০০%

এইচএসসি ১৯৯২-২০২২

পরীক্ষার সাল	পরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	পাশের হার
১৯৯২	১৮৬	১৮১	৯৭.৩১%
১৯৯৩	১৮৩	১৫৪	৮৪.৬১%
১৯৯৪	৪৯১	৩৫১	৭১.৪৯%
১৯৯৫	৪৩৬	৪০১	৯১.৯৭%
১৯৯৬	৩৬৬	৩১৫	৮৫.৮৩%
১৯৯৭	৪৬৯	৩১৬	৭৬.৯৭%
১৯৯৮	৬৪৩	৫৩৫	৮৩.২০%
১৯৯৯	৬০২	৩৫২	৮৮.৭০%
২০০০	৫৭৯	৪৬৫	৮০.৩১%
২০০১	৬৬৩	৫৮৬	৮৮.৩৯%
২০০২	৬১৫	৪৯৫	৮০.৪৯%
২০০৩	৬৭৪	৬১৪	৯১.৩১%
২০০৪	৫৩৩	৪৯২	৯২.৩১%
২০০৫	৫৭৫	৫৪৬	৯৪.৯৫%
২০০৬	৫১৯	৫১১	৯৮.৬৪%
২০০৭	৫৮৮	৫৪৮	৯৩.০০%
২০০৮	৪৯২	৪৯২	১০০%
২০০৯	৫৪৯	৫৪২	৯৮.৭২%
২০১০	৪৬৬	৪৫৩	৯৭.২১%
২০১১	৩৯৩	৩৮৭	৯৮.৪৭%
২০১২	৫০৪	৫০৪	১০০%
২০১৩	৬৮৬	৬৭৮	৯৮.৮৩%
২০১৪	১০৪৬	১০৪৩	৯৯.৭১%
২০১৫	১০৫১	১০৪৫	৯৬.৪২%
২০১৬	১০৫১	১০১২	৯৬.২৮%
২০১৭	১০০৮	৯৯৬	৯৮.৮০%
২০১৮	১০৩১	১০২৬	৯৯.৫১%
২০১৯	১২১২	১২১০	৯৯.৮৩%
২০২০	১২৫০	১২৫০	১০০%
২০২১	১২১১	১২১১	১০০%
২০২২	৯৭৬	৯৭৬	১০০%

অ্যালবামে রাখা ছবি শুধু ছবি নয়,
ফেলে আসা দিনেরা এখানে নীরবে যে কথা কয়

স্মৃতির পাতায়

SAGC

কলেজ পরিদর্শনে-আসা সেনাপ্রধান মহোদয়ের সস্নেহ সান্নিধ্যে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা

CGS মহোদয়

কলেজ পরিদর্শনে

লে. জেনারেল আতাউল হাকিম সারোয়ার হাসান

এসবিপি, এসজিপি, এনডিসি, এফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি, চিফ অফ জেনারেল স্টাফ (CGS) মহোদয়

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বর্ণিল আয়োজন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন
কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মহোদয়
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফেরদৌস হাসান সেলিম, এসইউপি (বার), এডব্লিউসি, পিএসসি
পরিচালক, মিলিটারি অপারেশনস্ সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস

সমাপনী দিবসে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন

মেজর জেনারেল
মোঃ জহিরুল ইসলাম, এনডিসি,
পিএসসি, তৎকালীন জিওসি ও এরিয়া
কমান্ডার, লজিস্টিকস্ এরিয়া

প্রজ্বলিত মশাল হাতে মাঠ প্রদক্ষিণ করছে স্পোর্টস ক্যাপ্টেন

বিএনসিসি'র চৌকস ক্যাডেটদের মার্চ পাস্ট

তায়াকোয়ান্ডো অ্যাকশন

প্রধান অতিথি
মহোদয়ের হাত থেকে

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি গ্রহণ করছে

বেগম রোকেয়া হাউস

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের র‍্যালিতে অধ্যক্ষ মহোদয়

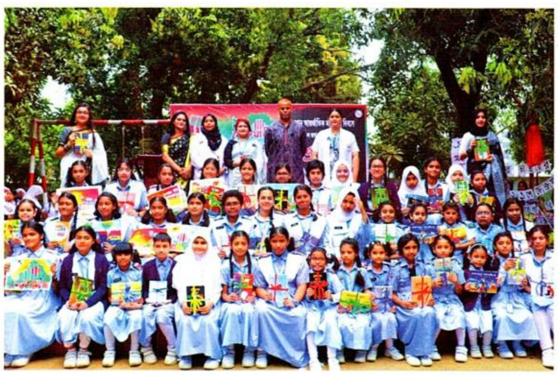

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রীদের একাংশ

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

৭ই মার্চ : খুদে এক শিক্ষার্থীর কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একাংশ

জাতীয় দিবস

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অধ্যক্ষ মহোদয়ের দেয়াল পত্রিকা পরিদর্শন

গণহত্যা দিবস পালন

স্বাধীনতা দিবসে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের একজন

জাতীয় শোক দিবস পালন ২০২৪

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন
কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মহোদয়
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফেরদৌস হাসান সেলিম
এসইউপি (বার), এডব্লিউসি, পিএসসি
পরিচালক, মিলিটারি অপারেশনস্ সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস

জাতীয় দিবস

বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তি দিবস উদ্‌যাপন

মুজিবনগর দিবস

শেখ রাসেল দিবস

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে উপস্থিত ছিলেন মিসেস মমতাজ পারভীন, বীর মুক্তিযোদ্ধা

মহান বিজয় দিবস

বিজয় দিবসে শিক্ষার্থীদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা
পরিদর্শনে মাননীয় কলেজ সভাপতি

সভাপতি মহোদয়ের হাত থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি গ্রহণ করছে রাবেয়া বসরী হাউস

বর্ণাঢ্য বৈশাখ

বসন্তের রঙে

SAGC

বার্ষিক মিলাদ-মাহফিল ও শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার হোসেনের শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা

শিক্ষক দিবসে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর র‍্যালি

পাঠ্যপুস্তক বিতরণ উৎসব

চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য ইদের শুভেচ্ছা উপহার

একাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের নবীন বরণ

SAGC

বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্ট

এইচএসসি পরীক্ষায় সাফল্যের উচ্ছ্বাস

জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

এসএসসি

এইচএসসি

একাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের নবীন বরণ

বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০২৩

ক্লাস পার্টির আনন্দ

প্রিয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে খুদে শিক্ষার্থীর উপহার

অর্জন

সেনাবাহিনী প্রধান ট্রফি (প্রথম রানার আপ) ২০২২

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, সেনাবাহিনী প্রধান ট্রফি-২০২২ এ প্রথম রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

লে. জেনারেল আতাউল হাকিম সারোয়ার হাসান, এসবিপি, এসজিপি, এনডিসি, এফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি, চিফ অফ জেনারেল স্টাফ (CGS) মহোদয়ের হাত থেকে ট্রফি গ্রহণ করছেন কলেজ অধ্যক্ষ কর্নেল মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, পিএসসি, জি।

ছবিতে আরো উপস্থিত আছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ রেজাউল ইসলাম, পিএসসি, পিএইচডি, পরিচালক, শিক্ষা পরিদপ্তর সেনা সদর, ঢাকা সেনানিবাস

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড-ঢাকা আয়োজিত আন্তঃঅ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন

ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিস ঢাকা বিভাগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে অঞ্চল পর্যায়ে রানারআপ টিম

প্রথম আলো
বিতর্ক
প্রতিযোগিতায়
চ্যাম্পিয়ন

মহানগর পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ
বিএনসিসি শিক্ষক
সামছুন নাহার ইয়াছমিন
সহ. অধ্যাপক

অর্জন

অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতি আয়োজিত

৫১তম শীতকালীন অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ইভেন্টে ঢাকা মহানগর চ্যাম্পিয়ন ছাত্রীরা

আফছারী হোসেন (আরা)
জাতীয় প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় ২য় হয়ে
জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন এমপি
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মহোদয়ের
হাত থেকে
পুরস্কার
গ্রহণ করছে

সুহাদা সাফওয়া সুহা
জাতীয় আইকিউ অলিম্পিয়াড
চ্যাম্পিয়ন

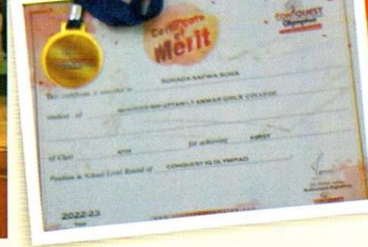

SAGC

অর্জন

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ আয়োজিত চতুর্দশ সায়েন্স কার্নিভালে আমাদের অর্জন

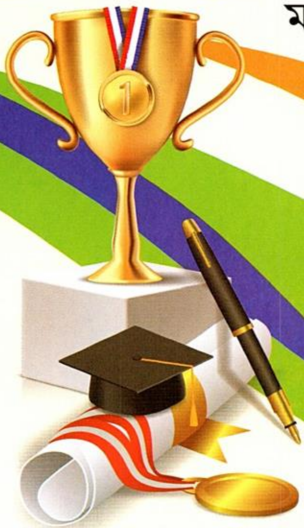

আমাদের অর্জন

শহিদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ

আন্তঃ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ সংসদীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা (বাংলা)-২০২৩-এর চ্যাম্পিয়ন টিম শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ (স্কুল শাখা) সম্মাননীয় প্রধান অতিথি মেজর জেনারেল মোঃ মঈন খান, এনডিসি, পিএসসি, জিওসি ও এরিয়া কমান্ডার, লজিস্টিকস্ এরিয়া মহোদয়ের হাত থেকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি গ্রহণ করছে।

বিদায় সংবর্ধনা

এসএসসি বিদায় পরীক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

হুমাইরা বেগম, সহকারী অধ্যাপক-এর বিদায় সংবর্ধনা

অবসরে যাঁরা

কলেজ শাখা

হুমায়রা বেগম
সহ. অধ্যাপক (ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা)

স্কুল প্রভাতি শাখা
বাংলা ভার্শন

হাসিনা খন্দকার নিনা
সি. শি. (উদ্ভিদবিজ্ঞান)

তাসলীমা খাতুন
সি. শি. (বিজ্ঞান)

স্কুল শাখা
ইংরেজি মিডিয়াম

আজমত আহমেদ দীবা
সি. শি. (অর্থনীতি)

কর্মচারী

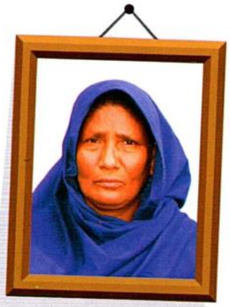

জামিলা আক্তার
আয়া

দিনে দিনে সমৃদ্ধির পথে এগিয়েছে বহুদূর, আমাদের **সপ্তসুর**

our core values

Shaheed Bir Uttam Lt. Anwar Girls' College, named after a valiant martyred Army Officer, Lieutenant Anwar Hossain, started its progressive journey with a motto, 'O Lord, thrive my knowledge' and has created a benchmark of the advancement of female education across the country and is playing a commendable role in various co-curricular activities to flourish the creativity of the juveniles. Besides the glorious achievements in academic results, the main objective of this institution is to broaden the **outlook** of the students by more and more **scientific involvement** in different domains of knowledge. The **sense of integrity** implanted in them through the contemporary education system is inspiring them to be **pragmatic** and eligible for encountering newer challenges of life ahead. Apart from the mission and vision of imparting quality education to our future leaders and infusing in them the greater sense of **discipline** and **patriotism**, Shaheed Bir Uttam Lt. Anwar Girls' College is striving to mould each of its students to be an ideal citizen endowed with the sense of **Bengali culture and tradition .**

প্রচ্ছদের কথা

মধ্য আয়ের পর্যায় ছুঁয়ে উচ্চ আয়ের দেশের কাতারে পৌঁছে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন বুকে নিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ।

এই লক্ষ্যে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ জাতি গঠনের জন্য যোগ্য নাগরিক গড়ে তুলতে নারী শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা মেধা, প্রতিভা, যোগ্যতা দিয়ে উজ্জ্বল অবস্থানে অনেক ক্ষেত্রে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে।

নারীর ক্ষমতায়ন আমাদের অগ্রযাত্রার উল্লেখযোগ্য একটি দিক।

প্রচ্ছদে দেখা যাচ্ছে, শেখ কামাল ২য় বাংলাদেশ যুব গেমস-২০২৩ এ আমাদের ছাত্রী শারারা যাহীন বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাজে সেজেছিলো, যা সবার মতো স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এবং সম্মানিত সেনা প্রধানকেও মুগ্ধ করেছে;

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল এবং সর্বমহলে প্রশংসিত সেই সাজের ছবিটি অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে শিল্পসম্মতভাবে ফুটিয়ে তুলেছে আমাদের আরেক ছাত্রী সামিয়া আহমেদ সারা। ডাই কাটিং-এর মাঝে তঁদের অভিভূত চেহারার সেই হাস্যোজ্জ্বল ছবির একাংশ দেখা যাচ্ছে।

অন্যদিকে রয়েছে, আমাদের গর্ব এবং সাফল্যের প্রতীক পদ্মা সেতুর চিত্রকর্ম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রেসিডেন্টকে উপহার দেওয়ার চিত্র।

প্রচ্ছদে আরো দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, শান্তিরক্ষায় সেনাবাহিনী, নারীর ক্ষমতায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি, অর্থাৎ বিভিন্ন সূচকে আমাদের ক্রম-উন্নতির চিত্র।

ISBN 984968454-2
9789849684541

School Code : 1262
College Code : 1000
EIIN : 132143

our core values

Shaheed Bir Uttam Lt. Anwar Girls' College, named after a valiant martyred Army Officer, Lieutenant Anwar Hossain, started its progressive journey with a motto, 'O Lord, thrive my knowledge' and has created a benchmark of the advancement of female education across the country and is playing a commendable role in various co-curricular activities to flourish the creativity of the juveniles. Besides the glorious achievements in academic results, the main objective of this institution is to broaden the **outlook** of the students by more and more **scientific involvement** in different domains of knowledge. The **sense of integrity** implanted in them through the contemporary education system is inspiring them to be **pragmatic** and eligible for encountering newer challenges of life ahead. Apart from the mission and vision of imparting quality education to our future leaders and infusing in them the greater sense of **discipline** and **patriotism**, Shaheed Bir Uttam Lt. Anwar Girls' College is striving to mould each of its students to be an ideal citizen endowed with the sense of **Bengali culture and tradition .**

প্রচ্ছদের কথা

মধ্য আয়ের পর্যায় ছুঁয়ে উচ্চ আয়ের দেশের কাতারে পৌছে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন বুকে নিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ।

এই লক্ষ্যে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ জাতি গঠনের জন্য যোগ্য নাগরিক গড়ে তুলতে নারী শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা মেধা, প্রতিভা, যোগ্যতা দিয়ে উজ্জ্বল অবস্থানে অনেক ক্ষেত্রে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে।

নারীর ক্ষমতায়ন আমাদের অগ্রযাত্রার উল্লেখযোগ্য একটি দিক।

প্রচ্ছদে দেখা যাচ্ছে, শেখ কামাল ২য় বাংলাদেশ যুব গেমস-২০২৩ এ আমাদের ছাত্রী শারারা যাহীন বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাজে সেজেছিলো, যা সবার মতো স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এবং সম্মানিত সেনা প্রধানকেও মুগ্ধ করেছে;

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল এবং সর্বমহলে প্রশংসিত সেই সাজের ছবিটি অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে শিল্পসম্মতভাবে ফুটিয়ে তুলেছে আমাদের আরেক ছাত্রী সামিয়া আহমেদ সারা। ডাই কাটিং-এর মাঝে তঁদের অভিভূত চেহারার সেই হাস্যোজ্জ্বল ছবির একাংশ দেখা যাচ্ছে।

অন্যদিকে রয়েছে, আমাদের গর্ব এবং সাফল্যের প্রতীক পদ্মা সেতুর চিত্রকর্ম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রেসিডেন্টকে উপহার দেওয়ার চিত্র।

প্রচ্ছদে আরো দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, শান্তিরক্ষায় সেনাবাহিনী, নারীর ক্ষমতায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি, অর্থাৎ বিভিন্ন সূচকে আমাদের ক্রম-উন্নতির চিত্র।

ISBN 984968454-2
9789849684541

School Code : 1262
College Code : 1000
EIIN : 132143